সাপ্তাহিক জন্মভূমি
প্রবাসে বাংলাদেশের মুখ

Vol. 23 No. 43, Thursday 12 January 2023 Weekly Janmobhumi New York Free in USA
২৩তম বর্ষ ৪৩তম সংখ্যা, বৃহস্পতিবার ১২ জানুয়ারী ২০২২ / ২৮ পৌষ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ মুল্যছাড়া-ফ্রি

www.jonmobhumi.com

অন লাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

মহানায়কের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের দিনে

ঢাকা ডেস্কঃ বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস।১০ জানুয়ারি ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি সৈন্যদের আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে নয় মাসব্যাপী মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জিত হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও ১৯৭২ সালের

বাকি অংশ ১৫ পৃষ্ঠায়

পুলিশি বাঁধায় পন্ড শাহবাগে ঐক্য পরিষদের রোডমার্চ, ১৪ বছরে বার বার সাম্প্রদায়িক হামলার শিকার ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়

বরিশালে হিন্দুদের দোকানপাটে লুটপাট!

আবুল কালাম,ঢাকা থেকেঃ মাত্র ১০ টাকা নিয়ে বিবাদকে কেন্দ্র করে ধর্ম অবমাননার অভিযোগ তুলে মিছিল সহকারে এসে বরিশালের ঘোষ মিষ্টান্ন ভান্ডারে হামলা। দোকানদারের ভাষ্যমতে নাস্তার বিল ৪০ টাকা কিন্তু ভোক্তা ৩০ টাকা দিতে চাইলে বাকি ১০ টাকা নিয়ে ভোক্তা ও বিক্রেতার মধ্যে বিবাদকে কেন্দ্র করে আজ মঙ্গলবার বরিশাল নদী বন্দর (পুরাতন লঞ্চঘাট) সংলগ্ন ঘোষ মিষ্টান্ন ভান্ডারে বিক্রেতা দোকান ম্যানেজার, কর্মচারী এবং ভোক্তার মধ্যে সৃষ্ট বিবাদ গিয়ে ঠেকেছে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ ও দোকানে হামলা ভাংচুর করা পর্যন্ত। হামলাকারীরা ধর্ম অবমাননা করার মতো অভিযোগও তুলেছে। যতটুকু জানা যায়, ওই এলাকার সৌরভ ঢালী নামে হাজী মোহাম্মদ মহসীন মার্কেটের দোকানের এক কর্মচারীর সঙ্গে নাস্তার বিলের ৪০ টাকা বনাম ৩০ টাকা অর্থাৎ অতিরিক্ত ১০ টাকা দেওয়া-নেওয়া নিয়ে ঘোষ মিষ্টান্ন ভান্ডারের ক্যাশের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তির সঙ্গে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। যা নিয়ে পরবর্তীতে ওই মিষ্টির দোকানের কর্মচারীর সঙ্গে

বাকি অংশ ১৪ পৃষ্ঠায়

হাতকড়া পরিয়ে হেফাজতে নেওয়া হয়

ট্যাক্স জালিয়াতি মামলায় ট্রাম্পের নির্বাহী উইসেলবার্গের কারাদণ্ড

ওয়াশিংটন ডিসিঃ ট্যাক্স জালিয়াতির মামলায় ট্রাম্প অরগানাইজেশনে দীর্ঘদিন নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্বপালনকারী অ্যালেন উইসেলবার্গকে পাঁচ মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এরই মধ্যে তাকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। (১০ জানুয়ারি) উইসেলবার্গকের সাজা

বাকি অংশ ১৬ পৃষ্ঠায়

কেভিন ম্যাকার্থি মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদে স্পিকার

ওয়াশিংটন ডিসিঃ পূর্বের ধারণাই সত্যি হলো রিপাবলিকান প্রার্থী কেভিন ম্যাকাথি কেভিন ম্যাকার্থি মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদে স্পিকার । মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার নির্বাচনে ম্যাকার্থি টানা তৃতীয় দিনের

বাকি অংশ ১৬ পৃষ্ঠায়

টাকার মান কমেছে, বেড়েছে ডলারের দাম

ঢাকা ডেস্কঃ ডলারের বিপরীতে বড় ধরনের অবমূল্যায়নের কারণে টাকার মান কমেছে, বেড়েছে ডলারের দাম। এতে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে ব্যাংকগুলোর দেওয়া ঋণ টাকার হিসাবে বেড়েছে। কিন্তু ডলারের হিসাবে কমেছে। আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য যেহেতু ডলারে সম্পন্ন হচ্ছে, সেহেতু নিট হিসাবে দুই খাতেই ঋণের প্রবাহ কমেছে। গত সেপ্টেম্বর থেকে ঋণের প্রবৃদ্ধির হার

বাকি অংশ ১৬ পৃষ্ঠায়

এ সপ্তাহের শীর্ষ খবর

১৪টি বাড়ি নয়,একটি বাড়ি স্ত্রীর নামে ঃ তাকসিম

ঢাকা ডেস্কঃ যুক্তরাষ্ট্রে ১৪টি বাড়ি কেনার অভিযোগ বিষয়ে কয়েকজন সাংবাদিককে ওয়াসা ভবনে ডেকে নিজের বক্তব্য জানিয়েছেন ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) প্রকৌশলী তাকসিম এ খান। এ খবর পেয়ে অনেক সাংবাদিক কাওরান বাজারের ওয়াসা ভবনে গেলেও তাদেরকে গেট

বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়

দিল্লির সঙ্গে টাকায় বাণিজ্য চায় ঢাকা

ঢাকা ডেস্কঃ দ্বিপক্ষীয় লেনদেনে ডলারের চাপ কমাতে রুপিতে বাণিজ্যের দিল্লির প্রস্তাবের বিপরীতে টাকায় বাণিজ্যের প্রস্তাব দিয়েছে ঢাকা।

বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়

ব্যবসা গুটিয়ে নিচ্ছে বিদেশি এয়ারলাইনস

ঢাকা ডেস্কঃ নানা সংকটের কারণে বাংলাদেশ থেকে দিন দিন ব্যবসা গুটিয়ে নিচ্ছে বিদেশি

বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়

রাজপরিবারের হাঁড়ির খবর ফাঁস করলেন হ্যারি

লন্ডন ডেস্কঃব্রিটিশ রাজপরিবার ছেড়ে যাওয়া প্রিন্স হ্যারির স্মৃতিকথা 'স্পেয়ার' অবশেষে বাজারে।

বাকি অংশ ১৪ পৃষ্ঠায়

আমি চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি, কোথায় দুর্নীতি দেখান: প্রধানমন্ত্রী

ঢাকা ডেস্কঃ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বিভিন্ন মেগা প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ অমূলক। কোথায় কত টাকা দুর্নীতি হয়েছে, তা স্পষ্ট করে বলতে হবে। তাহলে তিনি এর জবাব দেবেন।
বুধবার জাতীয় সংসদে মোকাব্বির খানের এক সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে সংসদ নেতা শেখ হাসিনা এ কথা বলেন। গণফোরামের সংসদ সদস্য মোকাব্বির খান একটি সম্পূরক প্রশ্নে মেগা প্রকল্প ও কুইক রেন্টালসহ বিভিন্ন খাতে দুর্নীতির অভিযোগ করেন।

বাকি অংশ ১৫ পৃষ্ঠায়

সাফাদির সঙ্গে ছবির পর এবার নুরের কল রেকর্ড ফাঁস

ঢাকা ডেস্কঃ ইসরাইলি গোয়েন্দা হিসেবে পরিচিত দেশটির ডানপন্থী রাজনৈতিক দল লিকুদ পার্টির নেতা মেন্দি এন সাফাদির সঙ্গে তোলা ছবির পর এবার ফাঁস হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডাকসুর সাবেক ভিপি ও গণঅধিকার পরিষদের সদস্য সচিব নুরুল হক নুরের কল রেকর্ড।

বাকি অংশ ১৭ পৃষ্ঠায়

ইমিগ্রেশন , ট্যাক্স সার্ভিস
2168 WESTCHESTER AVE, BRONX, NY 10462
o-(313)-341-9000,c-(516)-566-3444
বিস্তারিত তথ্য দেখুন ভেতরে ২২ পাতার পূর্ণ বিজ্ঞাপনে

আমরা ফরক্লোজ থেকে আপনার বাড়ী রক্ষা করতে সহায়তা করি
Moinul Islam
(Licensed Real Estate Agent)
917-535-4131
Office: 718-392-5635
Email: MOINUL4@GMAIL COM
Mega Homes Realty
32-11 35 Ave. Astoria, NY 11106
REBNY
Commercial and Residential Real Estate Firm

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
► প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
► পাবলিক অকশনের বাড়ি
► ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
► শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬ ৪৫১ ৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

Nurul Azim

BISMILLAH
HALAL LIVE POULTRY
MEAT & FISH MARKET

এক যুগ ধরে বাংলাদেশী কমিউনিটির সেবায়
phone:718-205-7200
ফ্রি ডেলিভারী EBT Accepted
37-15 -55 Street Woodsid
New York-11377

BANGLA TRAVEL
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

Main Children's Dental

CHIRANJIB DUTTA. D.D.S
Main Children's Dental
Pediatric Dentistry (By Appointment Only)
137-01 Northern Blvd, Flushing, NY 11354
Tel: 718-539-8762
Conveniently located near bus and subway

MHC
MARKS HOME CARE

প্রশিক্ষণ ছাড়াই আপনার আত্মীয়স্বজন/প্রতিবেশীদের
স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উর্পাজন করুন

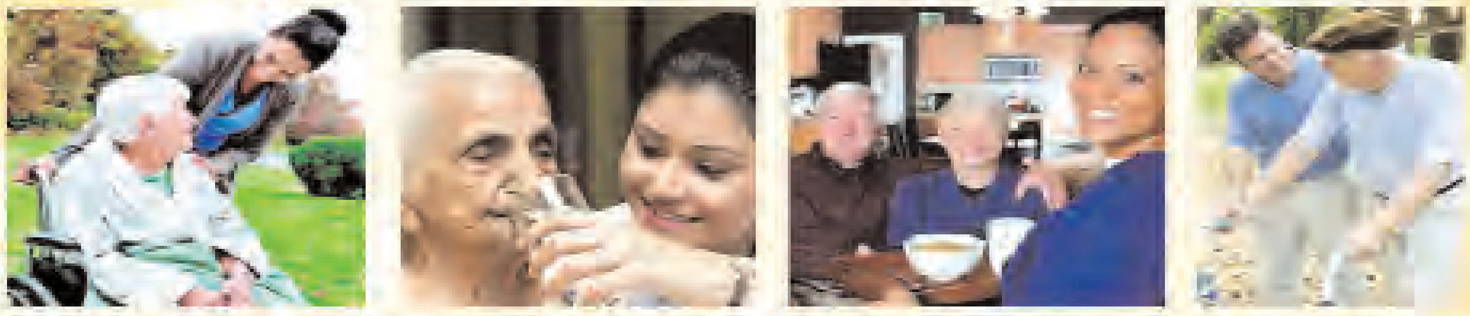

আমাদের এজেন্সীতে কি কি সেবা পেতে পারেন?

- আমাদের হোম কেয়ার এজেন্সী কোন HHA সার্টিফিকেট ছাড়াই আপনার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব অথবা প্রতিবেশীকে স্বাস্থ্য সেবা দেয়ার সুযোগ করে দিতে পারে।
- HHA সার্টিফিকেট থাকলে আপনি যে কোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিতে পারবেন।
- আপনার মেডিকেইড নেই? আমাদের বিশেষজ্ঞ কর্মীরা এব্যাপারে আপনাকে সহায়তা করবে।
- আপনি ঘরে বসে, আপনার বাবা-মা/শ্বশুর-শাশুড়ীকে সেবা প্রদান করে অর্থ উর্পাজন করতে পারবেন।
- আমাদের রয়েছে হোম কেয়ারের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা।
- মনে রাখবেন, আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।
- আমরা CDPAP এর আওতায় কোন প্রকার সার্টিফিকেট ছাড়াই অর্থ উপার্জনের সুযোগ করে দিয়ে থাকি।

Office Hour
Mon-Sunday
9am-7pm

আয় করুন, আপনি প্রতি
সপ্তাহে বেতন পেতে পারেন।

For details information please contact:
ENGINEER MAHFUZUL HAQUE
MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

MARKS HOME CARE
148-37 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435 | Phone: 718-647-5555, 646-591-6782 | Fax: 917-810-7600
167-09 Hillside Ave. 2nd Fl. Jamaica, NY 11432 | Phone: 718-505-8500, 646-591-6782 | Fax: 917-810-7600
1208 Liberty Ave, Brooklyn, NY 11208 | Phone: 718-971-6666, 646-591-6782 | Fax: 917-810-7600
217 Bethpage Rd. Store #11, Hicksville, NY 11801 | Phone: 516-464-1515, 646-591-6782 | Fax: 917-810-7600
2451 E Tremont AveThe Bronx, NY 10461 | Phone: 718-505-8500, 646-591-6782 | Fax: 917-810-7600

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

অন লাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

স্মার্ট বাংলাদেশ গড়েই জাতির পিতার রক্তের ঋণ পরিশোধ করব: সংসদে প্রধানমন্ত্রী

ঢাকা, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়েই জাতির পিতার রক্তের ঋণ পরিশোধের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেছেন, ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি স্বদেশে ফিরেই বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, আমি বলেছিলাম এদেশ স্বাধীন করে ছাড়বো, আজ দেশ স্বাধীন। তিনি বলেছিলেন, রক্ত দিয়ে হলেও এ রক্তের ঋণ আমি শোধ করে যাবো। লাখো শহীদ রক্ত দিয়ে এদেশ স্বাধীন করেছে, একজন বাঙালি বেঁচে থাকতেও এদেশের স্বাধীনতা নষ্ট হতে দেব না। বাংলাদেশ পৃথিবীর ইতিহাসে স্বাধীন বাংলাদেশ হিসেবে বেঁচে থাকবে, বাংলাদেশকে কেউ দাবায়ে রাখতে পারবা না। তিনি তার রক্ত দিয়ে ঋণ শোধ করে গেছেন, এখন আমাদের পালা। আমাদের কর্তব্য তার রক্তের ঋণ শোধ করা। যেদিন গৃহহীন গৃহ পাবে, দেশের মানুষকে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ উপহার দিতে পারবো। সেটা হবে রক্তের ঋণ শোধ করা।

মঙ্গলবার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে সাধারণ আলোচনায় অংশ নিয়ে শেখ হাসিনা এসব কথা বলেন। স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী ও ডেপুটি স্পিকার শামসুল হক টুকুর সভাপতিত্বে অধিবেশনে সংসদের কার্যপ্রণালি বিধি-১৪৭ ধারায় এ সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করেন সরকারি দলের সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান। আলোচনায় অংশ নেন সরকারি দলের আমির হোসেন আমু, মতিয়া চৌধুরী, তোফায়েল আহমেদ, শেখ ফজলুল করিম সেলিম, অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম, ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন ও নূরুল ইসলাম নাহিদ, ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন, জাসদের সভাপতি হাসানুল হক ইনু এবং বিরোধী দল জাতীয় পার্টির কাজী ফিরোজ রশিদ, সৈয়দ আবু হোসেন বাবলা ও রওশন আরা মান্নান।

বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসি দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছিল : প্রধানমন্ত্রী

ঢাকা,আওয়ামী লীগের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ১০ জানুয়ারি ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চান তিনি।

মঙ্গলবার (১০ জানুয়ারি) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে আওয়ামী লীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। আলোচনা সভাটি বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। শেখ হাসিনা বলেন, বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানে কারাগারে শুধু বন্দী করেই রাখা হয়নি, রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা দিয়ে তাকে ফাঁসি দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। জেলখানার পাশে কবরও তৈরি করা হয়েছিল।বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা বিদেশি ব্যক্তি ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করার জন্য ইন্দিরা গান্ধী দেশে দেশে ধরনা দিয়েছিলেন। বিভিন্ন দেশের চাপেই ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিয়েছিলেন।

শেখ হাসিনা বলেন, ১০ জানুয়ারি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধু যে কথাগুলো বলেছিলেন তিনি একে একে সব করেছিলেন। মাত্র ৯ মাসে সংবিধান দিয়েছিলেন। পাকিস্তানের সংবিধান দিতে ১১ বছর লেগেছিল।

মাঠে থাকবে আওয়ামী লীগ

ঢাকা, সরকারের বিরুদ্ধে বিএনপি'র ডাকা কর্মসূচি ঘিরে ব্যাপক তৎপর থাকবে আওয়ামী লীগ। আজ গণঅবস্থান কর্মসূচি দিয়েছে রাজপথের বিরোধী দল। এর পাল্টা কোনো কর্মসূচি না দিলেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে রাজধানীতে কর্মসূচি পালন করবেন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা। রাজধানীর প্রতিটি মোড়ে মোড়ে দলীয় কর্মীদের উপস্থিত থাকার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি নিজ নিজ এলাকার অলিগলিতে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের সারাদিন মহড়া দিতে বলা হয়েছে। সরকারের পদত্যাগ, সংসদ বাতিল, নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনসহ ১০ দফা দাবিতে আজ দেশব্যাপী গণঅবস্থান কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দিয়েছে বিএনপি। বেলা ১১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত টানা চার ঘণ্টা গণঅবস্থান কর্মসূচি পালন করা হবে। বিএনপি'র এ কর্মসূচিকে গুরুত্ব সহকারে নিয়েছে আওয়ামী লীগ।

রাতের ঢাকায় চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ৫২ মিনিট

ঢাকা, মার্কিন কর্মকর্তাদের সিরিজ সফরের মধ্যে মাত্র ৫২ মিনিটের জন্য ঢাকায় যাত্রা বিরতি করেছিলেন চীনের নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিন গ্যাং। সোমবার রাতে আফ্রিকার পাঁচ দেশ সফরে যাওয়ার পথে বাংলাদেশে থামেন তিনি। রাত ১টা ৫৮ মিনিটে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে বহনকারী উড়োজাহাজ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে এবং চটজলদি রিফুয়েলিং শেষ করে রাত ২টা ৫০ মিনিটে ঢাকা ছেড়ে যায়। অভ্যর্থনা জানানো থেকে বিদায় অবধি পুরোটা সময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আব্দুল মোমেন বিমানবন্দরে চীনা অতিথিকে সঙ্গ দিয়েছেন। এ সময় দুই পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মধ্যে কিছু বিষয়ে আনুষ্ঠানিক আলোচনাও হয়।

রিজার্ভ ৩২.৫১ বিলিয়ন ডলার

ঢাকা, দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ৩২ দশমিক ৫১ বিলিয়ন ডলারে। এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের (আকু) দায় পরিশোধের পর বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এ পরিমাণে দাঁড়িয়েছে। নভেম্বর-ডিসেম্বর এই দুই মাসে ১ দশমিক ১২ বিলিয়ন ডলার দায় পরিশোধ করা হয়। রবিবার দিনশেষে তা সমন্বয় করা হয়। গতকাল বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র মো. মেজবা উল হক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন হলো বহুপক্ষীয় ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে আন্তঃআঞ্চলিক চলতি লেনদেন নিষ্পত্তি ব্যবস্থা। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, মিয়ানমার, ইরান ও মালদ্বীপ আকুর সদস্য। ডলার ও ইউরোর মাধ্যমে আকুর বিনিময় বা লেনদেন হয়ে থাকে। প্রতি দুই মাস পর পর বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে বৈদেশিক মুদ্রায় পেমেন্ট করা হয়। আকুর চলতি লেনদেনের নিষ্পত্তি ছাড়াও ডলার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা ও সরকারি আমদানিতে এলসি খোলার জন্য রিজার্ভ থেকে ডলার বিক্রি করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

তত্ত্বাবধায়ক ছাড়া দেশে নির্বাচন নয়

ঢাকা, দেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা ছাড়া আর কোনো জাতীয় নির্বাচন হতে দেওয়া হবে না উল্লেখ করে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেছেন, এই সরকার আবারও নিজেদের মতো করে নির্বাচন করার ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। বিএনপি, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে দুদক ও আদালতকে ব্যবহার করছে। কিন্তু এসবে সরকারের শেষ রক্ষা হবে না। গতকাল দুপুরে রাজশাহী মহানগরীর একটি কমিউনিটি সেন্টারে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

অন লাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে : মির্জা ফখরুল

ঢাকাঃ বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, সারাদেশের জনগণ জেগে উঠেছে। আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে।

তিনি বলেন, 'এই আন্দোলন আজকের নয়; এই আন্দোলন শুরু হয়েছে তখন থেকে, যখন থেকে বেআইনিভাবে দুই-দুইবার ভোট ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে জোর করে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা দখল করেছে।'

আজ বুধবার নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে গণঅবস্থান কর্মসূচিতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মির্জা ফখরুল এ কথা বলেন। সকাল সাড়ে ১০ টায় এ গণঅবস্থান কর্মসূচি শুরু হয়ে দুপুর ২টায় শেষ হয়।

মির্জা ফখরুল বলেন, আমরা জানি, আওয়ামী লীগ একটি অত্যন্ত পরিচিত পুরোনো দল। কিন্তু আওয়ামী লীগ এখন সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলেছে; আওয়ামী লীগ জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তাদের এখন পুলিশের ওপর নির্ভর করে, আমলাদের ওপর নির্ভর করে রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকতে হচ্ছে।'

গণঅবস্থান থেকে বিএনপি'র নতুন কর্মসূচি আসছে

ঢাকা, সরকারের পদত্যাগ ও নিরপেক্ষ সরকারসহ ১০ দফা দাবিতে বিএনপি'র গণঅবস্থান কর্মসূচি আজ। রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপি'র কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে এ কর্মসূচি পালন করবে দলটি। বেলা ১১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত গণঅবস্থানে অংশ নেবেন বিএনপি'র নেতাকর্মীরা। একই সময়ে দেশের অন্য ৯টি সাংগঠনিক বিভাগে চলবে এই কর্মসূচি। বিএনপি'র সঙ্গে একই দিনে, একই সময়ে পৃথক পৃথক গণঅবস্থান কর্মসূচি পালন করবে সমমনা দল ও জোটগুলো। আজকের কর্মসূচি থেকে ঘোষণা হবে যুগপৎ আন্দোলনের তৃতীয় ধাপের কর্মসূচি। ১০ দফা দাবি এবং রাষ্ট্র মেরামতের ২৭ দফা নিয়ে চলমান যুগপৎ আন্দোলনকে সরকার পতনের চূড়ান্ত আন্দোলনে রূপ দিতে চায় দল ও জোটগুলো। গণঅবস্থানে বড় জমায়েত নিশ্চিত করতে আগেই সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছেন দলটির নীতিনির্ধারকরা। সে লক্ষ্যে প্রস্তুতিও নিয়েছেন বিএনপি নেতারা। একই সঙ্গে বিভাগীয় শহরে ব্যাপক জনসমাগমের মাধ্যমে আন্দোলনকে গতিশীল করতে কেন্দ্রীয় নেতাদেরকে পাঠানো হয়েছে।

বিএনপি নেতারা জানিয়েছেন, নয়াপল্টনে গণঅবস্থান সফল করতে ঢাকা বিভাগের কেন্দ্রীয় নেতাদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করে দেয়া হয়েছে। এসব নেতারা নেতাকর্মীদের সঙ্গে থাকবেন এবং শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেবেন।

যুগপৎ বিক্ষোভ সমাবেশ ১৬ ও ২৫ জানুয়ারি

ঢাকা, সরকারবিরোধী যুগপৎ আন্দোলনের দ্বিতীয় কর্মসূচি হিসেবে আজ গণ-অবস্থানে মাঠে নামছে বিএনপিসহ সমমনা বিভিন্ন দল ও জোট। কর্মসূচি সফলে ব্যাপক প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। রাজধানীতে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে মূল শোডাউন করবে বিএনপি। সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত ৪ ঘণ্টার এই কর্মসূচিতে নেতা-কর্মীদের ঢল নামবে বলে বিএনপি মহানগর নেতারা জানিয়েছেন। অবস্থান কর্মসূচি পালন শেষে নতুন কর্মসূচির ঘোষণা দেয়া হবে। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে আগামী ১৬ জানুয়ারি বিক্ষোভ সমাবেশ ও ২৫ জানুয়ারি 'গণতন্ত্র হত্যা দিবসে' সমাবেশ। এ ছাড়া বিএনপি ১৯ জানুয়ারি শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের জন্মদিন উপলক্ষে নানা কর্মসূচি পালন করবে।

গণ-অবস্থান কর্মসূচির মাধ্যমে বুধবার দেশব্যাপী শক্তির মহড়া দিতে চায় বিএনপিসহ সরকারবিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো। রাজধানী ঢাকাসহ সব বিভাগে এই গণ-অবস্থান পালিত হবে। কারাগারে থাকায় বিগত কর্মসূচিতে থাকতে না পারলেও আজ ঢাকায় এ কর্মসূচির নেতৃত্বে থাকবেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। সরকারের পদত্যাগ এবং নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনসহ ১০ দফা দাবি এবং রাষ্ট্র মেরামতের ২৭ দফা নিয়ে যুগপৎ আন্দোলন শুরু করেছে বিএনপি।

গণ-অবস্থান কর্মসূচিতে বিএনপি ছাড়াও মাঠে থাকবে বেশ কয়েকটি দল ও জোট। পাশাপাশি সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদ এবং আরও ১৫টি সংগঠনও থাকবে মাঠে।

www.jonmobhumi.com

দেশের সর্বশেষ খবর

রুপেরা রুপদেশ

অন লাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

স্বর্ণ চোরাচালানে ‘পল্লব-মতি’ সিন্ডিকেট

ঢাকা, পল্লব বর্মণ। চাঁপাই নবাবগঞ্জের প্রতিষ্ঠিত জুয়েলারি ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত। তার প্রতিষ্ঠানের নাম ‘বর্মণ জুয়েলার্স’। জেলা শহরের সবচেয়ে বড় স্বর্ণের দোকান এটি। তবে জুয়েলারি ব্যবসার আড়ালে তার মূল ব্যবসা স্বর্ণ চোরাচালান। সোনামসজিদ স্থলবন্দর দিয়ে স্বর্ণ চোরাচালান চক্রের মূল ব্যক্তি হিসেবে পল্লব বর্মণের নাম পুলিশের তদন্তে উঠে এসেছে। পল্লব বর্মণের বাড়ি শহরের পুরাতন বাজারে। এ ছাড়াও স্বর্ণ চোরাচালানে শীর্ষ হুন্ডির কারবারি মতিউর রহমানের নামও এসেছে পুলিশের তদন্তে। মতিউর রহমান শিবগঞ্জ উপজেলার শাহবাজ ইউনিয়নের সোনাপুরের পেশকার আলীর ছেলে। পল্লব বর্মণ ও মতিউর রহমানের নেতৃত্বে দীর্ঘদিন

ধরে সোনামসজিদ স্থলবন্দর দিয়ে ভারতে স্বর্ণ চোরাচালান করে আসছে চক্রটি।

ভারত-বাংলাদেশ দু’দেশেই চক্রটির শক্তিশালী নেটওয়ার্ক রয়েছে। অনুসন্ধান বলছে, পল্লব-মতি সিন্ডিকেটের মাধ্যমে ভারতে যায় স্বর্ণ। আসে গরু, মাদক ও অস্ত্র।

জানা গেছে, ২০২২ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর সোনামসজিদ স্থলবন্দরের জিরো পয়েন্ট থেকে সাড়ে ৩ কেজি স্বর্ণের বারসহ এক ভারতীয় ট্রাকচালককে গ্রেপ্তার করে বিজিবি-৫৯। ভারতীয় ট্রাকচালকের নাম রেন্টু শেখ। তিনি ভারতের মালদহ জেলার ইংলিশ বাজার থানার মাহাদীপুরের মাফাজুল শেখের ছেলে। এ ঘটনায় সোনামসজিদ বিওপি’র সুবেদার (জেসিও ৭৫৪০) মো. কেরামত আলী বাদী হয়ে শিবগঞ্জ থানায় মামলা করেন। মামলাটি তদন্ত শুরু করে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ। পরে ভারতীয় ট্রাকচালকের কাছে স্বর্ণ পৌঁছে দেয়া বাহনকারী আলমগীর হোসেনকে গ্রেপ্তার করে তদন্তকারী কর্মকর্তা। আলমগীর হোসেন শিবগঞ্জ উপজেলার শাহবাজপুর ইউনিয়নের সোনাপুরের খাইরুল ইসলামের ছেলে ও ভারতে স্বর্ণ চোরাচালানচক্রের হোতা মতিউর রহমানের ভাতিজা। বাহনকারী আলমগীর ও ভারতীয় ট্রাকচালক রেন্টু শেখকে জিজ্ঞাসাবাদে আন্তঃদেশীয় স্বর্ণ চোরাচালানকারী পল্লব বর্মণ ও শিবগঞ্জের মতিউর রহমানের নাম জানতে পারে পুলিশ। গ্রেপ্তার দুই আসামি আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতেও স্বর্ণ চোরাচালানচক্রের দুই হোতার নাম জানায়। শিবগঞ্জ থানায় হওয়া মামলাটি তদন্ত শুরু করেন জেলা গোয়েন্দা পুলিশের এসআই মশিউর রহমান। পরে মামলাটি পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ-সিআইডিতে বদলি করা হয়।

বর্তমানে সিআইডি চাঁপাই নবাবগঞ্জ কার্যালয়ের পরিদর্শক মো. ফজলে এলাহি মামলাটি তদন্ত করছেন। অনুসন্ধানে জানা গেছে, স্বর্ণ চোরাচালানচক্রের হোতা পল্লব বর্মণ বংশপরম্পরায় জুয়েলারি ব্যবসায়ী। ভারতের মালদহ শহরে আপন জুয়েলার্স নামে তাদের আরও একটি বড় স্বর্ণের দোকান রয়েছে। পল্লবের বড় ভাই শ্যামল বর্মণ ওই দোকান চালান। স্বর্ণের চালান ধরা পড়ার পর থেকেই পলাতক পল্লব বর্মণ। ভারত থেকে এসে শ্যামল বর্মণের ছেলে তমাল বর্মণ চাঁপাই নবাবগঞ্জ শহরের পুরাতন বাজারের ‘বর্মণ জুয়েলার্স’ দোকানটি পরিচালনা করছেন। এ বিষয়ে জানতে তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনো কথা বলতে চাননি। তার চাচা পল্লব বর্মণ কোথায় জানতে চাইলে তিনি বলেন, তার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই। অনুসন্ধান বলছে, মতিউর রহমান হুন্ডি কারবারি। কিছুদিন পাথর আমদানিও করেন মতিউর রহমান। পরে স্বর্ণ চোরাচালানে জড়িয়ে পড়েন। হঠাৎ করে বনে যান কোটিপতি। রাজশাহী শহরের বিলসিমলায় চারতলা বাড়ি। রাজশাহী ও ঢাকায় আরও একাধিক প্লট ও বাড়ি রয়েছে মতিউর রহমানের। তদন্ত সংশ্লিষ্টরা বলছেন, পল্লব বর্মণ গ্রেপ্তার হলেই কোন দেশ থেকে এসব স্বর্ণ এসেছে, কীভাবে এসেছে সেটি জানা যাবে।

আরও বিস্তর তদন্ত চলছে। গত ৪ই জানুয়ারি উচ্চ আদালত থেকে জামিন নিয়েছেন পলাতক আসামি মতিউর রহমান। তিনি ৬ সপ্তাহের জামিনে আছেন। মামলা হওয়ার পরে ভারতে পালিয়ে যান পল্লব বর্মণ। গেল বছরের ২৮শে নভেম্বর তার ভিসার মেয়াদ শেষ হয়েছে। সোনামসজিদ ইমিগ্রেশনের বরাত দিয়ে তদন্ত কর্মকর্তা জানান, পল্লব বর্মণ গত ৩রা জানুয়ারি সোনামসজিদ স্থলবন্দর দিয়ে দেশে এসেছেন। নতুন করে ভিসার জন্য চেষ্টা করছেন। এ মামলার আগের তদন্তকারী কর্মকর্তা ও জেলা গোয়েন্দা পুলিশের এসআই মো. মশিউর রহমান জানান, গ্রেপ্তারের পর প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে স্বর্ণ চোরাচালানে জড়িত থাকাসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেন আলমগীর হোসেন ও ভারতীয় ট্রাকচালক রেন্টু শেখ। আলমগীর আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিও দেন। সাড়ে ৩ কেজি স্বর্ণসহ গ্রেপ্তার ভারতীয় নাগরিক রেন্টু শেখের ৩ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। জিজ্ঞাসাবাদে স্বর্ণ পাচারকারী চক্রের কয়েকজনের নাম বলেছেন তারা। স্বর্ণ চোরাচালান মামলার তদন্ত কর্মকর্তা চাঁপাই নবাবগঞ্জ সিআইডি’র পরিদর্শক ফজলে এলাহি বলেন, গ্রেপ্তার হওয়া আসামিদের জিজ্ঞাসাবাদে ভারতে স্বর্ণ চোরাচালানে জড়িত পল্লব বর্মণ ও মতিউর রহমানের নাম এসেছে। পলাতক থাকলেও তাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। তথ্যপ্রমাণ ভালোভাবে সংগ্রহ করে তদন্ত শেষ পর্যায়ে নিয়ে এসেছি। খুব শিগগির আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেয়া হবে।

বিশ্ব ইজতেমা শুরু শুক্রবার

ঢাকা, রাজধানীর সন্নিকটে টঙ্গীর কহর দরিয়া খ্যাত তুরাগ নদের তীরে আগামী শুক্রবার ফজরের নামাজের পর আমবয়ানের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবে বিশ্ব তাবলিগ জামাতের বার্ষিক মহাসম্মেলন। মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় মহাসম্মেলনের ৫৬তম বিশ্ব ইজতেমা। শুক্রবার শুরু হয়ে ১৫ জানুয়ারি রবিবার আখেরি মোনাজাতের মধ্য দিয়ে শেষ হবে বিশ্ব ইজতেমার প্রথম পর্ব। এর পর চার দিন বিরতি দিয়ে ২০ জানুয়ারি শুরু হবে দ্বিতীয় পর্ব। ২২ জানুয়ারি রবিবার আখেরি মোনাজাতের মধ্যদিয়ে শেষ হবে বিশ্ব ইজতেমার উভয়পর্ব। এ উপলক্ষে পুরো ময়দানে তাবলিগ জামাতের অনুসারী সদস্য, মাদরাসা, স্কুল-কলেজের ছাত্র-শিক্ষক ও স্থানীয় জনগণ দূর থেকে এসে প্রতিদিন দলে দলে শত শত মুসল্লিকে স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে যাচ্ছেন। এ ছাড়া সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় মুসল্লিদের পারাপারে তুরাগ নদের ওপর ৫টি ভাসমান ব্রিজ নির্মাণ করা হবে। আগত মুসল্লিরা জেলাওয়ারী খিত্তায় অবস্থান নিবেন। তুরাগ নদের তীরবর্তী ১৬০ একর জমি বিস্তৃত ইজতেমা ময়দান প্রস্তুতের কাজ শেষ পর্যায়। গাজীপুর সিটি মেয়র (ভারপ্রাপ্ত) আসাদুর রহমান কিরণ বলেন, বিশ্বখ্যাত এই ধর্মীয় ইবাদত অনুষ্ঠানে আগত মুসল্লিদের যাতায়াত, থাকা-খাওয়া, পানি ও নিরাপত্তাসহ যাবতীয় বিষয় সুশৃঙ্খল রাখতে গাজীপুর সিটি করপোরেশনের পক্ষ থেকে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে।

গাজীপুর পুলিশ কমিশনার মোল্যা নজরুল ইসলাম বলেন, কঠোর নিরাপত্তা বলয়ে থাকবে ইজতেমা ময়দানে। ময়দানের চারপাশে ১২টি ওয়াচ টাওয়ার স্থাপন ও সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। আগত মুসল্লিদের সেবায় পোশাক ও সাদা পোশাকসহ বিভিন্ন বেশে সেবা প্রদান করবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা। র‍্যাবের পক্ষ থেকে আকাশ পথে হেলিকাপ্টারের মাধ্যমে মনিটরিং করা হবে। নৌ-পথেও টহল টিম থাকবে।

লন্ডনে মারা গেছেন সাংবাদিক অজয় পাল

ঢাকা ডেস্ক, একাত্তরের কলমযোদ্ধা ও সাংবাদিক অজয় পাল আর নেই। শনিবার রাত সাড়ে আটটার দিকে রয়েল লন্ডন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

এর আগে গত বুধবার ব্রেন স্ট্রোক করলে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই পুত্রসহ আত্মীয়স্বজন ও অগনন গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

সত্তর ও আশির দশকে যে সব মেধাবী সাংবাদিক সংবাদ পরিবেশনে সনাতনী গুরুগম্ভীর অবয়ব ভেঙে নতুন একটি ধারার সূচনা করেন তাঁদেরই একজন অজয় পাল। যাদের সংবাদের ভাষা প্রাঞ্জল, বিষয় বৈচিত্র্যপূর্ণ। যাদের হাত ধরে বদলে যায় রিপোর্টিংয়ের গৎবাঁধা উপস্থাপন এবং ছকবাঁধা বর্ণনা।

কাজ করেছেন বাংলাদেশ, যুক্তরাজ্য, কানাডার স্বনামধন্য সব সংবাদপত্রে। জাতীয় দৈনিকের মধ্যে বাংলার বাণী, দৈনিক সংবাদ, দেশবাংলা ও বাংলাবাজার পত্রিকা ছাড়াও সিলেটের স্থানীয় দৈনিক সিলেট বাণী পত্রিকায়ও কাজ করেন কিছুদিন। আর সাপ্তাহিকের মধ্যে যুগভেরী, সিলেট সমাচার, দেশবার্তা ও সিলেটধ্বনি পত্রিকায় কর্মরত ছিলেন বহুদিন।

শুরুর দিকে সুনামগঞ্জ থেকে প্রকাশিত সূর্যের দেশ পত্রিকায় কিছুদিন সিলেট প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করেন। যুক্ত ছিলেন লন্ডন থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক সুরমা, জাগরণ, পত্রিকা, দেশবার্তা, পূর্বদেশ ও কানাডা থেকে প্রকাশিত বাংলা নিউজ পত্রিকার সঙ্গে। ২০০৮ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত মাসিক মাসিক হৃদয়ে বাংলাদেশ ম্যাগাজিনের ছিলেন ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক।

ভারত থেকে সাড়ে ১২ হাজার মেট্রিক টন চিনি কিনবে সরকার

ঢাকা, ভারত থেকে ১২ হাজার ৫০০ মেট্রিক টন চিনি কিনবে সরকার। ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) জন্য সরকারি ক্রয়-সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি এই চিনি কেনার অনুমোদন দিয়েছে। এই চিনির জন্য প্রতিকেজি ৫৬ টাকা দরে মোট খরচ হবে ৭০ কোটি ২ লাখ ৪৫ হাজার টাকা।

বুধবার অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালের সভাপতিত্বে সরকারি ক্রয়-সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষে সিদ্ধান্ত জানান মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব সাঈদ মাহবুব খান।

তিনি জানান, ভারতের কলকাতার শ্রীনোভা ইস্পাত প্রাইভেট লিমিটেড থেকে ১২ হাজার ৫০০ মেট্রিক টন চিনি কেনার অনুমোদন দেয়া হয়েছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) জন্য এই চিনি কেনা হবে। আন্তর্জাতিকভাবে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে (ডিপিএম) এই চিনি কিনতে খরচ হবে ৭০ কোটি ২ লাখ ৪৫ হাজার টাকা। অর্থাৎ প্রতি কেজি চিনি কিনতে খরচ হবে ৫৬ টাকা ২ পয়সা।

এর আগে গত বছরের ১০ নভেম্বর অনুষ্ঠিত সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভায় উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে ব্রাজিল থেকে ১২ হাজার ৫০০ মেট্রিক টন চিনি কেনার অনুমোদন দেয়া হয়। টিসিবির জন্য কেনা ওই চিনির জন্য খরচ ধরা হয় ৬৫ লাখ ৫২ হাজার ৬২৫ মার্কিন ডলার। যা বাংলাদেশী টাকায় ৬৫ কোটি ৯৮ লাখ ৪৯ হাজার ৩৩৭ টাকা। প্রতি টন চিনির দাম ধরা হয় ৫২৪ মার্কিন ডলার।

অতিরিক্ত সচিব আরো বলেন, শিল্প মন্ত্রণালয়ের ইউরিয়া সার কেনা সংক্রান্ত দুইটি প্রস্তাব অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরে রাষ্ট্রীয় চুক্তির মাধ্যমে সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে ৩০ হাজার মেট্রিক টন বাল্ক গ্রানুয়েল ইউরিয়া সার আমদানির প্রস্তাবের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এতে মোট খরচ হবে ১৫০ কোটি ৮ লাখ ৪ হাজার টাকা। প্রতি মেট্রিক টনের দাম পড়বে ৪৭০ মার্কিন ডলার। যার আগের মূল্য ছিল ৪৮০ মার্কিন ডলার।

বাইডেনের উপদেষ্টার বৈঠকের আগে মানববন্ধন মন্ত্রণালয়ের সামনে

ঢাকা,যুক্তরাষ্ট্রের কেমব্রিজের বাসিন্দা এবং ম্যাসাচুসেটস বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত সাঈদ ফয়সাল ‘হত্যার’ বিচারের দাবিতে গতকাল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সামনে মানববন্ধন করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক সিনিয়র ডিরেক্টর রিয়ার অ্যাডমিরাল আইলিন লাউবাচার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেনের সঙ্গে বৈঠকের আগমুহূর্তে এই মানববন্ধন হয় ‘সচেতন নাগরিক সমাজ’ ব্যানারে। কেমব্রিজের একজন পুলিশ অফিসার গত বুধবার ফয়সালকে গুলি করে হত্যা করেন। নিরাপত্তা, রোহিঙ্গা সংকট ও অন্যান্য দ্বিপক্ষীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চার দিনের সফরে ঢাকা এসেছেন লাউবাচার। মানববন্ধনে সাংবাদিক অজয় দাশগুপ্ত বলেন, যেসব দেশে বাংলাদেশিদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও দূতাবাসগুলোকে আমরা সেসব জায়গায় প্রতিবাদ জানানোর আহ্বান জানাচ্ছি। আমরা কোথাও মানবাধিকার লঙ্ঘন চাই না। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র অন্য দেশের মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে কথা বলে। আমরা বলব নিজ দেশে কী ঘটছে, তার ওপর নজর দিন। ওয়াশিংটন পোস্টের খবর বলছে, সেখানে এক বছরে পুলিশের এক হাজার লোককে হত্যা করেছে। আমরা যুক্তরাষ্ট্রকে বলব, এই যে এক হাজার লোককে হত্যা করার ঘটনা, তাতে চোখ বন্ধ করে থাকবেন না। এ দেশে আপনারা যা ইচ্ছা তা করতে পারেন না। অন্য দেশের বিষয়ে নাক গলানোর প্রয়োজন আপনাদের নেই।

জন্মভূমির এ সপ্তাহের কার্টুন

নামাজের সময়সূচী

তারিখ:	ফজর	জোহর	আছর	মাগরিব	এশা
১২ জানুয়ারী	০৫;৪৭	১১;৪৯	০২;৪৭	০৪;২৮	০৫;৫০
১২ জানুয়ারী	০৫;৪৭	১১;৪৯	০২;৪৭	০৪;২৮	০৫;৫০
১৩ জানুয়ারী	০৫;৪৯	১১;৫০	০২;৪৮	০৪;২৮	০৫;৫০
১৪ জানুয়ারী	০৫;৫০	১১;৫০	০২;৪৮	০৪;২৯	০৫;৫১
১৫ জানুয়ারী	০৫;৫০	১১;৫১	০২;৪৮	০৪;২৯	০৭;৫১
১৬ জানুয়ারী	০৫;৫১	১১;৫২	০২;৪৮	০৪;২৯	০৫;৫১
১৭ জানুয়ারী	০৬;৫২	১১;৫২	০২;৪৮	০৪;২৯	০৫;৫২

পূজার সময়সূচী

কুইন্সের সকল হিন্দু মন্দিরের সময়সূচী

সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত

সকাল ৭টায় আরতী ও ভোরের পূজা

সন্ধ্যা ৭টায় আরতী ও সন্ধ্যা পূজা

(তাছাড়া প্রতিদিনই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পুরোহিতগণ পূর্ণ্যার্থীদের অনুরোধে নিয়মিত পূজা অর্চ্চনা করেন)।

বৌদ্ধ পূজার সময়সূচী

মন্দির খোলা থাকে সকাল ৮টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত

ভোরের প্রর্থনা ভোর ৬টায়
দুপুরের প্রর্থনা দুপুর ১২টায়
সন্ধ্যা প্রর্থনা সন্ধ্যা ৬টায়

(তাছাড়া প্রতিদিনই পূর্ণ্যার্থিদের অনুরোধে নিয়মিত প্রত্যহিক পূজা করা হয়)।

চার্চে প্রার্থনার সময়সূচী

নিউ ইয়র্ক এলাকার প্রায় সব গীর্জাই খোলা থাকে সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত

রবিবারের প্রার্থনা সকাল ১১টায় বিশেষ প্রার্থনা হয় মধ্যরাতে

(তাছাড়া প্রতিদিনই পূর্ণ্যার্থীদের সমাগম ঘটে এবং প্রার্থনা সভা হয় প্রতি চার্চেই)

www.jonmobhumi.com

অন লাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

মিয়ানমার কথা রাখেনি : আমু

ঢাকা,আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ও সাবেক শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু বলেন, ভারত ও মায়ানমারের সাথে আমরা একাধিকবার বৈঠক করে মাদক না ঢুকে এজন্য নানা পদক্ষেপ নিয়েছি। ভারত কথা রেখেছে, তারা সীমান্তবর্তী এলাকায় ফেনসিডিলের কারখানা ভেঙে দিয়েছে। কিন্তু মায়ানমার কথা দিয়েও আজপর্যন্ত কথা রাখেনি। বাংলাদেশে মাদক আসার সময় তারা কাউকে আটক করে না, বরং মাদক কারবারিদের উৎসাহ দিচ্ছে বলে আমি মনে করি।

বুধবার (১১ জানুয়ারি) বিকেলে ঝালকাঠির শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ামে শেখ কামাল দ্বিতীয় যুব গেমেসের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

ঝালকাঠির জেলা প্রশাসক ফারাহ্ গুল নিঝুমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন পুলিশ সুপার আফরুজুল হক টুটুল, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট খান সাইফুল্লাহ পনির, সদর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান খান আরিফুর রহমান, পৌর মেয়র মো: লিয়াকত আলী তালুকদার, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সম্পাদক তরুন কর্মকার, সাংগঠনিক সম্পাদক হাবিবুর রহমান হাবিল, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মঈন তালুকদার, ইসরাত জাহান সোনালী ও ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক আল মামুন খান ধলু।

পরে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি আমির হোসেন আমু শেখ কামাল দ্বিতীয় যুব গেমস এ বিজয়ী ও রানার্সআপ দলের খেলোয়ারদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। পাশাপাশি ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী, ঝালকাঠি সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তাদের সন্তানদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে

রওশন ও জি এম কাদের বললেন তাঁরা ঐক্যবদ্ধ

ঢাকা, জাতীয় পার্টির প্রধান পৃষ্ঠপোষক রওশন এরশাদ ও চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদের (জি এম কাদের) বলেছেন, তাঁরা ঐক্যবদ্ধ। দলে কোনো বিভক্তি নেই। গতকাল সোমবার গণমাধ্যমে যৌথ বিবৃতি পাঠিয়ে রওশন এরশাদ ও জি এম কাদের এ কথা বলেছেন। বিবৃতিতে দুই নেতার সই রয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, 'কিছুদিন ধরে গণমাধ্যমে জাতীয় পার্টির বিভক্তি সম্পর্কিত বিভ্রান্তিকর কিছু খবর প্রকাশিত হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে আমি জাতীয় পার্টির প্রধান পৃষ্ঠপোষক বেগম রওশন এরশাদ ও আমি জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদের দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে চাই যে পার্টিতে কোনো বিভক্তির প্রশ্নই ওঠে না। বরং আমরা দুইজনেই ঐক্যবদ্ধভাবে প্রয়াত নেতা হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ প্রতিষ্ঠিত জাতীয় পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে বদ্ধপরিকর।'

বিবৃতিতে রওশন এরশাদ ও জি এম কাদের বলেন, 'আমরা দুজনই পার্টিকে একটি শক্তিশালী বিরোধী দল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চাই। সংবিধান অনুযায়ী আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টি অংশগ্রহণ করবে এবং ৩০০ আসনেই প্রার্থী প্রদান করার জন্য পার্টিকে সুসংগঠিত করার প্রত্যয় ঘোষণা করছি।'

এক মাস পর কারামুক্ত মির্জা ফখরুল-আব্বাস

ঢাকা, অবশেষে কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস। এক মাস পর সোমবার সন্ধ্যা ৬টার কিছু আগে কেরানীগঞ্জে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে জামিনে বেরিয়ে আসেন তারা। এ সময় নেতাকর্মীরা তাদের স্বাগত জানান। এর আগে বিকাল সোয়া ৪টার দিকে মির্জা ফখরুল ও আব্বাসকে দেওয়া উচ্চ আদালতের জামিনের কাগজপত্র ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পৌঁছায়।

জামিনে মুক্তি পেয়ে নেতাকর্মীদের উদ্দেশে মির্জা ফখরুল বলেন, আমাদের পিছু হটার পথ নেই। আমি বিশ্বাস করি, অবিলম্বে জনগণের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার হবে। এটাই আমাদের প্রত্যাশা। জেলের ভয়েও আন্দোলন থামবে না। বিজয় না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলতেই থাকবে।

সেই মিন্নির জামিন আবেদন শুনতে অপারগতা হাইকোর্টের

ঢাকা, বরগুনার আলোচিত রিফাত শরীফ হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আয়শা সিদ্দিকা মিন্নির জামিন আবেদন শুনতে অপারগতা প্রকাশ করেছেন হাইকোর্ট। বিচারপতি শেখ হাসান আরিফ ও বিচারপতি বিশ্বজিৎ দেবনাথের হাইকোর্ট বেঞ্চ জামিন আবেদনটি শুনতে অপারগতা জানান। আদালতে মিন্নির পক্ষে ছিলেন অ্যাডভোকেট সৈয়দা নাসরিন ও অ্যাডভোকেট জামিউল হক ফয়সাল।এর আগে গত ১৬ অক্টোবর বরগুনার আলোচিত রিফাত শরীফ হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আয়শা সিদ্দিকা মিন্নি জামিন চেয়ে হাইকোর্টে আবেদন করেন।

বরগুনার জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মো. আছাদুজ্জামান ২০২০ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর মিন্নিসহ ৬ জনকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেন। রায়ে প্রাপ্তবয়স্ক ১০ আসামির মধ্যে ৬ জনকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়। পাশাপাশি ৬ আসামিকে ৫০ হাজার টাকা করে জরিমানার দণ্ডেও দণ্ডিত করেন বিচারক। বাকি ৪ জনকে খালাস দেওয়া হয়।

Dr Sagar Baral D.D.S
Cosmetic Dentistry

আমরা বাংলায় কথা বলি

87-72 168th street Jamaica,NY 11432
Telephone: (718)297-9777

২৬৫ স্কুল ছুটি দিয়ে প্রতিমন্ত্রীর ছেলের বৌভাতে অংশগ্রহণ ন্যক্কারজনক

ঢাকা,প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর ছেলের বৌভাতে কুড়িগ্রামের ৩ উপজেলার ২৬৫ বিদ্যালয় ছুটি দিয়ে শিক্ষকদের যোগদান, বাধ্যতামূলক জনপ্রতি ৫০০ টাকা চাঁদা তুলে সোনার আংটি, রেফ্রিজারেটর ও ওয়াশিং মেশিন উপহার দেয়া এবং প্রতিমন্ত্রীর তা গ্রহণের ঘটনা ন্যক্কারজনক। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। প্রতিমন্ত্রীর দৃশ্যত নির্দেশনামূলক নিমন্ত্রণে এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষা কর্মকর্তা ও শিক্ষকদের যোগসাজশে বিদ্যালয় বন্ধ রেখে বউভাতে সোৎসাহে বা বাধ্য হয়ে অংশগ্রহণের এই ঘটনা দেশের শিক্ষা খাতকে দলীয়করণ ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে ধ্বংস করার এই ভয়াবহ দৃষ্টান্তে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রতিমন্ত্রীসহ জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক জবাবদিহিতার আওতায় আনার দাবি জানিয়েছে টিআইবি। গত রোববার কুড়িগ্রামের চিলমারী, রৌমারী ও চর রাজিবপুর উপজেলার সব বিদ্যালয় ছুটি দিয়ে শিক্ষকরা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর ছেলের বউভাতে অংশ নেন। বিষয়টিকে টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান প্রতিমন্ত্রী, সংশ্লিষ্ট শিক্ষা কর্মকর্তা ও শিক্ষকদের শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষকতা পেশা ও শিক্ষার্থীর প্রতি নৈতিক দায়বদ্ধতার অরুচিকর লঙ্ঘন হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, দেশের শিক্ষাব্যবস্থার দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় বিকশিত দলীয়করণ ও ক্ষমতার অপব্যবহারের হাতে জিম্মি অবস্থার চরম উদ্বেগজনক দৃষ্টান্ত কুড়িগ্রামের এই ঘটনা। প্রতিমন্ত্রী, সংশ্লিষ্ট শিক্ষা কর্মকর্তা ও শিক্ষকবৃন্দের কেউ এর দায় এড়াতে পারেন না। ব্যবস্থার ভবিষ্যতই বা কী।

হজযাত্রীদের ওপর থেকে সব নিষেধাজ্ঞা তুলে নিল সৌদি

ঢাকা ডেস্ক, হজযাত্রীদের ওপর থেকে সব ধরনের নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে সৌদি আরব। করোনা মহামারি ছড়িয়ে পড়ার পর নিজ দেশে বিধিনিষেধ আরোপ করে সৌদি। এ ছাড়া মানুষের সমাগম নিয়ন্ত্রণে রাখতে দেশটি হাজিদের সংখ্যা নির্ধারণ করে দেয়।

সোমবার অবশেষে তিন বছর পর সেসব বিধিনিষেধ তুলে দেওয়া হচ্ছে। খবর সৌদ গ্যাজেট

হজ ও ওমরাহবিষয়ক মন্ত্রী তৌফিক আল-রাবিয়াহ সোমবার হজ মেলা ২০২৩ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ

দেন। সেখানেই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার ঘোষণা দেন।

তিনি বলেন , 'মহামারির আগে হাজির সংখ্যা যত ছিল, সেটি আগের সংখ্যায় ফিরে যাবে। এ ছাড়া বয়সের ক্ষেত্রেও কোনো সীমাবদ্ধতা থাকবে না।' তবে সৌদির স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, যেসব মানুষ এখন পর্যন্ত একবারও হজ করেননি, এবার তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এ বছর ২৬ জুন থেকে হজের মৌসুম শুরু হবে। ২০০৯ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত সৌদি আরবে প্রতি বছর ২০ থেকে ৩০ লাখ মানুষ হজ করতে যেত। কিন্তু ২০২০ সালে করোনা শুরু হলে সে সংখ্যা সীমিত করা হয় এক হাজারে। পরবর্তী বছর এ সংখ্যা করা হয় ৬০ হাজারে। তাও শর্তে সাপেক্ষে।

গত তিন বছর কঠোর বিধিনিষেধের মধ্যে বিশ্ব মুসলিম সম্প্রদায়ের হজের আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয়েছে। এ ছাড়া ৬৫ বছর বয়সি ব্যক্তিরা এতদিন হজ পালন করতে পারবে না বলে নির্দেশনা জারি করা হয়। কিন্তু এ বছর এ নির্দেশনা তুলে নেওয়া হয়েছে।

স্বর্ণের ভরি ৯০ হাজার ৭৪৬ টাকা

ঢাকা, দেশের বাজারে স্বর্ণের দাম আরেক দফা বাড়ানো হয়েছে। এবার ভরিতে এই ধাতুটির দাম ২ হাজার ৩৩৩ টাকা বাড়ছে। তাতে সবচেয়ে ভালো মানের অর্থাৎ ২২ ক্যারেটের এক ভরি স্বর্ণের দাম দাঁড়াবে ৯০ হাজার ৭৪৬ টাকায়। এই দাম দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। নতুন এই দর রোববার থেকে সারা দেশে কার্যকর হবে।

বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস) শনিবার দাম বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে। বাজুসের মূল্য নির্ধারণ ও মূল্য পর্যবেক্ষণ স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান এম এ হান্নান আজাদ স্বাক্ষরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, স্থানীয় বাজারে তেজাবি স্বর্ণের (পিওর গোল্ড) দাম বাড়ায় সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নতুন দাম নির্ধারণ করা হয়েছে। অন্যান্য মানের স্বর্ণের দামও প্রায় একই হারে বাড়ানো হয়েছে। এর আগে গত ২৯ ডিসেম্বর সবশেষ দাম বাড়ানো হয়েছিল। সে সময় সব থেকে ভালো মানের স্বর্ণের দাম ভরিতে ১ হাজার ১৬৬ টাকা বাড়ানো হয়। তাতে ভালো মানের এক ভরি স্বর্ণের দাম দাঁড়ায় ৮৮ হাজার ৪১৩ টাকা। এতদিন দেশের বাজারে এটাই ছিল সর্বোচ্চ দাম। এই রেকর্ড ভেঙে রোববার থেকে ইতিহাসের সর্বোচ্চ দামে দেশের বাজারে স্বর্ণ বিক্রি হবে।

চলতি অর্থবছরে ৫.২ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি হতে পারে, বলছে বিশ্বব্যাংক

ঢাকা, চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি ৫ দশমিক ২ শতাংশ হতে পারে–এমন পূর্বাভাস দিয়েছে বিশ্বব্যাংক। বিশ্বব্যাংকের 'গ্লোবাল ইকোনমিক প্রসপেক্ট' প্রতিবেদনে জিডিপি প্রবৃদ্ধির এ পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার রাতে এ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।

সরকার চলতি অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য ঠিক করেছে সাড়ে ৭ শতাংশ। বিশ্বব্যাংক আরও বলেছে, আগামী অর্থবছরে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি কিছুটা বেড়ে ৬ দশমিক ২ শতাংশ হতে পারে। বাংলাদেশ সম্পর্কে ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটের কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রভাব পড়ছে। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ার কারণে ভুগছে বাংলাদেশ। শিল্প ও বাসাবাড়িতে বিদ্যুতের সরবরাহে বিঘ্ন ঘটেছে। শিল্প উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে। সরকারকে পরিস্থিতি সামাল দিতে লোডশেডিং করতে হয়েছে। এ ছাড়া গাড়ি কেনা বন্ধ রাখার পাশাপাশি বিলাসপণ্যে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।

LAW OFFICE OF H. BRUCE FISCHER

H. BRUCE FISCHER
Attorney at Law

এপয়েন্টমেন্টের জন্য আজই যোগাযোগ করুন।

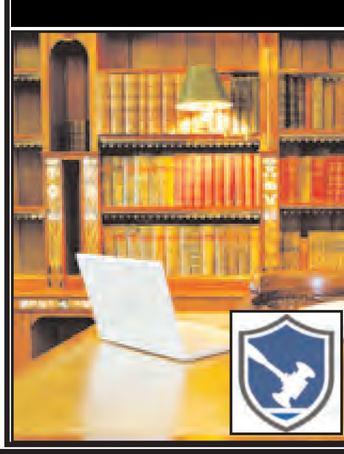

এক্সিডেন্ট (দুর্ঘটনা) কেইসেস

যে কোন ধরনের দুর্ঘটনা, যেমন গাড়ী,ট্রাক, সাবওয়ে. প্লেইন, কাজের জায়গাতে আঘাত হস্‌পিটালে ভুল চিকিৎসা কন্সট্রাকশন অথবা রাস্তায় পড়ে যাওয়ার দরুন আপনার বড় ধরনের ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারেন। এ ব্যাপারে আমরা আপনাদের সাহায্যে করতে সর্বদা প্রস্তুত।

Office:45 Rockefeller Plaza,Suite # 2088, NY 10111
Tel: 212-957-3634,
Cell: 646-752-6097

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমি

প্রবাসে বাংলাদেশের মুখ

১২ জানুয়ারী ২০২২ ### ২৮ পৌষ ১৪২৯ বাংলা

সম্পাদক	রতন তালুকদার
সহযোগী সম্পাদক	শিকদার হুমায়ূন কবীর
ঢাকা প্রতিনিধি	আবুল কালাম
কলকাতা প্রতিনিধি	সোমনাথ গাঙ্গুলী
ইউরোপ প্রতিনিধি	নুরুল ইসলাম বকুল
ক্যালিফোর্নিয়া প্রতিনিধি	ড.মিতুল বড়ুয়া
ওয়াশিংটন প্রতিনিধি	মাইকেল বিকাশ গোমেজ

সম্পাদকীয়

অন লাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

রোহিঙ্গা শিবিরে সশস্ত্র সংগঠন

কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলার বিভিন্ন রোহিঙ্গা শিবিরে বর্তমানে মিয়ানমারভিত্তিক সশস্ত্র সংগঠন আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি-আরসার দৌরাত্ম্য চলিতেছে বলিলে ভুল হইবে না। পুলিশকে উদ্‌ধৃত করিয়া মঙ্গলবার সমকালের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হইয়াছে- মাত্র গত আট দিবসে তথায় চার হত্যাকাণ্ডসহ আটজন গুলিবিদ্ধ হইয়াছেন। গত বৎসরের শেষ প্রান্তেও খুন হইয়াছেন ২৪ জন। উপরন্তু সংগঠনটির পক্ষ হইতে শিবিরগুলিতে অবস্থানকারী রোহিঙ্গা মাঝিদের বিভিন্নভাবে বার্তা পাঠাইয়া হত্যার হুমকি দেওয়া হইতেছে। এমতাবস্থায় শিবিরগুলির সহস্রাধিক 'মাঝি' তথা গোষ্ঠীপ্রধান প্রাণ হাতে করিয়া নিরাপদ আশ্রয় খুঁজিতেছেন। এই আতঙ্কজনক পরিস্থিতিতে স্বভাবতই শিবিরগুলির সাধারণ রোহিঙ্গারা সুস্থির বোধ করিতে পারেন না।

মিয়ানমারের শাসকদের গণহত্যা, ধর্ষণসহ ধারাবাহিক নির্যাতনের কারণে ১২ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা বহু বৎসর ধরিয়া মাতৃভূমি ত্যাগ করিয়া বাংলাদেশে উদ্বাস্তু জীবন যাপন করিতেছেন। ইহাতে আমরা শুধু বিপুল আর্থিক

ক্ষতিরই শিকার হইতেছি না; পরিবেশ-প্রতিবেশগত বিরাট সংকট কক্সবাজার ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দেখা দিয়াছে। স্বাভাবিকভাবেই তথাকার সামাজিক পরিসরেও এক প্রকার অস্থিরতা চলিতেছে। তৎসত্ত্বেও বাংলাদেশ অদ্যাবধি মিয়ানমারের সহিত প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক বজায় রাখিয়াছে। উহার ভূমি প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত হইতে দিতেছে না। এই নীতিরই অংশ হিসাবে সরকার আরসার বিরুদ্ধে দৃশ্যত শক্ত অবস্থান গ্রহণ করিয়াছে। বাংলাদেশ সরকারের এই কার্যে বিশেষত আরসাসহ যে কোনো সশস্ত্র গোষ্ঠীর তৎপরতা সম্পর্কিত তথ্য দিয়া সহযোগিতা করিতেছেন বিভিন্ন রোহিঙ্গা শিবিরের মাঝিরা। সম্ভবত উক্ত কারণেই আরসা স্বীয় সম্প্রদায়ের হইলেও মাঝিগণের উপর ক্ষুব্ধ। আরও উল্লেখ্য, সাধারণ রোহিঙ্গাসহ মাঝিরা বরাবরই বিতাড়িত রোহিঙ্গাদের মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তনের অধিকার লইয়া সোচ্চার, যাহা আরসার মোটেও পছন্দ নহে। সংগঠনটির নেতৃবৃন্দের প্রত্যাশা, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আশ্রয় লইয়া মিয়ানমার সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তাঁহারা আরাকানকে মুক্ত করিবেন। বাংলাদেশ সরকার- পূর্বেই বলা হইয়াছে; তাহা সমর্থন করে না। কিন্তু উদ্বেগের বিষয় হইল, রোহিঙ্গা শিবিরগুলিতে যদি আরসার এহেন দৌরাত্ম্য চলিতে থাকে, তাহা হইলে একদিকে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন বিষয়ে মিয়ানমারের সহিত চলমান আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইতে পারে; অন্যদিকে উহা একসময় নিশ্চিতভাবে বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তাকেও হুমকির মুখে ফেলিবে।

২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের দাবিতে অত্যন্ত উচ্চকণ্ঠ রোহিঙ্গা নেতা মুহিবুল্লাহকেও হত্যা করিয়াছিল এই আরসা। তখন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে বেআইনি তৎপরতায় লিপ্ত এই সংগঠনটির বিরুদ্ধে বেশ খড়্গহস্ত হইতে দেখা গিয়াছিল। বিভিন্ন রোহিঙ্গা শিবিরে অবস্থানকারী আরসা সমর্থক অনেক রোহিঙ্গাকে সেই সময় গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। কিন্তু উখিয়ার শিবিরসমূহে আরসার তৎপরতা প্রত্যক্ষ করিয়া এই ধারণা জন্ম লওয়া স্বাভাবিক- ঐগুলি আমাদের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নাই। এ প্রসঙ্গে আমরা বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত সমকালসহ অন্যান্য সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনের কথা স্মরণ করিতে পারি, যেখানে কক্সবাজার ও আশপাশের রোহিঙ্গা শিবিরে বিবিধ প্রকার আগ্নেয়াস্ত্র ও মাদকের ছড়াছড়ির চিত্র তুলিয়া ধরা হইয়াছিল। আমরা জানি, রোহিঙ্গা শিবিরগুলি কাঁটাতারের বেষ্টনীতে আবদ্ধ; সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত তথায় যদ্রূপ প্রবেশ দুরূহ, তদ্রূপ তথা হইতে বাহিরও হওয়া যায় না। তৎসত্ত্বেও শিবিরগুলিতে আরসার দৌরাত্ম্য বা অস্ত্র-মাদকের ছড়াছড়ি চলিবার অর্থ- তথায় সম্ভবত বজ্র আঁটুনির নামে এক প্রকার ফস্কা গেরো বিদ্যমান। এহেন পরিস্থিতির পশ্চাতে শিবিরগুলির তত্ত্বাবধান ও প্রহরার দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ কোনো প্রকার ঔদাসীন্য বা অনিয়ম করিতেছেন কিনা, তাহা উদ্ঘাটনে শ্যেনদৃষ্টি নিক্ষেপ অত্যাবশ্যক।

আমরা দেখিয়াছি, ইতোপূর্বে আরসার যে সকল সদস্যের হাতে লোহার চুড়ি পরানো হইয়াছিল, তন্মধ্যে অনেকেই আইনের ফাঁক গলাইয়া জামিনপ্রাপ্ত হইয়া পুনরায় একই অপরাধকর্মে লিপ্ত হইয়াছে, যাহা কোনো প্রকারেই কাম্য নহে। যাহা হউক, প্রয়োজন হইলে রোহিঙ্গা শিবিরগুলিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করিতে হইবে। স্মর্তব্য, রোহিঙ্গা শিবিরগুলির নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইলে শুধু তথাকার বাসিন্দাদের জীবনই বিপন্ন হইবে না; আন্তর্জাতিক পরিসরেও দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হইবে। তবে এই সকল তৎপরতা চলমান রাখিয়াও রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে মিয়ানমার সরকারকে সম্মতকরণে জোরদার ভূমিকা রাখিতে হইবে। দ্বিপক্ষীয় আলাপ-আলোচনায় সিদ্ধিলাভ দুরূহ হইলে বহুপক্ষীয় কূটনৈতিক তৎপরতা চালাইতে হইবে।

জন্মভূমি মিডিয়া ইন্‌ক কর্তৃক নিউইয়র্ক থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

WEEKLY JANMOBHUMI

Editor & President : Ratan Talukder

Published by Jonmobhumi Group Inc.,

37-39-74 Street ,Jackson Height- NY- 11372

Tel. : 718-380-6712, Cell: 646-327-7964; Fax : 646-935-1675

E-mail : Jonmabhumi@gmail.com

Website : www.Jonmobbhumi.com

Printed in U.S.A.

www.jonmobhumi.com

উপসম্পাদকীয়

নির্বাচন কমিশনের ওপর আস্থা আসবে কী করে

এম সাখাওয়াত হোসেন

নির্বাচন বিশ্লেষক, সাবেক সামরিক কর্মকর্তা এবং এসআইপিজির সিনিয়র রিসার্চ ফেলো (এনএসইউ)

২০২২ পার হয়ে নির্বাচনের বছর ২০২৩-এ পা রেখেছি। ধরে নেওয়া হচ্ছে, ১২তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৩-এর শেষ দিকে অথবা ২০২৪ সালের জানুয়ারির মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনের দিনক্ষণ নির্ধারণ করার সাংবিধানিক ও আইনি দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের হাতে। কাজেই বছরখানেক চলবে এই নির্বাচনের প্রস্তুতি। এই প্রস্তুতির দাপ্তরিক বিষয় ছাড়া প্রয়োজন হবে গত দুটি নির্বাচন, বিশেষ করে ২০১৪ ও ২০১৮-এর নির্বাচন পর্যালোচনা করা। ওই নির্বাচন দুটি নিয়ে বিশ্বব্যাপী আলোচনা ও সমালোচনা হয়েছে। আন্তর্জাতিক গবেষকেরা দুটিই ব্যর্থ নির্বাচন বলে আখ্যায়িত করেছেন। নির্বাচন কমিশনকে সেটা উপলব্ধি করা প্রয়োজন।

২০১৪ সালের নির্বাচন নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। অন্যদিকে ২০১৮ সালের নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হলেও বহু জায়গায় রাতে ব্যালট ভরে ফেলা এবং ভোটকেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেওয়ার মতো ঘটনা যে ঘটেছে, সে কথা খোদ গত কমিশনের প্রধান নূরুল হুদাও বলেছেন।

তিনি ইভিএম ব্যবহারের যুক্তি হিসেবে রাতের ভোটের উদাহরণ টেনেছিলেন। এ বিষয় এখন আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও ছড়িয়েছে। এসবই বর্তমান নির্বাচন কমিশনের উপলব্ধি ও বিবেচনায় নেওয়ার বিষয়। কারণ, আগামী নির্বাচন কেমন, কীভাবে ও কোন পরিবেশে হবে, তা এখনই বলা সম্ভব নয়। তবে আগামী নির্বাচন নিয়ে এখনই মাঠ গরম হচ্ছে।

আগামী নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হবে, না ২০১৪ সালের মতো একতরফা হবে, তা নির্ভর করবে রাজনৈতিক বোঝাপড়ার ওপর। এ জন্য অনেক সময় এখনো রয়েছে।

কাজেই নির্বাচন কমিশনের এখনই কোনো মতামত প্রকাশের সময় হয়নি। কিন্তু ইদানীং দু-একজন কমিশনারের মুখে সে রকম মতামত শোনা গেছে। এমনকি কোনো কোনো বক্তব্য রাজনৈতিক বক্তব্যের মতো শোনা যাচ্ছে। এসব বক্তব্য শুনে মনে হয় বর্তমান কমিশন বাংলাদেশের বিভিন্ন স্তরের নির্বাচনের গভীরতা ও জটিলতা এখনো উপলব্ধি করতে পারেননি।

বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্বে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ছাড়াও সর্বস্তরের স্থানীয় সরকার নির্বাচন অর্পিত রয়েছে। স্থানীয় সরকার নির্বাচনের আইনগুলোও, বিশেষ করে নির্বাচনী আইন, ধারা ও প্রক্রিয়া জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আইনি প্রক্রিয়া ও কর্মপদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের অনুকূলে তৈরি অন্যান্য ধারা এখন সন্নিবেশিত নয়। এর আওতায় ২০২২ সালে স্থানীয় সরকার নির্বাচন হয়েছে।

সেগুলোয় ব্যাপক প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা যায়নি। কারণ, দলীয় প্রতীকের আওতায় নির্বাচনগুলো অনুষ্ঠিত হওয়ার পর দেশের অন্যতম বৃহত্তম দল বিএনপি ও সমমনা দলগুলো তাদের রাজনৈতিক কারণে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে বিরত রয়েছে। এ কারণেই স্থানীয় নির্বাচনে এক দলের, বিশেষ করে সরকারি দলের আধিপত্য বজায় থেকেছে। এমনকি কথিত 'বিদ্রোহী প্রার্থী'রাও জয়ী হয়ে মূল দলে ফিরে এসেছেন।

আমাদের স্থানীয় সরকার নির্বাচনের ফলাফল যদিও জাতীয় নির্বাচনকে সেভাবে প্রভাবিত করে না। অন্যান্য দেশে এ ধরনের নির্বাচন জনসমর্থন যাচাইয়ের মাপকাঠি হলেও আমাদের দেশে তেমন মনে করার কারণ নেই। কারণ, আমাদের দেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন বেশির ভাগই 'ম্যানেজড' হয়েছে। বিশেষ করে দলীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশে কোনো নির্বাচন সুষ্ঠু হয়নি। এ প্রসঙ্গ উঠলে প্রায়ই উদাহরণ টানা হয় বিশ্বের বেশির ভাগ দেশের কথা। এ কথা অনস্বীকার্য যে বিশ্বের বেশির ভাগ দেশে দলীয় সরকারের তত্ত্বাবধানেই নির্বাচন হয়।

উপমহাদেশের বৃহত্তম দেশ ভারতে সরকার রেখেই নির্বাচন হয়। তবে ভারত ফেডারেল রাষ্ট্র, বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন দলের সরকার থাকে। তা ছাড়া ভারতের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো বেশ শক্তিশালী এবং আমলাতন্ত্র দক্ষ ও নিরপেক্ষ। রাজনৈতিক সংস্কৃতিও বেশ উন্নত। ভারতে নির্বাচনকালে সরকারের প্রভাব ও ক্ষমতা সংকুচিত থাকে। নির্বাচনের সময় নির্বাচন কমিশন 'সুপার' সরকার হয়ে ওঠে। এর ওপর রয়েছে বিচার বিভাগ। শুধু ভারত নয়, মাত্র দেড় দশকের গণতান্ত্রিক দেশ নেপালে সরকারের তত্ত্বাবধানেই নির্বাচন হয়েছে। অথচ ছোট সরকার পরবর্তী সরকারই গঠন করতে পারেনি, কারণ, নেপালের সংবিধান ও আইনে নির্বাচনকালে সরকারব্যবস্থার ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়া লিপিবদ্ধ রয়েছে।

সে তুলনায় আমরা এখনো বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচলে রয়েছি। অতীতে যে সুযোগ ছিল, তা-ও হাতছাড়া হয়েছে। ২০১৪-১৮ নির্বাচনে প্রমাণিত হয়নি যে দলীয় সরকারের অধীন গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হয়েছে। ক্ষমতাসীন দলের হারই কি নির্বাচনের মাপকাঠি, এমন প্রশ্ন অনেকেই করেন।

২০২২ সালে বর্তমান কমিশনের ব্যবস্থাপনায় কয়েকটি স্থানীয় নির্বাচন ভালো হয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বাকি অংশ ২৯ পৃষ্ঠায়

বিজয়ের পরিপূর্ণতা অর্জন

তোফায়েল আহমেদ

বাঙালি জাতির জীবনে ১০ জানুয়ারি অনন্য ঐতিহাসিক দিন। ১৯৭২-এর এই দিনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলার মানুষ বিজয়ের পরিপূর্ণতা অর্জন করে। '৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ হানাদারমুক্ত হলেও এ দেশের মানুষ স্বাধীনতার স্বাদ পায়নি। যতক্ষণ মহান নেতা ফিরে না এসেছেন, ততক্ষণ বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারেনি। স্বাধীনতা পূর্ণতা পায়, যেদিন জাতির পিতা স্বজন হারানোর বেদনা নিয়ে তার স্বপ্নের স্বাধীন সোনার বাংলায় ফিরে এসেছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের ফয়সালাবাদের প্রধান কারাগার লায়ালপুর জেলে রাখা হয়েছিল। আগস্টের মাঝামাঝি সামরিক আদালতে তার বিচার শুরু হয়।

বিচারের রায় ছিল পূর্বনির্ধারিত। ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতারের সময় ইয়াহিয়া খান বলেছিলেন, বিনা শাস্তিতে সে পার পাবে না। বিচারটা ছিল প্রহসনের। গোটা বিচার প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। তিনি আদালতে চুপচাপ বসে থাকতেন। বিচার প্রক্রিয়া চলাকালে তার পক্ষে নিয়োগ করা আইনজীবী জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'মুজিব নিজের পক্ষে কোনো অবস্থান নিতে চান কিনা।' উত্তরে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'আমি নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী। আমাকে অথবা আমার জনগণকে বিচার করার কোনো অধিকার এদের নেই। আইনের দিক দিয়ে কোনো বৈধতা এ আদালতের নেই।' (পাকিস্তানের কারাগারে শেখ মুজিবের বন্দিজীবন : আহমেদ সালিম)। '৭১-এর ৩ ডিসেম্বর, প্রহসনমূলক বিচারের রায়ে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে বঙ্গবন্ধুর ফাঁসির দণ্ড হয়। পরে তাকে লায়ালপুর থেকে স্থানান্তর করা হয় মিয়ানওয়ালি জেলে। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'তার কারাকক্ষের পাশে কবর খোঁড়া হয়।' আহমেদ সালিম লিখেছেন, 'জেলের ডেপুটি সুপার ফজলদাদ একদিন ব্যারাকে এসে আটজন বন্দিকে বাছাই করলেন। এদের দিয়ে আট ফুট লম্বা, চার ফুট প্রশস্ত ও চার ফুট গভীর গর্ত খোঁড়া হলো। উপস্থিত সবাই বুঝতে পারলেন, সেই রাতেই শেখ মুজিবকে ফাঁসি দেওয়া হবে। ৯টার মধ্যে কবর খোঁড়া সম্পন্ন হলো। কিন্তু সেই রাতে কিছু ঘটল না। ফাঁসি দেওয়ার নির্ধারিত দিন জুলফিকার আলী ভুট্টো প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে দেখা করে শেখ মুজিবকে ফাঁসি না দেওয়ার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, যদি মুজিবকে ফাঁসি দেওয়া হয়, তবে বাঙালির ক্রোধের লক্ষ্য হবে পূর্বাঞ্চলে মোতায়েনকৃত পাকবাহিনীর সর্বোচ্চ অফিসার থেকে সর্বনিু সৈনিক পর্যন্ত সবাই। ভুট্টোর উপদেশ অনুসারে ইয়াহিয়া খান মুজিবের ফাঁসি স্থগিত রাখেন। কয়েকদিনের জন্য কবর ভরাট করা হয়। ১৫ দিন পর একইভাবে গর্ত খোঁড়ার হুকুম আসে। এবারও শেখ মুজিবের ফাঁসি দেওয়া হলো না। এমনি প্রক্রিয়া তিনবার ঘটেছিল এবং তিনবারই তার ফাঁসি পিছিয়ে দেওয়া হয়।' (প্রাগুক্ত)

১৬ ডিসেম্বর আমরা বিজয়ী হলে, ইয়াহিয়া খান সেই আদেশ বাস্তবায়ন করতে পারেননি। পাকিস্তানের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের পর ইয়াহিয়া খানকে অপসারণ করে ভুট্টো পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হন। ইয়াহিয়া খান ভুট্টোর কাছে আবেদন করেছিলেন, 'আমার একটি স্বপ্ন অপূর্ণ রয়ে গেছে, সেটি হলো শেখ মুজিবকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানো, আমাকে সেই সুযোগ দেওয়া হোক।' যে কারণে ভুট্টো মিয়ানওয়ালি কারাগারের জেল সুপার হাবীব আলীর কাছে বার্তা পাঠায় এবং বঙ্গবন্ধুকে মিয়ানওয়ালি কারাগার থেকে চশমা ব্যারাজস্থ হাবীব আলীর বাসভবনে নিয়ে রাখা হয়। এরপর ভুট্টো বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অনুনয়-বিনয় করে পাকিস্তানের সঙ্গে একটি সম্পর্ক রাখার জন্য অনুরোধ করেন। বঙ্গবন্ধু ঘৃণাভরে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

ভারতের আকাশসীমা পাকিস্তানের জন্য নিষিদ্ধ থাকায় বঙ্গবন্ধুর অভিপ্রায়ে তাকে মুক্তি দিয়ে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিতে রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা বজায় রেখে ৮ জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার তাকে লন্ডন পৌঁছে দেয়। দ্রুতগতিতে খবরটি ছড়িয়ে পড়ে। বঙ্গবন্ধুকে বরণ করতে ব্রিটিশ সরকার সিদ্ধান্ত নেয়, তারা বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রীয় সম্মাননা দেবে। বিমানবন্দরে বঙ্গবন্ধুকে আনুষ্ঠানিকভাবে বরণ করে ব্রিটিশ সরকার। বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসাবে ব্রিটেনের ক্ল্যারিজেস হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয়। হোটেলে পৌঁছার কিছুক্ষণের মধ্যে তৎকালীন বিরোধী দলের নেতা লেবার পার্টির হ্যারল্ড উইলসন (পরে প্রধানমন্ত্রী) বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করেন। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনায় বাংলাদেশের স্বীকৃতি প্রদানের ব্যাপারে ব্রিটেনের অনুসৃত নীতি ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, 'এ ক্ষেত্রে কনজারভেটিভরা কোনো সিদ্ধান্ত নিলে আমরা পূর্ণ সমর্থন জানাব।' উল্লেখ্য, দেশ স্বাধীনের পর '৭২-এর ৪ ফেব্রুয়ারি প্রথম পশ্চিমা দেশ হিসাবে ব্রিটেন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। বিকালে বঙ্গবন্ধু ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটে যান। সেখানে বঙ্গবন্ধুকে বরণ করেন কনজারভেটিভ পার্টির নেতা প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ।

বাকি অংশ ২৯ পৃষ্ঠায়

সাপ্তাহিক জন্মভূমি

VOL. 23, No. 43, Thursday 12 January 2023, Weekly Janmobhumi

মুক্ত ভাবনা

অন লাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

গভীর রাতে লামার ম্রোপাড়ার জন্য নববর্ষের 'উপহার'

দীপায়ন খীসা

খ্রিষ্টীয় নববর্ষের প্রথম দিন পেরোতে না পোরোতেই গভীর রাতে বান্দরবানের লামা উপজেলার সরই ইউনিয়নের রেংয়েন ম্রোপাড়ার ম্রো বসতি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে চালানো হয় লুণ্ঠন ও ব্যাপক ভাঙচুর; লন্ডভন্ড করা হয় ঘরবাড়ি। লামার রেংয়েন ম্রোপাড়ার বাসিন্দাদের জন্য ২০২৩ সাল বিরাট ক্ষত নিয়েই শুরু হলো। মধ্যরাতে ঘুমন্ত মানুষের ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, তাণ্ডব চালানো- এসবই পূর্বপরিকল্পিত; সন্দেহ নেই। গ্রামপ্রধান রেংয়েন কারবারী বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, হামলাকারীরা আনুমানিক রাত ১টায় ট্রাকে করে গ্রামে আসে। তারা ঘরবাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়; ভাঙচুর ও লুটপাট শুরু করে। পাড়াবাসী জান বাঁচাতে

কোনোমতে ঘর থেকে বের হয়ে জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নেয়। রেংয়েন কারবারী আরও জানান, লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজের সন্ত্রাসীরাই এ হামলা চালিয়েছে।

এবারই প্রথম নয়; লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজের লোকজন এর আগেও একাধিকবার এই এলাকায় সন্ত্রাসী হামলা চালিয়েছে। রেংয়েন ম্রোপাড়া, জয়চন্দ্র ত্রিপুরাপাড়া ও লাংকম ম্রোপাড়া- এই তিনটি জুমিয়াপাড়া পাশাপাশি অবস্থিত। গত বছর ২৬ এপ্রিল তিনটি পাড়ার জুম ভূমি, বাগান ও প্রাকৃতিক বন পুড়িয়ে দেওয়া হয়। সেই আগুনে ৪০০ একর এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। বন্যপ্রাণী, প্রাকৃতিক বন, পাড়াবাসীর জুম ফসল, বাগান-বাগিচা সবকিছু পুড়ে যায়। প্রাণ-প্রতিবেশের বিপর্যয়সহ এলাকায় ব্যাপক খাদ্য সংকট দেখা দেয়। গত বছর ১৩ জুলাই সরই ইউনিয়নের ভূমি রক্ষা আন্দোলনের সংগঠক রংধজন ত্রিপুরাকে এক দল সন্ত্রাসী হামলা করে। মাথায় জখম নিয়ে তিনি অনেক দিন চমেক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। এর পর ৬ সেপ্টেম্বর রেংয়েন ম্রোপাড়ার একমাত্র পানির উৎস পাহাড়ি ঝিরিতে বিষ ছিটিয়ে দেওয়া হয়। এতে কাঁকড়া, চিংড়ি, বিভিন্ন প্রজাতির ছোট মাছ মরে ভেসে উঠতে থাকে। মরা প্রাণীর পচনে পানিদূষণ বেড়ে যায়। সাত দিনের বেশি সময় পাড়ার লোকজন ঝিরির পানি ব্যবহার করতে পারেনি। ২৪ সেপ্টেম্বর রেংয়েনপাড়ার এক জুমচাষির তিন শতাধিক কলাগাছের চারা কেটে দেওয়া হয়। সব হামলাই চালানো হয়েছিল প্রকাশ্য দিবালোকে।

আমরা দেখতে পাচ্ছি, ২০২৩ সালের হামলার চিত্র একটু ভিন্ন। আগে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ছিল জুম ভূমি, প্রাকৃতিক বন, পানির উৎস, কলাবাগান এবং আন্দোলনের সংগঠক। কিন্তু এবার মধ্যরাতের হামলার লক্ষ্য সরাসরি বসতভিটা। হামলা শুধু নয়; অগ্নিকাণ্ড, লুটপাট ও ভাঙচুর। স্পষ্টতই সন্ত্রাসের ব্যাপকতা বেড়েছে। যাদের বিরুদ্ধে এই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালানো এবং অগ্নিসংযোগের অভিযোগ, সেই লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ কর্তৃপক্ষ খুবই প্রতাপশালী, তাতে সন্দেহ নেই। দুর্দান্ত প্রতাপ ও দাপট দেখিয়ে তারা নিত্যনতুন কায়দায় অপরাধ সংঘটিত করে চলেছে। প্রশ্ন হচ্ছে, রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ কী? হামলাকারীদের পরিচয় কী? জানা গেছে, ১৯৯২-৯৩ সালের দিকে লামার সরই এলাকায় রাবার বাগান সৃজনের জন্য বেশ কয়েকজন ব্যক্তিকে জুম ভূমি ও ছোট ছোট টিলা ইজারা দেয় সরকার। ইজারা পাওয়া অর্ধশতাধিক ব্যক্তি একত্র হয়ে 'লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ' গঠন করেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক-বেসামরিক পদস্থ আমলা; যাঁরা এক সময় বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বিভিন্ন প্রশাসনিক দায়িত্বে ছিলেন। তালিকায় তাঁদের আত্মীয়স্বজনও রয়েছেন। পাহাড়ে ভূমি ব্যবস্থাপনার যে প্রথাগত আইন, সেই নিয়মনীতিকে তোয়াক্কা না করেই দেওয়া ইজারার শুরু থেকেই ইজারাপ্রাপ্ত এলাকার বাইরে গিয়ে ভূমি জবরদখল শুরু করেন। অন্যদিকে প্রান্তিক জুম্ম জনগণ মালিকানা হারাতে থাকে। নিজ ভূমি ও বসত থেকে ক্ষেত্রবিশেষে উচ্ছেদ হয়ে যায়। সাম্প্রতিক হামলা, অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর তারই ধারাবাহিকতা মাত্র।

ম্রোপাড়ায় সর্বশেষ হামলায় মানবিক বিপর্যয়ও যে ভয়াবহ- সংবাদমাধ্যমে উঠে আসা চিত্রেই তা স্পষ্ট। পাহাড়ের তীব্র শীতে ঘরপোড়া লোকজন মুক্ত অঙ্গনে পড়ে থাকতে বাধ্য হচ্ছে। ঠান্ডা থেকে পরিত্রাণ পেতে রাতভর আগুন পোহানোর ছবিও দেখা যাচ্ছে। আক্রান্ত পরিবারগুলোর শিশু ও বয়স্কদের অবস্থা নিশ্চয় আরও করুণ। স্বাভাবিক জীবনচক্রেও পাহাড়ের অভাবী মানুষদের শীত নিবারণ করা কঠিন। আর খোলা জায়গায় শীতের তীব্রতা অনুমান করতে গেলেই গা শিউরে ওঠে।

উদ্বেগ ও বেদনার বিষয়, ঘটনার তিন দিন অতিবাহিত হলেও প্রশাসনের কোনো সহায়তা ম্রোপাড়ায় পৌঁছেনি। আগুনে সহায়-সম্বল হারানো পরিবারগুলোয় খাদ্যাভাবও চলছে। পাড়াপড়শির সহায়তায় কোনোমতে দু'মুঠো ভাত জোগাড় হচ্ছে। কিন্তু সেই পড়শিরা তো নিজেরাই অভাবী ও দিনমজুর। আরও উদ্বেগের বিষয়, এই ভয়াবহ তাণ্ডবলীলা যারা চালিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে এখনও মামলা হয়নি; গ্রেপ্তার তো পরের ব্যাপার। মূলত এ কারণেই লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ দিন দিন বেপরোয়া হয়ে উঠছে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ২০২২ সালের ২৬ এপ্রিলের ঘটনার পর বান্দরবান জেলা প্রশাসন, পুলিশ এবং পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়কে কিছু নির্দেশনা দিয়েছিল। লামার সরই ইউনিয়নের তিন জুমিয়া গ্রামবাসীকে সুরক্ষা দেওয়ার সেই নির্দেশনা বারবার লঙ্ঘিত হয়েছে। বরং উল্টো চিত্রই দৃশ্যমান- স্থানীয় পুলিশ ও প্রশাসনের সঙ্গে লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজের দহরম-মহরম। আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় দায়িত্বপ্রাপ্তদের এমন কার্যকলাপ যে অপরাধী চক্রকেই উৎসাহিত করে- তার প্রমাণ লামার সরই ইউনিয়নে বারবার দেখা যাচ্ছে।

পত্র লেখকদের লেখা সময়োপযোগী ও বাস্তবধর্মী হতে হবে। পত্র লেখককে অবশ্যই তার নাম ঠিকানা এবং টেলিফোন নাম্বার উল্লেখ করতে হবে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছিক থাকলেও সম্পাদক বরাবরে পরিচিতি প্রদান করতে হবে। অমনোনীত লেখা প্রকাশিত হবে না।।

সাপ্তাহিক জন্মভূমি কারো আত্মপ্রচারের বাহক বা চরিত্র হননের হাতিয়ার নয়!

বিএনপির পায়ে পাড়া দিয়ে ঝগড়ার চেষ্টা কেন আওয়ামী লীগের?

সোহরাব হাসান

প্রতি বছর ১০ জানুয়ারি আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী অঙ্গসংগঠনগুলো উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস পালন করে থাকে। এই দিন ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে তারা সভা-সমাবেশও করে থাকে। এবারও নিশ্চয়ই তারা সেটি করবে। কিন্তু ১১ জানুয়ারি ঢাকা শহরে আওয়ামী লীগ কেন মাঠে থাকার কর্মসূচি নিয়েছে, সেটা বোধগম্য নয়। দলীয় নেতা-কর্মীদের হত্যা ও জেল-জুলুমের প্রতিবাদে ২৪ ডিসেম্বর বিএনপি সারা দেশে গণমিছিলের কর্মসূচি নিয়েছিল। কিন্তু ওই দিন ঢাকায় আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সম্মেলন থাকায় বিএনপি তাদের ঢাকার কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নেয় এবং ৩০ ডিসেম্বর সেটি পালন করে।

এর আগে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বিএনপির নেতাদের প্রতি ২৪ তারিখে ঢাকার কর্মসূচি প্রত্যাহারের অনুরোধ জানিয়েছিলেন। বিএনপি তাদের সেই অনুরোধ রক্ষা করে ঢাকায় কর্মসূচির তারিখ পরিবর্তন করে। যুধ্যমান রাজনীতিতে এটিকে দেশবাসী ব্যতিক্রমী ভালো দৃষ্টান্ত হিসেবে নিয়েছিল। ৩০ ডিসেম্বর ঢাকায় বিএনপির গণমিছিলের কর্মসূচি শান্তিপূর্ণভাবেই অনুষ্ঠিত হয়। কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। রীতি অনুযায়ী তারা ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ বা ডিএমপির অনুমতিও নেয়। ওই দিন বিএনপির পাশাপাশি তাদের সমমনা কয়েকটি দল ও জোট গণমিছিলের আয়োজন করে। কোনো সমস্যা হয়নি। যদিও জামায়াতে ইসলামী পুলিশের ভাষায় বিনা অনুমতিতে মিছিল করলে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। পুলিশ জামায়াতের বেশ কয়েকজন নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তারও করে। বিএনপির নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোট আনুষ্ঠানিকভাবে ভেঙে দেওয়া হয় এবং সেই জোটের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি দল আলাদা জোট গঠন করে, যাতে জামায়াতে ইসলামী নেই। বিএনপির নেতারা আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, জামায়াতে ইসলামী নামে কোনো দল তাদের জোটে নেই।

বিএনপি ও তাদের সমমনা রাজনৈতিক দল ও জোট যেদিন ঢাকা শহরে গণমিছিলের আয়োজন করে, সেদিন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগও মাঠে ছিল। তারা ঢাকার দুটি স্থানে গণসমাবেশ করেছে। এর পাশাপাশি আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগের কর্মীরাও পাড়ায় পাড়ায় পাহারা দেওয়ার কাজ করেছেন। তাদের ভাষায় বিএনপি ও তাদের সহযোগীরা যাতে কোনো রকম সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে না পারে, সে জন্যই আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা পাহারায় ছিলেন।

তাঁদের এই পাহারা কর্মসূচি কয়েক মাস আগে থেকেই চলে আসছিল। এমনকি ১০ ডিসেম্বর এই পাহারার নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন এলাকায় সড়কের মোড়ে মোড়ে চৌকি বসিয়ে পথচারীদের মুঠোফোন তল্লাশি করেছে। যাঁদের মুঠোফোনে বিএনপির নেতা-কর্মীদের বার্তা দেখেছেন, তাঁদের 'শাস্তি'ও দিয়েছেন।

আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী অঙ্গসংগঠনের নেতারা এসব করেছেন, জননিরাপত্তার দোহাই দিয়ে। অর্থাৎ জনগণের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব তাঁরা নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছেন। জননিরাপত্তার কাজ যদি আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা করে থাকেন, তাহলে দেশে সরকার, জনপ্রশাসন কিংবা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কী প্রয়োজন? তাঁদের এসব কর্মকাণ্ড কেবল আইনের বরখেলাপ নয়, সরকারের প্রতিও চরম অনাস্থারই প্রকাশ।

আমাদের ধারণা ছিল, ১০ ও ৩০ ডিসেম্বরের অভিজ্ঞতা বিবেচনায় নিয়ে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা এ রকম আত্মঘাতী ও জনগণের জন্য বিরক্তিকর কর্মসূচি নেওয়া থেকে বিরত থাকবেন। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যেকোনো সংগঠনের অধিকার আছে শান্তিপূর্ণ সভা-সমাবেশ করার।

সমাবেশের নামে কেউ শান্তি বিঘ্নিত করলে, তার বিরুদ্ধে সরকার বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ব্যবস্থা নেবে।

বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

অন লাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

রাশিয়ার শীতযুদ্ধে ইউরোপের রাজনীতি জমে বরফ

ফয়সাল আল ইয়াফি

ইউরোপজুড়ে এ বছর বড়দিনের উৎসব অন্যান্য বছরের তুলনায় নিষ্প্রভ ছিল। রাশিয়া গ্যাস সরবরাহ কমিয়ে দেওয়ার পর ইউরোপের একের পর এক সরকার তাদের দেশে বিদ্যুৎ ব্যবহার কমানোর ঘোষণা দিয়ে চলেছে। প্যারিসের আইকনিক অনেক ভবনে কিংবা লন্ডনের অক্সফোর্ড স্ট্রিটের বড়দিনের বিখ্যাত আলোকসজ্জা এবার হয়নি। জার্মানির সরকার জ্বালানি ব্যবহার কমানোর জন্য প্রচারাভিযান চালিয়েছে। ইউরোপের একেবারে পূর্ব সীমান্তের যুদ্ধ পশ্চিম ইউরোপের প্রতিটি ঘরবাড়িতে আছড়ে পড়েছে।

জ্বালানিকে অস্ত্রে পরিণত করা রাশিয়ার শীতকালীন যুদ্ধকৌশলের অংশ। ক্রেমলিন আশা করছে, শীতকাল পশ্চিমাদের নৈতিকতায় চপেটাঘাত করবে এবং ইউরোপকে বিভক্ত করবে। মাসের পর মাস ধরে চলা এই যুদ্ধের কারণে বিশ্বে খাদ্যপণ্যের সরবরাহ শৃঙ্খল ভেঙে পড়েছে এবং প্রধান খাদ্যশস্যের দাম আকাশ ছুঁয়েছে। এতে আরব ও আফ্রিকার দেশগুলোতে আতঙ্কজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে।

কিন্তু মস্কো মনে করে শীতকালীন যুদ্ধ তাদের কাছে এক গোপন অস্ত্র। ইউরোপের সরকারগুলো মস্কোর ওপর যে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে, তার পাল্টায় তাদের ঠান্ডায় জমিয়ে রেখে এবং ইউক্রেনজুড়ে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির অবকাঠামো ধ্বংস করে দিয়ে ইউক্রেনীয়দের মনোবল গুঁড়িয়ে দিতে চায় রাশিয়া।

ধরা যাক, স্থবির এই যুদ্ধে মস্কো কিছুটা লাভবান হচ্ছে, কিন্তু বাস্তব সত্য হচ্ছে, রাজনৈতিক স্থবিরতায় কেউই লাভবান হচ্ছে না। এই যুদ্ধ বিশ্বরাজনীতি ও বাণিজ্যে বিশাল বদল নিয়ে আসছে। নতুন নতুন জোট গড়ে উঠছে। রাষ্ট্র ও কোম্পানিগুলো তাদের হাজার হাজার কোটি ডলার সরিয়ে নিয়ে কোথায় বিনিয়োগ করব, তা

নতুন করে নির্ধারণ করছে। এই যুদ্ধ বিশ্ববাজারকে উপড়ে ফেলেছে।

রাশিয়ার এই কৌশল কি কাজ করছে? উত্তর হলো, না। এর কারণ এই নয় যে ইউরোপিয়ানদের সংকল্প খুব দৃঢ়; বরং এর কারণ হলো, বাস্তবে পশ্চিমের অধিবাসীরা এখন পর্যন্ত রাস্তায় নামেনি। একটি সত্যি কথা হলো, ইউরোপের কাছে কোনো পরিকল্পিত শান্তি পরিকল্পনা নেই। মীমাংসা আলোচনা শুরু হতে পারে, এমন কোনো পথরেখাও তাদের হাতে নেই। প্রকৃতপক্ষে ইউরোপের রাজনীতিই জমে বরফ হয়ে গেছে। আবার রাশিয়া যদি তাদের শীতকালীন যুদ্ধকৌশল সফল করতে চায়, তাহলে প্রথমে তাদের এই যুদ্ধ পরিসমাপ্তির একটা পথ খুঁজে বের করতে হবে।

সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলেও দেখা যাচ্ছে, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ স্থবির হয়ে পড়েছে। গত সপ্তাহে অবশ্য ইউক্রেনের সামরিক গোয়েন্দারা বড় সফলতা পেয়েছেন। কিন্তু সম্মুখসারির সেনাদল যুদ্ধক্ষেত্রে বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে আর অগ্রসর হতে পারছে না। অচল এই পরিস্থিতি মস্কোর জন্য অনুকূল। কেননা, এই ফাঁকে রাশিয়া ইউক্রেনের জ্বালানি ও বিদ্যুৎ অবকাঠামো ধ্বংস করতে এবং ইউক্রেনীয়দের মনোবল ভেঙে দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছে।

কিন্তু সবচেয়ে বড় বিষয়, এই যুদ্ধ রাজনৈতিকভাবে অচলাবস্থা সৃষ্টি করেছে। ইউক্রেনের দিক থেকে দেখলে প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি একটি শান্তি পরিকল্পনা করেছেন, সেটি তিনি ওয়াশিংটনেও নিয়ে যান। যদিও মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সরাসরি এটি অনুমোদন দেননি।

এর কারণ হলো, পরিকল্পনার মূল প্রস্তাব ইউক্রেনের সব ভূখণ্ডের সার্বভৌমত্ব ফিরিয়ে আনার বিষয়টি রয়েছে। যৌক্তিকভাবে এই ধারার মানে হচ্ছে, রাশিয়া সাম্প্রতিক যুদ্ধে ইউক্রেনের পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলের যে চারটি ভূখণ্ড দখল করে নিয়েছে, শুধু তার পুনরুদ্ধার নয়, ২০১৪ সালে তারা যে ক্রিমিয়া উপদ্বীপ দখলে নিয়েছিল, তারও পুনরুদ্ধার। রাশিয়া যে এই প্রস্তাব মানবে না, তা কল্পনা করা খুব একটা কঠিন বিষয় নয়। এরই মধ্যে রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সেটি খারিজ করে দিয়েছেন।

একইভাবে, ইউক্রেনের চারটি অঞ্চল রাশিয়ার অংশ বলে দাবি করছে ক্রেমলিন। কিয়েভের পক্ষ থেকে সেটা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। ইউক্রেন সরকারকে এ ধরনের কিছু মানাতে হলে বাইরের বিশ্বের চাপ প্রয়োজন হবে। আবার দুই পক্ষের বিশ্বাসেও অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। রাশিয়া-ইউক্রেন দুই পক্ষই বিশ্বাস করে, এখন পর্যন্ত যুদ্ধে না জিতলেও জেতার সক্ষমতা তাদের রয়েছে। ইউক্রেনের দিক থেকে বিবেচনা করলে, আগ্রাসন শুরুর পর প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি প্রথম বিদেশ সফরে ওয়াশিংটনে গেলেন। পরাশক্তি কিয়েভের পক্ষে আছে এবং জয় সুনিশ্চিত–এ রকম একটা অনুভূতি প্রকাশ করতে চাইলেন তিনি।

রাশিয়ার দিক থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায়, এই যুদ্ধে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক সেনা হারিয়েছে তারা। আবার ইউক্রেনীয় বাহিনী তাদের কাছ থেকে বেশ কিছু ভূখণ্ড পুনর্দখলেও নিয়েছে। তা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন লড়াই চালিয়ে যাওয়ার মতো সামরিক সক্ষমতা রাশিয়ার রয়েছে। এমনকি পশ্চিমারা রাশিয়ার ওপর বড় ধরনের অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপের পরও দেখা যাচ্ছে, তাদের অর্থনীতি খুব একটা সংকুচিত হয়নি। প্রথম দিকে মনে করা হয়েছিল, নিষেধাজ্ঞার কারণে রাশিয়ার অর্থনীতি ১০-১৫ শতাংশ সংকুচিত হবে। কিন্তু বছর শেষে দেখা গেল, মাত্র ৩ শতাংশ সংকুচিত হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ যত দীর্ঘায়িত হবে, রাজনৈতিক মীমাংসার সুযোগ ততই হাতছাড়া হতে থাকবে। কিয়েভ সরকার এখন স্পষ্ট করে বুঝতে পারছে, শান্তি প্রতিষ্ঠার বিনিময়ে চারটি অঞ্চল যদি তাদের মস্কোর কাছে ছেড়েই দিতে হয়, তাহলে বৃথাই এত মানুষের প্রাণবিসর্জন হলো। আর লাখ লাখ সৈন্য নামিয়ে যুদ্ধ করে ন্যূনতম কিছু অর্জন না দেখাতে পারলে যুদ্ধের যৌক্তিকতা প্রমাণ করা মস্কোর পক্ষে কঠিন।

এখন এমনকি ইউরোপিয়ান নেতারাও বুঝতে পারছেন, এ যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে আসার পথ বের করা কতটা কঠিন। বাস্তবে কারও হাতেই কোনো রাজনৈতিক বিকল্প নেই। একটা দিকই কেবল খোলা আছে, সেটা যুদ্ধের বিরোধিতা। আর সব বিকল্পই এখন জমে বরফ হয়ে গেছে। যুক্তরাজ্যের ঋষি সুনাক কিংবা জার্মানির ওলাফ শলৎজের দিকে মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করুন। ইউরোপীয় নেতারা কেমন নিরুপায় হয়ে হাত গুটিয়ে বসে আছেন। অর্থনীতির কথা চিন্তা করে সমাধানের জন্য তাঁরা ওয়াশিংটনের দিকে চেয়ে আছেন। আবার এটাও সত্য যে বন্ধ্যা সময়েও বিরল কোনো রাজনৈতিক বিকল্প সামনে আসতে পারে। গত মাসে যেমন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁ প্রস্তাব করেন, যুদ্ধ বন্ধের জন্য রাশিয়াকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেওয়া উচিত। অবশ্য তাঁর এই প্রস্তাব সঙ্গে সঙ্গে ইউক্রেন ও ইউরোপীয় নেতারা প্রত্যাখ্যান করেন।

ধরা যাক, স্থবির এই যুদ্ধে মস্কো কিছুটা লাভবান হচ্ছে, কিন্তু বাস্তব সত্য হচ্ছে, রাজনৈতিক স্থবিরতায় কেউই লাভবান হচ্ছে না। এই যুদ্ধ বিশ্বরাজনীতি ও বাণিজ্যে বিশাল বদল নিয়ে আসছে। নতুন নতুন জোট গড়ে উঠছে। রাষ্ট্র ও কোম্পানিগুলো তাদের হাজার হাজার কোটি ডলার সরিয়ে নিয়ে কোথায় বিনিয়োগ করব, তা নতুন করে নির্ধারণ করছে। এই যুদ্ধ বিশ্ববাজারকে উপড়ে ফেলেছে।

সমাধানটা রাশিয়া অথবা ইউক্রেনের পক্ষ থেকে আসতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। কিন্তু অন্য যেকোনো জায়গা থেকে হলেও সেটা আসতে হবে।

ফয়সাল আল ইয়াফি মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ে লেখক এবং বিবিসি, গার্ডিয়ানের মতো সংবাদমাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে কাজ করেছেন

এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনুবাদ মনোজ দে

জ্যামাইকায় বাংলাদেশীদের এখন বাড়ী কেনার আগ্রহ

নিউইয়র্কের উডসাইডের করপাস কৃষ্টি চার্চে প্রবাসে বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায় প্রথম পূজা করে ১৯৯০ সালে

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

৫২ বছরে আমরা

সুধীর বরণ মাঝি

মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ, চেতনার বাংলাদেশ,ত্রিশ লক্ষ শহিদের রক্ত , ২লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রম আর অসংখ্য মানুষের সীমাহীন দুঃখ-কষ্ট ,সহযোগিতায় অর্জিত বাংলাদেশ। হাঁটি হাঁটি পা পা করে বিজয়ের ৫২ বছরে পা দিয়েছি। আন্দোলন-সংগ্রাম, ত্যাগ-আত্মত্যাগের দীর্ঘ ধারাবাহিকতায় ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংকল্পকে ধারণ করে সশস্ত্র যুদ্ধ জয়ের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র,

ধর্মনিরপেক্ষ দর্শনের ভিত্তিতে একাত্তরের বিজয়ে আশাবাদী হয়ে উঠেছিল দেশবাসী। কিন্তু দেশবাসীর দুর্ভাগ্য, দু'বারের স্বাধীনতায় সমষ্টিগত মানুষের স্বাধীনতা নিশ্চিত হয়নি। ক্ষমতার হাত বদল ছাড়া কার্যত কোনো পরিবর্তনই সূচিত হয়নি। চারিদিকে দুর্নীতি, লুটপাট, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা আর সেই সাথে চলছে দেশপ্রেম আর দেশাত্ববোধের আকাল।

এই ৫২ বছরের অর্জন অপ্রাপ্তির হিসেব করা দরকার আগামীর পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের জন্য। ৫২ বছরে আমরা নিজস্ব স্যাটেলাইটের মালিক হয়েছি, মেট্রোরেলের মালিক হয়েছি, টানেলের মালিক হয়েছি, রিভার ড্রাইভ এর মালিক হয়েছি, পদ্মা সেতুর মালিক হয়েছি, আধুনিক বিমান বন্দর পেয়েছি, জিডিপি বৃদ্ধি পেয়েছে, অনেক আন্তর্জাতিক পুরষ্কার পেয়েছি , সমুদ্রসীমা বৃদ্ধি পেয়েছে ইত্যাদি। অনেক অর্জন যেমন হয়েছে ঠিক তেমনি ব্যর্থতার গল্পটাও অনেক ভারী। যা প্রতি দিনের ঘটনা আমাদেরকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে ৫২ বছরে আমরা অনেক দূর সরে এসেছি। বৈষম্যহীন সমাজ ব্যবস্থা মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা থাকলেও আমরা এখন চরম বৈষম্যমূলক সমাজ ব্যবস্থায় বসবাস করছি। গরীব মানুষ দিন দিন গরীব মানুষ আরো গরীব হচ্ছে, নিঃস্ব হচ্ছে। আর ধনীরা দিন দিন আরো আরো ধনী হচ্ছে। তারা দেশে তাদের টাকার পাহাড়ের চাপ কমাতে দেশের অর্থনীতি ও উন্নয়নকে পঙ্গু করে দিয়ে বিদেশে টাকা পাচার করছে। বিলাসী-আয়েশী জীবন-যাপন করছে। আর অন্যদিকে দেশের মোট জনসংখ্যার চারভাগের এক ভাগ মানুষ একবেলা উপশ করে কাটায় খাবার জোগার করতে না পেরে। পরিস্থিতি অনেকটাই এমন যে উন্নয়নের অভাব হয় না কিন্তু অভাবের উন্নয়ন হয় না। প্রতি মাসে চাল ব্যবসায়ীরা জনগণের পকেট কেটে নিচ্ছে দুইশত চব্বিশ কোটি টাকা। এই ক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই ডাল, তেল, আলু-পেয়াজ, আদা-রসুন, শিক্ষা উপকরণ ব্যবসায়ীসহ অন্যান্য ব্যবসায়ীরা। বাজারে এমন কোন পণ্য নেই যার মূল্য কয়েক গুণ বৃদ্ধি পায় নি। সবাই নেমেছে অসুস্থ প্রতিযোগিতায়। জনগণের পকেট কেটে দেশের অর্থনীতিকে সংকটের মুখে ফেলে দিতে পারলেই যেন তারা সফল। অর্থনীতিতে অপসংস্কৃতির চর্চা চলছে দীর্ঘদিন ধরে। এমন কোন পণ্য নেই যে পণ্যের দাম মাত্রারিক্তভাবে কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায় নি। যেনো আমরা তাদের প্রতিরোধে নিরুপায়। ক্ষুধার তাড়নায় এ্বং মহাজন ও এনজিও'র কিস্তি পরিশোধ করতে না পেরে অনেকে আত্মহত্যার পথ বেঁছে নিয়েছে, আবার অনেকে সন্তানকে বিক্রি করে দিচ্ছেন।

ঘুষখোর, দুর্নীতিবাজ, ঋণখেলাপী, বিদেশে টাকা পাচারকারী, কালোটাকার মালিকরা দেশের অর্থনীতি এবং উন্নয়নকে গভীর সংকটের মুখে ফেলে দিয়েছে। দেশ থেকে অস্বাভাবিক হারে টাকা পাচার বেড়েছে। গত ১৬ বছরে দেশ থেকে পাচার হয়ে গেছে অন্তত ১১ লাখ কোটি টাকা। একই সময়ে দেশে কালোটাকার অঙ্ক দাঁড়িয়েছে প্রায় ৮৯ লাখ কোটি টাকা ওপরে। বর্তমানে বাংলাদেশ থেকে বছরে গড়ে প্রায় ৭০ হাজার কোটি টাকা পাচার হয়ে যায়। সে হিসাবে ২০১৬ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত ছয় বছরে পাচার হয়েছে চার লাখ ২০ হাজার কোটি টাকা। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) বলছে, বাংলাদেশ থেকে টাকা পাচারে যে তথ্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো প্রকাশ করছে, সেটাও আংশিক। বাস্তবে পরিমাণ আরো অনেক বেশি। অনেক বিদেশি বাংলাদেশে কাজ করেন। তাঁরা আয়ের বড় একটা অংশ অবৈধভাবে বিদেশে পাঠান। এটাও অর্থপাচার। এই তথ্য কিন্তু বৈশ্বিক সংস্থাগুলো উল্লেখ করে না। তারা শুধু বাণিজ্যের আড়ালে অর্থপাচারের তথ্য দেয়। সামাজিক নিরাপত্তা আজ হুমকীর মুখে।অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসহ সব ধরনের বৈষম্য বেড়েছে। এসব পালটাতে হবে, ঝুঁকি হ্রাস করতে হবে। দেশ থেকে অর্থপাচার যেন থামছেই না। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে অঙ্ক শুধু বেড়েই চলছে। গত বছর যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান গ্লোবাল ফিন্যানশিয়াল ইন্টিগ্রিটি (জিএফআই) এক প্রতিবেদনে বলেছিল, বিদেশে টাকা পাচারে দক্ষিণ এশিয়ায় দ্বিতীয় অবস্থানে বাংলাদেশ। প্রবাসী রেমিট্যান্স যোদ্ধারা দেশের অর্থনীতি ও উন্নয়নকে সচল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ রাখলে প্রবাসে দেশের দূতাবাসের কর্মকর্তারা তাদের জীবনমান এবং চাকরির নিশ্চয়তার ক্ষেত্রে অনেকটাই উদাসীন আমরা তা প্রত্যক্ষ করি মিডিয়ায় প্রকাশিত সংবাদের মাধ্যমে। অর্থ পাচার দেশের অর্থনীতির জন্য অশনি সংকেত। অর্থ পাচার শুধু দেশের অর্থনীতিরই ক্ষতি করে না বরং দেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে ব্যাপকভাবে ব্যাহত করে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিদেশে অর্থ পাচার যে অন্যতম প্রতিবন্ধক তা নিয়ে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে তেমন সন্দেহের অবকাশ নেই। সমীক্ষা অনুযায়ী, বাংলাদেশে ২৭ বছরে কালোটাকার গড় হার মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ৩৩ দশমিক ১ শতাংশ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য অনুযায়ী, ২০২১-২২ অর্থবছরের জিডিপির পরিমাণ ছিল স্থির মূল্যে ৩০ লাখ ৩৯ হাজার ২৭৩ কোটি টাকা। গড় কালোটাকা ৩৩ দশমিক ১ শতাংশ হলে, টাকার অঙ্কে তা ১০ লাখ ৫ হাজার ৯৯৯ কোটি ৩৬ লাখ টাকা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে দেশের কালো টাকার পরিমাণ দেড় বছরের বেশি বাজেটের সমান। বিজয়ের ৫২ বছরে রাষ্ট্রের অনেক সম্পদ এবং সম্পত্তি ব্যক্তিগত দখলে চলে গেলেও কোন সরকারের আমলেই তা উদ্ধারের যথাযথ উদ্বেগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে দেখা যায় নি। ২০২১ সালে বাংলাদেশে ১০ হাজার ৮৩০ কোটি ১০ লাখ টাকার ঘুষ লেদেন হয়েছে। জমি ও পারিবারিক মামলায় গড়ে ৩৩ হাজার টাকা ঘুষ লেনদেন। সেবা ও অন্যান্য খাত মিলিয়ে বছরে এই ঘুষ লেনদেনের প্ররিমাণ প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকা। নদী খেকো, বন খেকো, পাহাড় ,খেকো, সমুদ্র খেকো, বালু খেকো, মাটি খেকোরা ইচ্ছেমত পরিবেশকে ধ্বংসের খেলায় মেতে উঠেছে তাদের নিজ নিজ স্বার্থে। তারা যেন দিন দিন অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে। তাদের কাছে আমরা, সমাজ, রাষ্ট্র যেন অসহায়।

পাট উৎপাদন এবং পাটজাত পণ্য রপ্তানিতে এক সময় আমরা সারা বিশ্বে একক অবস্থানে থাকলেও এখন আমরা দ্বিতীয় অবস্থানে নেমে এসেছি। অন্যদিকে বিশ্বে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণ। বাংলাদেশ জুট মিলস করপোরেশন (বিজেএমসি) নিয়ন্ত্রণাধীন ২৫টি পাটকলের মধ্যে ২৪টি বন্ধ রয়েছে বলে জানিয়েছেন বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী। বাকি একটি ভাড়ায় চলছে। (চলবে)

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

সাহিত্য

আমেরিকার নিগ্রো কবি পল লরেন্স ডানবার-এর দুটি কবিতা

অনুবাদ : আকিব শিকদার ঃ আমেরিকার নিগ্রো কবি পল লরেন্স ডানবারের জন্ম ১৮৭২ সালে। পলের পিতা-মাতা ছিলেন ক্রীতদাস। কঠিন দরিদ্রতা আর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তার শৈশব কেটেছে। দাসত্বের পীড়া নিয়ে বহু লেখা লিখেছেন তিনি। রূপকতা তার লেখার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। লিখেছেন অল্প, তবে প্রতিটি সৃষ্টিই যেন তার সেরা সৃষ্টি। ১৯০৬ সালে মাত্র ৩৪ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। স্বল্পায়ু এই কবি আমেরিকার প্রথম সার্থক নিগ্রো কবি হিসেবে স্বীকৃত। পল লরেন্স ডানবারের ভাষা থেকে বেশ কিছু কবিতা ইংরেজিতে রূপান্তর করেছিলেন আলবেরিক উডনি।

উদীয়মান সূর্য
সোনার থালার মতো একটি চাকতি
রোজ উঁকি দেয় পূর্ব নীলিমায়
জ্বলন্ত পয়সার মতো সেই চাকতিটি
পশ্চিমা গাছের আড়ালে রোজ ডুবে যায়।
প্রভাতে উঠে সে মৃদু তাপে
দুপুরে খরতাপ পুড়ে দেয় প্রান্তর
গোধূলিতে পুনরায় মৃদু তাপ।
মানব জীবন সেই সূর্যেরই মতো
যৌবনে তেজোদীপ্ত, কৈশোরে বার্ধক্যে নিস্তাপ

সহানুভূতি
আমি জানি বন্দি পাখিটি কী ভাবছে একাকী!
যখন রোদ আলো ছড়ায় উপত্যকা ঢালে;
যখন বায়ু নাচে সুলম্ব ঘাসের ডগায়,
এবং নদীটি প্রবাহিত হয় চলমান কাচের মতো,
যখন প্রথম পাখিটি ডাকে এবং প্রথম কুঁড়িটি জাগে,
এবং যখন পবিত্র পাত্র থেকে সুগন্ধ লুট হয়ে যায়-
আমি জানি বন্দি পাখিটি কী ভাবছে একাকী!
আমি জানি বন্দি পাখিটি কেন পাখা ঝাপটায়
নিষ্ঠুর শিকগুলো তার রক্তে লাল হওয়া পর্যন্ত;
কারণ তাকে ফিরে যেতে হবে তার ঠিকানায়,
সে ঝুলন্ত পাতার মতো আনন্দে সেঁটে যাবে শাখায়;
এখন দুঃখগুলো চিহ্নিত এক সফেদ পুরাতন ক্ষতে,
তা আরো স্পন্দিত হয় তীক্ষ্ণতর হুলের আঘাতে-
আমি জানি বন্দি পাখিটি কেন পাখা ঝাপটায়!

আমি জানি বন্দি পাখিটি কেন শিস দিয়ে ওঠে,
ওহ্! যখন ডানায় তার রক্তছাপ, অন্তরে বেদনা,-
যখন আঘাত করে শিকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায়;
সে তো গায় না কোনো আনন্দ-সঙ্গীত,
এ যে হৃদয় নিংড়ানো কোনো প্রার্থনার বাণী,
এ যে অভিশাপ ছুড়ে দেওয়া বিধাতার কাছে-
আমি জানি বন্দি পাখিটি কেন শিস দিয়ে ওঠে!

হাফিজুর রহমান
সোজাসাপটা

কান্না যদি আসে, চেপে রেখ না বুকের ভেতর;
কান্নার জলে তবে ভাসিয়ে দাও জমিন
রোপণ করা কষ্টের চারাগাছে নিশ্চয়ই একদিন,
ভেজা ভোরের রৌদ্রে মিটিমিটি হাসবে সুখ।

ভুলে যেও না স্বপ্ন দেখা; কী লাভ অবিচার করে,
জীবনের সাথে তিক্ততাকে শামিল করে দিয়ে?
বরং স্বপ্নের গায়ে সুগন্ধি মেখে ছড়িয়ে দাও
আশার বাগানে ফুটতেও পারে, বাস্তবতার ফুল।

জীবনের মানে যন্ত্রণা হবে কেন?
যতটুকু লম্বা হওয়ার হউক না, সমস্যা নেই!
সমৃদ্ধ করতেও তো পারে, ছোট্ট জীবনী।

www.jonmobhumi.com

সভ্যতা-সংস্কৃতি ও নারী
বেগম আকতার কামাল

কোনো দেশের মানচিত্রে ভূমি-নদী-পাহাড়-বন ছাড়াও অদৃশ্যরূপে উপস্থিত থাকে মানুষের বসবাস-চিহ্ন। সংস্কৃতির মানচিত্রও তাই, দৃশ্যমান ও অনুপস্থিত বহু কিছুর সমন্বয়ে বৈচিত্র্যময়। তবে এখানে শুধু স্থানের পরিধিই থাকে না, থাকে সময়তরঙ্গ-সুবিশাল সময়স্রোতে বহমান সংস্কার-ঐতিহ্যরাশি। এই স্রোতের উজান ঠেলে যদি সংস্কৃতির উৎসে যেতে হয়, যদি বর্তমান সংস্কৃতির বহুবৈচিত্র্য ও জটিলতাকে বুঝতে হয়, তবে এর আদি উৎসটিকে বুঝে নেওয়া দরকার। কিন্তু এই আদি-উৎসটি হারিয়ে গেছে দূর-প্রাচীন পৃথিবীর গর্ভে। কোন সেই প্রাচীন পৃথিবী? যে পৃথিবীতে বসবাসরত মানুষের সংস্কৃতি সৃষ্টির প্রবণতা ছিল, যারা গড়ে তুলেছিল আদি কাঠামোটি!

আমরা সহজ বুদ্ধিতে জানি সংস্কৃতি একমাত্রিক নয়, বহুমাত্রিক। কিন্তু শুরুর দিকে সংস্কৃতি কি এক ছিল না? প্রশ্নটি এজন্য মনে জাগে যে তখন মানুষ ছিল গোষ্ঠীবদ্ধ, তাদের চিন্তাচেতনা ছিল সমষ্টিগত, জমাটবদ্ধ। তাদের অনুভূতি ছিল একক ও অভিন্ন মাত্রায় আবেশায়িত। তবে, ক্রমে তারা বুঝতে সক্ষম হয়েছিল সংস্কৃতির বৈচিত্র্যের ধরনটিকেও। তারা বুঝেছিল নর ও নারীর লিঙ্গপার্থক্য, সংখ্যার পার্থক্য, দুই-তিন-চারের তাৎপর্য, গোলাকার-বর্গাকার আকৃতি ইত্যাদি। এসব পার্থক্যকে তারা বুঝে নিত জীবীয় একমাত্রিক (সড়হধফরপ) বৈশিষ্ট্য হিসেবে নয়, আরও

গভীর কোনো অলৌকিক তাৎপর্য এসবে খুঁজে নিত। মানুষ যেমন করে তার সমগ্র অনুভূতিতে নিজের বিচ্ছিন্ন অস্তিত্বকে সমষ্টিজনের সঙ্গে অভিন্নতায় ঐক্যবদ্ধ করতে পারে, তেমনি সে ধীরে ধীরে এও বুঝতে শেখে যে, অন্তর্লীন বিভেদ ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। ফলে একক অভিন্ন ধারণাকে বিভেদের মাত্রায় নানা রূপ দিতে শুরু করে, যেমন দেবতা প্রতীকের কথা ধরা যেতে পারে। শব্দটি একমাত্রিক, কিন্তু স্থান, শ্রেণি ও গোষ্ঠী ভেদে এর নানা আবির্ভাব দেখা দিতে থাকে। জন্ম নেয় বহু সংস্কৃতির ধারা- কোথাও তা নারী, কোথাওবা নর, কোথাও অর্ধনারীশ্বর, কোথাও মূর্ত দেবতা, কোথাও নিরাকার। অর্থাৎ বিশ্বের আকৃতি, বস্তুর বর্ণনা ও সংখ্যা, নর-নারীর প্রজনন-পার্থক্য ইত্যাদি জৈবিক একমাত্রা থেকেই সংস্কৃতির নানা ধারা ছড়িয়ে পড়েছিল। সংস্কৃতির ব্যাখ্যা হতে পারে পুরাণতত্ত্বের আলোকে, দর্শনশাস্ত্রের দৃষ্টিকোণে, আর্থ-সমাজকাঠামোর আওতায়, সর্বোপরি নন্দনতত্ত্বের সূত্রে। তবে একটি কথা স্পষ্ট যে, সংস্কৃতি গোষ্ঠী-শ্রেণি-রাষ্ট্র-বিশ্ব ইত্যাদি বলয়ের মধ্যে বিবর্তিত হলেও তা সর্বদাই ব্যক্তিকেন্দ্রিক। তাই সংস্কৃতির চিরায়ত কিছু উপাদানকে চিহ্নিত করা সম্ভব ব্যক্তিবাদী অর্থেই। দার্শনিকদের মতে, সংস্কৃতি হচ্ছে নৈতিক মূল্যবোধ, সুরুচি, সৌন্দর্যবোধ, ঔচিত্যবোধ, [আবদুল মতিন, ১৯৯৫] ইত্যাদি। মৌল-সংস্কৃতি কোথায় সন্ধান করা যেতে পারে? পরিমার্জিত ব্যক্তির মূল্যচেতনায় নৈতিকতার কেন্দ্রীয় অবস্থানের মধ্যে। এই নৈতিকতাকে ঘিরে যথার্থ মানুষের যে সাংস্কৃতিক আচরণ, অভিরুচি, ভাষাভঙ্গি, পোশাক-আশাক, সৌন্দর্যপ্রীতি ইত্যাদি মিলেই সংস্কৃতি তৈরি হয়। এ সূত্রে আমরা প্রশ্ন করতে পারি নারীর সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক কোথায়? নারী ব্যক্তি হিসেবে সংস্কৃতিমান কিনা! এবং সভ্যতা সৃষ্টিতে নারীর কোনো ভূমিকা প্রয়োজনীয় ছিল কি?

সভ্যতা ও সংস্কৃতি শব্দ দুটি নির্বিচারভাবে ব্যবহৃত হলেও দুটির মধ্যে পার্থক্য আছে। পরারষরুধঃরড়হ ও পঁষঃঁৎব-এই ইংরেজি শব্দগুলোর অর্থ তাত্ত্বিকদের কাছে কখনও এক, কখনওবা আলাদা। সভ্যতা বলতে বুঝি আমাদের কামনা-বাসনা- প্রয়োজন সাধনের লক্ষ্যে উদ্ভাবিত অনেক উপকরণ ও উপায়ের সমন্বয়। কিন্তু সংস্কৃতি হচ্ছে ওইসব উপকরণকে শিল্পিত, রুচিসম্মত, সৌন্দর্যখচিত করে তোলার চেতনা। যেমন- চায়ের কাপ সভ্যতার অবদান; যা ব্যবহারযোগ্য। কিন্তু এতে যে নকশা আঁকা হয় তা সংস্কৃতির অঙ্গ। সংস্কৃতি ব্যক্তির মানসবৈশিষ্ট্য হলেও তা গোষ্ঠী-শ্রেণি-জাতিভিত্তিক। অথচ ব্যক্তি ও সমষ্টির মধ্যে পার্থক্য বিরাজ করে। আর নারী ও পুরুষের মধ্যে তো আরও বেশিভাবে এই পার্থক্য গড়ে দিয়েছে সমাজ-ধর্ম-রাষ্ট্র ইত্যাদি। সংস্কৃতির প্যাটার্নের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই নারী-পুরুষের জটিল পার্থক্য, পরিবার ব্যবস্থার তারতম্য, ধর্ম ও রাজনীতির বৈশিষ্ট্য, আইন-শিক্ষা-রাজনীতির বিভেদ। এর মধ্যে দানা বেঁধে থাকে কতিপয় মূল্যবোধ ও মৌলিক মানবীয় গুণাবলি।

২

সংস্কৃতিতে মানুষের মূল্যবোধগুলো সুরক্ষিত থাকে। তাই মূল্যবোধের অবক্ষয় ও মৌলিক মানবতার গুণাবলির চর্চা ব্যাহত হলে নারী সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যেমন ধরা যাক, মাতৃত্ব নারীর সবচেয়ে মৌলিক পরিচয়। প্রশ্ন ওঠে, মাতৃত্বচেতনা প্রগাঢ় হলেই কি নারী অবক্ষয়কে রোধ করতে পারে? মানবিক বৃত্তিগুলো কি মাতৃত্ববোধের মধ্যেই বেশি বিকশিত হয়? উত্তরে বলা যায় যে শিশু নারীর পার্থিব চৈতন্যজাত, নারী অবশ্যই বস্তুজগতে মূর্ত চিন্তা করে, কিন্তু মাতৃত্বই প্রকৃত নারী কিনা- এ সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে। আদিসমাজ পেরিয়ে সভ্যতা আজ যে অবস্থায় পৌঁছেছে সর্বত্রই নারীর মাতৃত্বকে একমাত্র বলা হয়েছে, মহিমান্বিত করা হয়েছে নানা তাৎপর্য আরোপ করে। পৃথিবীতে প্রাণপ্রবাহ সৃষ্টি করে নারী, প্রাণ সংরক্ষণও করে- এই সত্য আদিকাল থেকেই পুরুষরা জানে। শিল্প-সংস্কৃতিতে তাই মাতৃপ্রতীকের প্রবলধারা বন্দিত ও বর্তমান। কিন্তু প্রকৃত সত্য হলো, মাতৃত্ব নারীর একটি জৈবিক ধারা মাত্র, খাদ্যবস্তু গ্রহণ যেমন একটি জৈবিক অত্যাবশ্যকীয় কাজ। খাদ্য সংগ্রহের অবস্থা থেকে খাদ্য উৎপাদন ও রন্ধনপ্রণালিতে যখন মানুষ উন্নীত হলো, কৃষিকাজ শিখল, তখন থেকেই সংস্কৃতির বৈচিত্র্যের শুরু, সভ্যতারও আরম্ভ। পুরুষ সম্পদ সৃষ্টি ও উদ্বৃত্ত সম্পদ আহরণের ইতিহাসধারায় নারীর মাতৃত্বকে বদ্ধতায় নিয়ে গেল, সে নিজে কিন্তু জৈবিক পর্যায় থেকে ক্রমে ক্রমে উচ্চ সংস্কৃতির পর্বে চলে গেল। তবে কেন নারী কেবলই একটি জৈবিক বৃত্তির মধ্যে তার সংস্কৃতিকে বদ্ধ করে রাখবে?

দ্বিতীয়ত, শিশুর সঙ্গে জননীর সম্পর্ক- এটাও প্রাকৃতিক বা জৈবিক। শিশুর প্রাণসুরক্ষা একটি পর্যায় পর্যন্ত নারীর হেফাজতে থাকে, পরে শিশুটি বড় হয়ে পিতার, সমাজের ও বিশ্বের হয়ে যায়। এই শিশু নারীকে মা হিসেবেই বুঝে নেয়, তাকে মানুষ হিসেবে, ব্যক্তি হিসেবে বোঝে না। শিশু ও মায়ের সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত বদ্ধ-সংস্কৃতির একমাত্রায় আটকে যায়। নারীও মা হিসেবে অনেক সময় নৈতিকতার চর্চা না করে মাতৃত্বের ছকে বদ্ধ হয়ে থাকে। মাতৃত্ব নামক মানবিক গুণটি সংস্কৃতির মধ্যে তৈরি করে প্রথার মডেল, যা ভেঙে নারীর পক্ষে বেরিয়ে আসা কঠিন। অথচ এটি প্রথাগত ব্যাপার নয়। কেন এমনটা হলো?

সম্পদ সৃষ্টি ও ভোগের মূল শর্ত হলো যুদ্ধ, আগ্রাসন, জবরদখল ও অপরকে পদানত করা। খাদ্যসমস্যা, জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়া বা জমির ওপর চাপ ইত্যাদি বাস্তব কারণ থেকে যুদ্ধের আরম্ভ- যা সংঘটিত করে পুরুষরা এবং নারী এই যুদ্ধের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যে সমাজ যুদ্ধপ্রবণ বা যেখানে যুদ্ধ ঘটে, তার সংস্কৃতিতে পুরুষের বীরত্ব মর্যাদা লাভ করে, নারীর কাজের জগৎ সংকুচিত হয়ে পড়ে। যেমন- রন্ধন সংস্কৃতি, এটি কিন্তু বিজ্ঞানদৃষ্টি, অভিজ্ঞতা ও নৈপুণ্যের ব্যাপার, কিন্তু সভ্যতার ধারায় কাজটির মূল্য নেই। আদি সংস্কৃতিতে কোনো কাজই তুচ্ছ বা উচ্চ- এভাবে বিভক্ত ছিল না। নারী-পুরুষের কাজ ছিল প্রয়োজনমাফিক বিভক্ত যাকে ফরারংরড়হ ড়ভ ষধনড়ঁৎ বলা চলে। কিন্তু উৎপাদনকর্ম থেকে নারী ক্রমে সরে যেতে থাকে, তাকে সরিয়ে দেওয়া হতে থাকে। সে হয়ে পড়ে প্রান্তবাসী।

ইচ্ছেগুলো টুপুরটাপুর
সোমা মুৎসুদ্দী

ইচ্ছেগুলো টুপুরটাপুর বৃষ্টি হয়ে ঝরে
ইচ্ছে গুলো সবুজ পাতায় রোদের খেলা করে।
ইচ্ছেগুলো নীল আকাশে সাদা মেঘের সারি
খোকন সোনা হয়ে যেতে চাইছে মেঘের বাড়ি।
ইচ্ছেগুলো দীঘির জলের কলমিলতা ফুল
ইচ্ছেগুলো খুকির কানের ঝুমকোলতা দুল।
ইচ্ছেগুলো ঘুড়ির মতো উড়ছে আকাশ মাঝে
ইচ্ছেগুলো রংবাহারী সকাল দুপুর সাঁঝে।
ইচ্ছেগুলো নদীর জলে ঢেউয়ের ছলাৎছল
ইচ্ছেগুলো পাবদা পুঁটি হাসরে রে খলখল।
ইচ্ছেগুলো সবুজ শ্যামল বাংলাদেশের ছবি
সেই ছবিটা দেখতে পেয়ে হাসছে ভোরের রবি।

খোকার ছবি
সুফিয়ান আহমদ চৌধুরী

রঙ তুলিতে আঁকছে ছবি
খোকন সোনা মিষ্টি
রঙিন ছবি ইলিক ঝিলিক
কাড়ছে আহা দিষ্টি।
আঁকছে পাখি গাছের ডালে
সবুজ শোভা ছবি
রঙ তুলিতে ওঠছে ফুটে
সজীব চিত্র সবই।
ফুলের মেলা,নীল আকাশ
আঁকছে খোকা ঠিক
খোকার ছবি মধুর ছবি
করছে ঝিকমিক।
খোকন আঁকে গাঁয়ের মাঠে
রাখাল হাতে বাঁশি,
পুকুর ঘাটে নতুন বধূ
অথই মুখে হাসি।
মনটা নাচে টাপুর টুপুর
ছবিটা দেখে তাই
খোকার ছবি কাড়ছে মন
দেশকে খুঁজে পাই।

শিশু হলেও আমারও যে আছে বেদনা
মা কাঁদলে যে আমার জগৎ বেঁচে থাকে না।
তোমার চোখের জল মুছিতে লাগে বেদনা
আমি ছোট তোমার কষ্টে বাঁধ যে মানে না।

নদীর কান্না
কাব্য কবির

আমার গাঁয়ে নদী ছিলো সাপের মতো বাঁকা,
নদীর পাড়ে কুঁড়ে ঘরে করত বসত কাকা।
নদীর ঢেউয়ে ঝিকিমিকি করতো রোদের আলো,
পল্লীবাসী নদীটাকে বাসতো খুবই ভালো।

পাতিহাঁসে কাটতো সাতার ঘাসের নূপুর পরে,
সন্ধ্যাবেলা শামুক,পুঁটি খেয়ে ফিরতো ঘরে।
কুপি নিয়ে গভীর রাতে ধরতো জেলে মাছ,
পুরোনো সেই দিনের মতো নদীটা নেই আজ।

নদীর বুকে চর জেগেছে করে না ছলছল,
স্মৃতিগুলো করি স্মরণ বের চোখের জল।
নদীর বুকে জোয়ার ভাটা কেউ ফিরিয়ে দিলে,
কাঁটতাম সাতার আনন্দেতে গ্রামবাসী মিলে।

নদীর বুকে অনেক কষ্ট,   কান্না দুটি চোখে,
রুমাল দিয়ে অশ্রু মুচি প্রিয় নদীর শোকে।

নতূন বছর
রুস্তম আলী

নতূন বছরের এল
নতূন দিন
কাটে যেন সকলের
দুখ্যবিহীন।
প্রতিটা কাজে মোদের
আসে যেন জয়
জীবনটা হোক সবার
সাফল্যময়।
ভুলে যাক অতীতের
যত দুখ্য ব্যথা
নতূন করে ভাবুক
নতূনের কথা
ভেদাভেদ ভুলে মনে
জাগুক প্রীতি,
ঘুচে যাক মন থেকে
ব্যর্থতার ভীতি।

পৃথিবীর জরায়ু
ফারজানা ইয়াসমিন

পৃথিবীর জরায়ু পথে আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত হানে,
তাই তো মানুষ নয় হচ্ছে জন্ম ভয়ংকর দানব সন্তান।
মনুষ্যত্ব নেই রক্তের কণিকায় শুধু ছাই ভস্ম আত্মা,
মানুষ হয়ে মানুষের রক্ত পান করে রক্তপিপাসু তারা।
সবুজ নিষ্পাপ প্রকৃতি মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে চলেছে,
মানুষের দেওয়া আঘাতের উত্তর দিতে হিংস্র হয়ে গেছে।
নিজেকে নিষ্ঠুরতম করে তুলেছে মানুষের পৃথিবীতে,
প্রকৃতির রূপ বদলের খেলায় ধ্বংসের চিহ্ন মানবকূলে।

নতুন বছর
জাহাঙ্গীর চৌধুরী

নতুন বছর এলো আজি
নতুন বইয়ের গন্ধে।
ছাত্রছাত্রী বেশ আনন্দে
পড়বে ছন্দে ছন্দে।

খাতা কলম আর বই নিবে
নতুন বেগে ভরে।
বিদ্যালয়ে টিফিন আছে
সব শিশুদের তরে।

শিক্ষক মশাই করেন আদর
আপন ছেলের মতো।
তাইতো হচ্ছে দেশ আমাদের
শিক্ষার হারে শত।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড
সবাই নিব শিক্ষা।
শিক্ষা থাকলে কোনো মানুষ
করবেনা আর ভিক্ষা।

মৃত্যুবাণ
এস ডি সুব্রত

বিশ্ব কুটনীতির নির্মমতার কালো থাবায়
প্রতিনিয়ত কেবল ধ্বংসের মহড়া
রক্তের হোলিখেলা ক্ষমতার আগ্রাসন
পরাশক্তির অমানবিক কর্মের যাঁতাকলে
আজো নিষ্পেষিত সহজ সরল দুর্বলেরা
বিপর্যস্ত বসুধায় খাদ্যসংকটের হাতছানি ,
বিশ্বযুদ্ধের পদধ্বনি নিত্য ভাবায়
চৌদিকে অস্থিরতা বিষণ্ণতার গাঢ় ছায়া
বিষাদের ঘেরাটোপে বন্দী জীবন
পৃথিবীজুড়ে বিবেকবর্জিত কর্মযজ্ঞ
নিত্য চলে শকুনীর পাশাখেলা
মূহুর্তে মূহুর্তে ধেয়ে আসে মৃত্যুবাণ।

লেখক : কবি ও প্রাবন্ধিক, সুনামগঞ্জ।

ধর্ম

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ
মানবতাবাদী দার্শনিক, সার্বজনীন প্রেরণা

সৈয়দ আবুল মকসুদ

কোনো ধর্ম যত মহানই হোক দীর্ঘকাল সংস্কার করা না হলে নানা আবর্জনা জমা হয়। সেই ধর্মের অনুসারীরা সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাওয়ার শক্তি হারায়। জীবনে আসে স্থবিরতা। সামাজিক প্রগতির পথ রুদ্ধ হয়। তাই ধর্মীয় হোক বা সামাজিক হোক, পুঞ্জীভূত জঞ্জাল পরিষ্কারের জন্য যুগে যুগে আবির্ভাব ঘটে মহামানবের। ভারতবর্ষে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বেদ-উপনিষদ-স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন বড় হিন্দু পণ্ডিতরা। ধর্মীয় শাস্ত্রের টীকাভাষ্য রচনা করেছেন এবং করেছেন সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ। কিন্তু তাতে ভারতীয় সমাজের বিশেষ অগ্রগতি হয়নি। রাজা রামমোহন রায় হিন্দু সমাজের সংস্কার করতে গিয়ে 'ব্রাহ্মধর্ম' নামে নতুন এক ধর্মমতেরই প্রবর্তন করেন। ফলে তিনি মূলধারার হিন্দু সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব মূল হিন্দুধর্মকে অক্ষুণ্ন রেখেই সমাজ সংস্কারে ব্রতী হন। তারই শিক্ষায় দীক্ষিত হয়ে তার সুযোগ্যতম শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব ঘটে উনিশ শতকের শেষ দশকে। বিবেকানন্দ একই সঙ্গে মহান ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারক এবং মানবতাবাদী দার্শনিক।

স্বামী বিবেকানন্দ জীবপ্রেমের দীক্ষা পান শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে, যিনি বলেছেন 'যত্র জীব, তত্র শিব'। জীবের সেবা করলে স্রষ্টারও সেবা করা হয়। স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ; সুতরাং মানুষের সেবার মাধ্যমে ঈশ্বরের সেবা করা সম্ভব। ধর্ম ও সমাজ সংস্কারে নিজেকে উৎসর্গ না করলে বিবেকানন্দ বাংলা ভাষার একজন ভালো কবি হতে পারতেন। জীবপ্রেমের দর্শন প্রকাশ পেয়েছে তার এই দুটি চমৎকার পঙ্‌ক্তিতে :

বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবপ্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।

কলকাতার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৮৬৩ সালের ১২ জানুয়ারি জন্ম বিবেকানন্দের। বাবা বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী। পরিবারে জ্ঞানচর্চার পরিবেশ ছিল। ভারতীয় দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব এবং পাশ্চাত্যের দর্শন-সাহিত্যের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে অল্প বয়সেই। একদিকে বেদ-বেদান্ত, অন্যদিকে জন স্টুয়ার্ট মিল, জেরেমি বেন্থাম প্রমুখের দর্শন

পাঠ করে জীবন, জগৎ ও সমাজ সম্পর্কে তার মনে নানা প্রশ্ন জাগে। প্রথাগত পণ্ডিত বা শাস্ত্রবিদদের থেকে তিনি সেসব প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব পাননি। আধুনিক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাও বিবেকানন্দের কর্ম ছিল না। মেট্রোপলিটন স্কুল থেকে প্রবেশিকা, স্কটিস চার্চ কলেজ থেকে আইএ এবং বিএ পাস করেন ১৮৮৩ সালে। এরপর মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন বর্তমানে বিদ্যাসাগর কলেজে আইন পড়েন; কিন্তু শেষ করার আগেই শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আসেন। তার জীবনের মোড় ঘুরে যায়। তিনি সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। তখন থেকেই তিনি স্বামী বিবেকানন্দ নামে পরিচিত।

১৮৮৬ সালে শ্রীরামকৃষ্ণ পরলোকগমন করেন। তার জীবনের শেষ বছরগুলোতে বিবেকানন্দ তার সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। তার মৃত্যুর পর তিনি সিদ্ধান্ত নেন তার বাণী ও শিক্ষা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেবেন। প্রথম তাদেরই প্রতিষ্ঠিত বরাহনগর আশ্রমে অবস্থান করেন দু'বছর। সেটি তার প্রস্তুতির পর্ব। তারপর ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা ঘুরে ধর্ম বিষয়ে মূল্যবান বক্তৃতা দেন। বিভিন্ন ধর্মমতের মানুষের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। গুজরাটের পোরবন্দরে থাকার সময় তিনি জানতে পারেন আমেরিকার শিকাগো নগরীতে এক বিশ্ব ধর্মসম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। কপর্দকহীন বিবেকানন্দ সেখানে গিয়ে তাতে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ১৮৯৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে হায়দ্রাবাদে তিনি এক বক্তৃতা দেন, তার শিরোনাম : গু সরংংরড়হ ঃড় ঃযব বিংঃ. ওই বক্তৃতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ক্ষেত্রীর মহারাজা তার শিকাগো যাওয়ার সব ব্যবস্থা করে দেন। দামি রেশমি 'পোশাক ও গেরুয়া পাগড়ি' পরিয়ে দেন। তাকে সম্বোধন করেন 'স্বামী বিবেকানন্দ' নামে। ১৮৯৩ সালের ৩১ মে তিনি বোম্বাই থেকে যুক্তরাষ্ট্রে রওনা হন।

শিকাগোর আর্ট ইনস্টিটিউটে ১১ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর ধর্মসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে তিনি হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের বিষয়ে অনেক বক্তৃতা দেন। একদিনের বক্তৃতায় একটি বিশ্বজনীন ধর্মের রূপরেখা তুলে ধরে বলেন :

'সেই ধর্ম শুধু ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বা বৌদ্ধধর্ম বা ক্রিশ্চানের ধর্ম বা মুসলমানের ধর্ম হবে না। তা হবে সকলেরই সমষ্টি স্বরূপ অথচ তাতে ভবিষ্যৎ বিকাশের অনন্ত পথ খোলা থাকবে। সেই ধর্ম এতদূর ব্যাপক হবে যে, অসংখ্য হাত বাড়িয়ে জগতের সমস্ত নরনারীকে সাদরে আলিঙ্গন করবে। যাদের বুদ্ধি পশুর মতো বললেও অন্যায় বলা হয় না, এ রকম মানুষ থেকে যারা নিজেদের হৃদয় ও মস্তিষ্কের মহান শক্তিতে পৃথিবীর মানবগোষ্ঠীর পূজার আসন পেয়েছেন, সমাজ যাদের ভিড়ের মানুষ বলে গণ্য না করে দেবতার মতো সম্মান করে, সেই পুরুষ সিংহদের পর্যন্ত সকলকে নিজের বুকে আশ্রয় দেবে। সে ধর্ম এমন হবে যে, তাতে কারো ওপর বিদ্বেষ বা পীড়নের সুযোগ থাকবে না। তা প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে যে দেবতা রয়েছেন, তাকে স্বীকার করবে, আর মানুষ যাতে সেই দেবভাব উপলব্ধি করতে পারে, তার জন্য তার সমস্ত শক্তি নিয়ত নিয়োগ করবে।'

তার এই বক্তব্যে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে, সেটা বিবেচনা করে শেষ দিন তিনি তার বক্তৃতায় বলেন :

'যদি এখানে কেউ এমন আশা করেন যে, ওই সমন্বয় হবে পৃথিবীর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একটির প্রাধান্য আর অপরগুলোর ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে, তা হলে আমি তাকে বলবো, ভাই, তোমার আশা সফল হওয়া অসম্ভব।... ক্রিশ্চানকে হিন্দু বা বৌদ্ধ হতে হবে না। হিন্দু বা বৌদ্ধকে ক্রিশ্চান

বাকি অংশ ২৯ পৃষ্ঠায়

www.jonmobhumi.com

পিতা-মাতার সন্তুষ্টি আল্লাহর সন্তুষ্টি

সৈয়দ আবুল মকসুদ

পিতা-মাতা মানুষের জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অনন্য রহমত। তাদের ছাড়া এই পৃথিবী অকল্পনীয়। শৈশব থেকে আমাদের আদর যত্ন দিয়ে তারা লালন-পালন করেন। বাবা-মা সর্বদা সন্তানের কল্যাণের কথা ভাবেন। তাই মহান আল্লাহর কাছে মা-বাবার মর্যাদা অতুলনীয়। কিন্তু বার্ধক্যে বেশির ভাগ সন্তান বাবা-মাকে অবহেলা করে। কারণ তখন তাদের উপার্জনের ক্ষমতা থাকে না, সন্তানের ওপর নির্ভরশীল হতে হয়। মহান আল্লাহ বার্ধক্যে বাবা-মায়ের সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। পবিত্র আল-কুরআনে আল্লাহ বলেন- 'আমি মানুষকে তার মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি। কেননা, তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে। আমি আরো নির্দেশ দিয়েছি, আমার প্রতি ও তোমার মা-বাবার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে তোমাদের আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে' (সূরা লোকমান-১৪)।

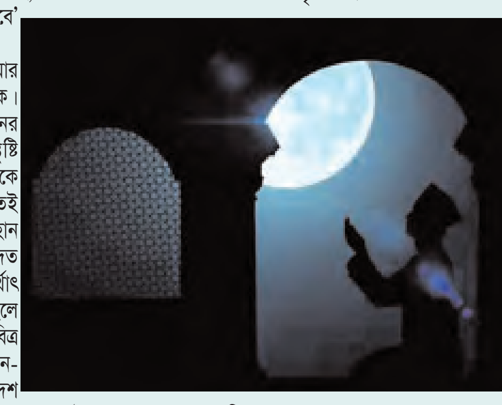

মহান আল্লাহর ইবাদত ও বাবা-মার সন্তুষ্টি একে অপরের পরিপূরক। তাই আল্লাহর হুকুম পালনের পাশাপাশি বাবা-মায়ের সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে। বাবা-মাকে অবহেলা করে আপনি যতই ইবাদত করুন না কেন, মহান আল্লাহর কাছে এ ইবাদত গ্রহণযোগ্যতা পাবে না। অর্থাৎ বাবা-মা আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট হলে সব ইবাদত নষ্ট হয়ে যাবে। পবিত্র আল-কুরআনে আল্লাহ বলেন- 'আর তোমার রব আদেশ দিয়েছেন, তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করবে। তাদের একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার কাছে বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উফ' বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না। আর তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলো' (সূরা বনি ইসরাইল-২৩)।

মা-বাবার সেবা-যত্নে জান্নাতের পথ সুগম হয়। আল্লাহর প্রিয় বান্দা হওয়ারও অন্যতম মাধ্যম বাবা-মায়ের সন্তুষ্টি অর্জন করা। হাদিসে রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন, 'বাবা-মায়ের সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে। আর বাবা-মায়ের অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি রয়েছে' (তিরমিজি-১৯০৪)। রাসূলুল্লাহ সা: একদা তিনবার বললেন, 'তার নাসিকা ধুলোয় ধুসরিত হোক!' এ কথা শুনে সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কার ব্যাপারে এসব বদদোয়া করছেন? তখন রাসূলুল্লাহ সা: বললেন, 'যে ব্যক্তি তার মা-বাবা উভয়কে অথবা যেকোনো একজনকে বার্ধক্যে উপনীত অবস্থায় পেলো তবুও সে তাদের খেদমত করে জান্নাতের পথ সুগম করতে পারল না' (মুসলিম-২৫৫১)।

বাবা-মা বিধর্মী হলেও তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ইসলামবিরোধী কোনো কাজের হুকুম না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের কথা মানতে হবে। পবিত্র আল-কুরআনে আল্লাহ বলেন- 'আর যদি তারা তোমাকে আমার সাথে শিরক করতে জোর চেষ্টা করে, যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তখন তাদের আনুগত্য করবে না। কিন্তু পৃথিবীতে তাদের সাথে সদ্ভাবে

বাকি অংশ ২৯ পৃষ্ঠায়

ঢাকা কড়চা

দূষিত শহরের তালিকায় আবারো শীর্ষে ঢাকা

ঢাকা, ঘনবসতিপূর্ণ ঢাকা বিশ্বের দূষিত শহরের তালিকায় আবারো শীর্ষে। বুধবার সকাল ৯টা ৫৫ মিনিটে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (একিউআই) স্কোর ২৫৯ নিয়ে বাতাসের মান 'খুব অস্বাস্থ্যকর' অবস্থায় ছিল।

চীনের ছেংতু ও ছুংছিং যথাক্রমে ২১২ ও ২০৬ স্কোর নিয়ে তালিকার দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে আছে।

২০১ থেকে ৩০০ -এর মধ্যে থাকা একিউআই স্কোরকে 'খুব অস্বাস্থ্যকর' বলা হয়। আর ৩০১ থেকে ৪০০ এর এর মধ্যে থাকা একিউআইকে 'ঝুঁকিপূর্ণ' বলে বিবেচিত হয়, যা বাসিন্দাদের জন্য গুরুতর স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি করে।

অন্যদিকে, ১০১ থেকে ২০০ এর মধ্যে একিউআই স্কোরকে সংবেদনশীল গোষ্ঠীর জন্য 'অস্বাস্থ্যকর' বলে মনে করা হয়।

ঢাকা দীর্ঘদিন ধরে বায়ু দূষণের সমস্যায় জর্জরিত। এর বাতাসের মান সাধারণত শীতকালে অস্বাস্থ্যকর হয়ে যায় এবং বর্ষাকালে কিছুটা উন্নত হয়।

২০১৯ সালের মার্চ মাসে পরিবেশ অধিদফতর ও বিশ্বব্যাংকের একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে- ঢাকার বায়ু দূষণের তিনটি প্রধান উৎস হলো ইটভাটা, যানবাহনের ধোঁয়া ও নির্মাণ সাইটের ধুলো।

জাতিসঙ্ঘের তথ্যমতে, বিশ্বব্যাপী প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৯ জন দূষিত বাতাসে শ্বাস নেন এবং বায়ু দূষণের কারণে প্রতি বছর প্রধানত নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশে আনুমানিক ৭০ লাখ মানুষের অকাল মৃত্যু ঘটে।

রাজধানীতে তীব্র গ্যাস সঙ্কট

ঢাকা, ১১ জানুয়ারি : রাজধানীতে তীব্র গ্যাস সঙ্কট দেখা দিয়েছে। এতে বিপাকে পড়েছেন নগরবাসী। চুলা না জ্বলায় খেয়ে-না খেয়ে থাকতে হচ্ছে পরিবারের সদস্যদের। স্কুল শিক্ষার্থীদের ব্যাগে মিলছে না টিফিন। অনেকে না খেয়েই অফিসের পথ ধরছেন। হোটেল থেকে খাবার কিনে খেতে বাধ্য হচ্ছেন বেশির ভাগ মানুষ।

রাজধানীতে কয়েকদিন শৈত্যপ্রবাহের পর সূর্যের দেখা মিলেছে। এতে বেড়েছে তাপমাত্রা। কিন্তু সেই তাপমাত্রা গৃহিনীদের মনে উষ্ণতা আনতে পারেনি। কারণ গত কয়েক দিনে বাইরের শীতল পরিবেশের মতো গ্যাসের চুলাতেও যেন শীতলতা চলছে। বর্তমানে সূর্যের তাপে বাইরের শীতলতা কিছুটা কাটলেও গ্যাস সঙ্কট অব্যাহত থাকায় এখনো ঘরের ভেতরের শীতল অবস্থা কাটেনি। গ্যাস সঙ্কটে এখনো চুলায় জ্বলছে না আগুন। ফলে ঘরে ঘরে চলছে হাহাকার।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, রাজধানীর মানিকনগর, মুগদা, বাসাবো, খিলগাঁও, বনশ্রী, রামপুরা, মিরপুর, মহাখালী, বসুন্ধরা আবাসিক এলাকাসহ বিভিন্ন এলাকায় গত কয়েক দিন ধরে গ্যাস সঙ্কট চলছে। বাসিন্দারা জানান, সারা দিনই গ্যাসের চাপ থাকে না। রাতে কোথাও কোথাও সামান্য গ্যাসের দেখা মেলে। কিন্তু তাতেও চুলা জ্বালাতে হিমশিম খেতে হয়।

মুগদার বাসিন্দা আহমেদুল কবির জাকির বলেন, এলাকায় সারা দিনই গ্যাস থাকে না। রাত ১১/১২ টার পর গ্যাস আসে। তাও চাপ খুবই কম থাকে। পানি পড়ে। গত এক সপ্তাহ ধরেই এ অবস্থা চলছে। গ্যাস না থাকায় বাড়ির মহিলাদের রাত জেগে রান্না করতে হয়। দিনের বেলা বাচ্চা ও বয়স্কদের খাবার রান্না করা নিয়ে বিপাকে পড়তে হয়। হোটেল থেকে খাবার কিনে আনতে হচ্ছে। এলাকার মানুষ মসজিদ-মাদরাসায় খাবার দেয়। তাও দিতে পারছি না। তিনি আরো বলেন, তিতাস কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বললে তারা বলে জাতীয় সঙ্কট। কিন্তু আমরা দেখি কোনো কোনো জায়গায় গ্যাস ঠিকই আছে। আবার কোনো কোনো এলাকায় গ্যাস নেই। এটা কিভাবে হয়?বনশ্রী এলাকার বাসিন্দা শহিদুল ইসলাম বলেন, গত কয়েকদিন ধরেই এলাকায় গ্যাস সঙ্কট চলছে। আর গ্যাস না থাকায় নানাবিধ সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। খেয়ে না খেয়ে দিন পার করছি আমরা। একদিকে শীত অন্যদিকে গ্যাস সঙ্কট আমাদের জীবনকে কঠিন সঙ্কটে ফেলে দিয়েছে। বাইরে থেকে খাবার কিনে আর কত চলা যায়? আর যাদের বাসায় আত্মীয়স্বজন আছে তাদের অবস্থা তো আরো ভয়াবহ।

তবে আগামী দু-এক দিনের মধ্যে বিভিন্ন এলাকায় গ্যাস সরবরাহ পরিস্থিতির উন্নতি হবে বলে জানিয়েছেন তিতাস গ্যাসের পরিচালক (অপারেশন) অধ্যাপক মো: সেলিম মিয়া। তিনি বলেন, গত কয়েক দিন ধরে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় গ্যাসের চাপ কম থাকায় গ্যাস সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটেছে। তবে ২/৩ দিন আগের তুলনায় গতকাল মঙ্গলবার গ্যাসের চাপ কিছুটা বেড়েছে বলে তিনি জানান।

বিজয়নগরে ১২-দলীয় জোটের গণ-অবস্থান

ঢাকা, রাজধানীর বিজয়নগরের পানির ট্যাঙ্কির উত্তর পাশের সড়কে গণ-অবস্থান কর্মসূচি পালন করছে ১২-দলীয় জোট। আজ বুধবার দুপুর পৌনে ১২টার দিকে এই কর্মসূচি শুরু হয়।

যুগপৎ আন্দোলনে বিএনপিসহ সরকারবিরোধী বিভিন্ন দল ও জোট ঢাকাসহ বিভাগীয় শহরগুলোয় আজ একযোগে গণ-অবস্থান কর্মসূচি পালন করছে। বর্তমান সরকারের পদত্যাগ, সংসদ বিলুপ্ত করা, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীন নির্বাচনসহ ১০ দফা দাবিতে বিএনপির নেতৃত্বে বিভিন্ন দল ও জোট গত ডিসেম্বর থেকে যুগপৎ আন্দোলন শুরু করেছে। আজকের গণ-অবস্থান তাদের দ্বিতীয় যুগপৎ কর্মসূচি।

বিএনপি রাজধানীর নয়াপল্টনে দলটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সামনে গণ-অবস্থান কর্মসূচি পালন করছে।

এ ছাড়া সরকারবিরোধী সমমনা জোটগুলো রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে ও পুরানা পল্টন এলাকায় একই কর্মসূচি পালন করছে।

সরকারবিরোধী যুগপৎ আন্দোলনের গতি ও ব্যাপ্তি বাড়াতে গত ৯ ডিসেম্বর ২০-দলীয় জোট অনানুষ্ঠানিকভাবে ভেঙে দেয় বিএনপি।

কোনো না কোনোভাবে ২০-দলীয় জোটে ছিল–এমন ১২টি দল মিলে গত ২২ ডিসেম্বর ১২-দলীয় জোট আত্মপ্রকাশ করে।

১২ দলীয় জোটে রয়েছে–মোস্তফা জামাল হায়দারের নেতৃত্বে জাতীয় পার্টি (জাফর), মেজর জেনারেল (অব.) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম বীরপ্রতীকের নেতৃত্বে বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি, মোস্তাফিজুর রহমান ইরানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ লেবার পার্টি, সৈয়দ এহসানুল হুদার নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতীয় দল, কে এম আবু তাহেরের নেতৃত্বে এনডিপি, শাহাদাত হোসেন সেলিমের নেতৃত্বে বাংলাদেশ এলডিপি, জুলফিকার বুলবুল চৌধুরীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ মুসলিম লীগ, মুফতি মহিউদ্দিন ইকরামের নেতৃত্বে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, মাওলানা আবদুর রকীবের নেতৃত্বে ইসলামী ঐক্যজোট, তাসমিয়া প্রধানের নেতৃত্বাধীন জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা), নুরুল ইসলামের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সাম্যবাদী দল, আবুল কাসেমের নেতৃত্বে বাংলাদেশ ইসলামিক পার্টি।

আজ দুপুর পৌনে ১২টার দিকে সরেজমিন দেখা যায়, বিজয়নগর পানির ট্যাঙ্কির উত্তর পাশের সড়কের এক পাশে অবস্থান নিয়েছেন ১২দলীয় জোটের নেতা-কর্মীরা।

জোটের কেন্দ্রীয় নেতারা ফুটপাতে চেয়ার পেতে বসেছেন। বাকি নেতা-কর্মীরা বসেছেন সড়কে। সড়কে বসার জন্য ত্রিপল বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া জোটের নেতারা বক্তব্য দিচ্ছেন।

বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টির চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অব.) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম জানিয়েছেন, ১২-দলীয় জোট আড়াই ঘণ্টা এই কর্মসূচি পালন করবে।

১২-দলীয় জোটের এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে বিজয়নগর এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

বুয়েট ছাত্র ফারদিনের মৃত্যু

বুশরার বাবার কপালে চিন্তারেখা, চোখে জল

ঢাকা, মনজুরুল ইসলামের কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ। গলায় প্যাঁচানো মাফলার দিয়ে বারবার মুছছিলেন ভেজা চোখ। গাজীপুরের কাশিমপুর কেন্দ্রীয় মহিলা কারাগারের ভেতরে চলছিল আমাতুল্লাহ বুশরাকে মুক্তি দেওয়ার প্রস্তুতি। বাইরে অপেক্ষায় বাবা মনজুরুল। তবে স্থির থাকতে পারছিলেন না তিনি। অপেক্ষার সময়টা কাটাচ্ছিলেন কখনও বসে, আবার কখনও হেঁটে।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে কারাগারের সামনে মনজুরুল ইসলামের দেখা মেলে। মেয়ের ব্যাপারে জানতে চাইতেই নিজেকে লুকানোর চেষ্টা করলেন। এক পর্যায়ে বলে উঠলেন, 'প্লিজ ভাই, আর কিছু বলতে চাই না। পুরো দেশের মানুষ জানে বুশরার খবর। এখন মেয়েটাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে দিন। অনেক তো হলো। মেয়েটার স্বপ্ন পূরণ হবে তো!' আকাশের দিকে তাকিয়ে মনজুরুল বিড়বিড় করে বলে উঠলেন, 'হে প্রভু, এ কী পরীক্ষা নিলা!' মনজুরুল বলেন, তিন মেয়ে আর এক ছেলেকে আদর্শ মানুষ হিসেবে তৈরির চেষ্টা করেছি সারা জীবন।

ঘড়ির কাঁটায় তখন দুপুর ২টা ৮। কারাগারের ভেতর থেকে ডাকা হলো বুশরার বাবাকে। একটি ব্যাগ হাতে নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন তিনি। এর ঠিক দুই মিনিট পর কালো বোরকা ও মাস্ক পরা আমাতুল্লাহ বুশরা একা কারাগার থেকে বেরিয়ে একটি অটোরিকশায় চড়ে প্রধান ফটকের দিকে যেতে থাকেন। এর কয়েক মিনিট পর মনজুরুল ইসলাম বেরিয়ে আসেন। মনজুরুল আগেই জানিয়েছিলেন, তাঁর মেয়ে কিংবা তিনি কেউ-ই গণমাধ্যমকর্মীর সঙ্গে কথা বলবেন না।

এর আগে সকাল ১০টার দিকে একটি মোটরসাইকেলে করে মেয়েকে নেওয়ার জন্য মনজুরুল কারাগারে আসেন।

তিনি বলেন, বুশরার মায়েরও আসার কথা ছিল, তবে সে এতটাই বিষণ্ণ যে, এখানে আসার মতো অবস্থা ছিল না।

সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সার্জেন্ট মনজুরুল ইসলামের বাড়ি কিশোরগঞ্জ শহরের বয়লা এলাকায়। সেখানেই পরিবার নিয়ে থাকেন তিনি। চার ভাইবোনের মধ্যে বুশরা সবার বড়। ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিতে ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স পড়ছেন বুশরা।

টানা দুই মাস কারাভোগের পর গতকাল দুপুরে জামিনে মুক্তি পান বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ফারদিন নূর পরশের মৃত্যুর মামলার প্রধান আসামি আমাতুল্লাহ বুশরা। কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগারের সিনিয়র জেল সুপার ওবায়দুর রহমান বলেন, তাঁর জামিনের সব কাগজপত্র সোমবার রাতে কারাগারে এসে পৌঁছায়। রাত বেশি হয়ে যাওয়ায় আদালতের কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করা সম্ভব হয়নি। পরে মঙ্গলবার দুপুরে সেগুলো যাচাই-বাছাই করে দুপুরের পর বুশরাকে মুক্তি দেওয়া হয়।

এর আগে ১০ নভেম্বর সকালে রাজধানীর রামপুরা এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ওই দিন তাঁর পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। ১৬ নভেম্বর তাঁকে রিমান্ড শেষে কারাগারে পাঠানো হয়। গত ৪ নভেম্বর রাতে বুশরাকে বাসায় যাওয়ার জন্য এগিয়ে দেন বুয়েট ছাত্র ফারদিন। তাঁরা দু'জন বন্ধু ছিলেন। এর পর থেকেই নিখোঁজ ছিলেন ফারদিন। ৭ নভেম্বর সন্ধ্যায় নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জের শীতলক্ষ্যা নদী থেকে ফারদিনের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। ৯ নভেম্বর রাতে ডিএমপির রামপুরা থানায় ফারদিনের বাবা নূর উদ্দিন রানা একটি মামলা করেন। ওই মামলায় বুশরাসহ অচেনা কয়েকজনকে আসামি করা হয়।

সভাপতি-সম্পাদক হতে কুড়ি নেতার দৌড়ঝাঁপ

ঢাকা, দীর্ঘ দুই দশক পর খুলনা জেলা ও মহানগর যুবলীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন হচ্ছে ২৪ জানুয়ারি। এ সম্মেলনে সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক পদ পেতে এরই মধ্যে দৌড়ঝাঁপ শুরু করে দিয়েছেন এক কুড়ি নেতা। বিশেষ করে জেলা কমিটিতে পদপ্রত্যাশীরা লবিং করছেন প্রভাবশালী একাধিক আওয়ামী লীগ নেতা ও যুবলীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে। এ ছাড়া তাঁরা অতীতে কে কোন পদে ছিলেন এবং তাদের কর্মকাণ্ড নেতাকর্মীদের বলার পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও প্রচার চালাচ্ছেন।

দলীয় সূত্রে জানা যায়, যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটি খুলনা মহানগর ও জেলা সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক পদপ্রত্যাশীদের জীবনবৃত্তান্ত জমা দেওয়ার নির্দেশনা দেয় গত বছর জানুয়ারিতে। সে অনুযায়ী গত বছর ৭ জানুয়ারি মোট ১৯ জন তাঁদের জীবনবৃত্তান্ত জমা দিয়েছিলেন। তবে তখন আর সম্মেলন হয়নি।

মহানগর সভাপতি পদে মহানগর যুবলীগের বর্তমান আহ্বায়ক ও মহানগর ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি শফিকুর রহমান পলাশ এবং সাধারণ সম্পাদক পদে মহানগর যুবলীগের বর্তমান যুগ্ম আহ্বায়ক ও মহানগর ছাত্রলীগের বর্তমান সভাপতি শেখ শাহজালাল হোসেন সুজন জীবনবৃত্তান্ত জমা দেন। এ দুটি পদে আগ্রহী নতুন আর কারও নাম শোনা যায়নি।

এস,এন জুয়েলারী এন্ড রিপেয়ার

আপনার পছন্দের ২২, ১৮ এবং ১৪ গোল্ড জুয়েলারীর অর্ডার দিয়ে নতুন অলঙ্কার তৈরী, রিপেয়ার এবং পুরাতন সোনা দিয়ে নতুন অলঙ্কার তৈরী করে থাকি।

যোগাযোগ: স্বপন ধর
৩৪৭-৮৯১-৮৮৯১

৩৭-৪৯-৭৪ স্ট্রিট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক ১১৩৭২
বর্তমানে সিটি ব্যাংকের পাশে,কম্বলের দোখান-এর বেইসমেন্ট

www.jonmobhumi.com

কলকাতা কড়চা

দেবে যাচ্ছে ভারতের জোশিমঠ শহর

কলকাতা ডেস্ক ঃ ভারতের উত্তরাখণ্ড প্রদেশের জোশিমঠ শহরে কয়েকটি বাড়িঘর ও একটি মন্দির দেবে যাওয়ার ঘটনায় ওই এলাকায় বেশ আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

এ পরিস্থিতিতে কর্তৃপক্ষ শহরটির প্রায় ২০০ বাসিন্দাকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে সরিয়ে নিয়েছে বলে শনিবার এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন।

জোশীমঠে ও এর আশেপাশে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পসহ বড় ধরনের নির্মাণকাজ চলার কারণে শহরটি দেবে যেতে পারে, কয়েক বছর ধরেই বিশেষজ্ঞরা এমন সতর্কতা জানিয়ে আসছিল বলে রয়টার্স জানিয়েছে।

ওয়াদিয়া ইনস্টিটিউট অব হিমালয়ান জিওলোজির পরিচালক কালাচাঁদ সেইন বলেছেন, নির্বিচারে অবকাঠামো নির্মাণের পাশাপাশি প্রাকৃতিক বিভিন্ন কারণে জোশিমঠ শহর দেবে যাচ্ছে বলে মনে করছেন তিনি।

পিটিআইকে কালাচাঁদ বলেছেন, জোশিমঠের ভিত নড়বড়ে হয়ে যাওয়ার পেছনে তিনি প্রধান তিনটি কারণ শনাক্ত করেছেন। তার মতে, প্রথমত– এক শতাব্দিরও বেশি সময় আগে একটি ভূমিকম্পের কারণে সৃষ্ট ভূমিধসের ধ্বংসাবশেষের ওপর শহরটি গড়ে উঠেছে। দ্বিতীয়ত– শহরটির অবস্থান হিমালয়ের পাদদেশের ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল-৫ এ অবস্থিত। তৃতীয়ত– ধীরে ধীরে আবহাওয়া আর জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে ভূ-গর্ভস্থ শিলার সমন্বিত শক্তি হ্রাস পেয়েছে।

তিনি বলেন, ভূমিধসের ধ্বংসাবশেষের ওপর জোশিমঠের অবস্থান সম্পর্কে ১৮৮৬ সালে হিমালয়ান গেজেটিয়ারে প্রথম বারের মতো লিখেছিলেন অ্যাটকিন্স। এমনকি পরবর্তীতে মিশ্র কমিটি ১৯৭৬ সালে তাদের প্রতিবেদনে পুরোনো দেবে যাওয়া এলাকায় জোশিমঠ শহরের অবস্থান সম্পর্কে লিখেছিল।

২০২১ সালে চামোলি জেলায় হড়কা বানে দুই শতাধিক মানুষের মৃত্যু হয় এবং দুটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ভেসে যায়। ওই সময়ই জলবায়ু পরিবর্তন ও বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বতের ওপর এর প্রভাব নিয়ে কাজ করা কিছু বিজ্ঞানী পরিস্থিতি নিয়ে হুঁশিয়ার করেছিলেন।

ভারতের হলদিয়া বন্দরে ভিড়েছে সেই রুশ জাহাজ

কলকাতা ডেস্ক ঃ রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের (এনপিপি) জন্য রাশিয়া থেকে আসা মালবাহী সেই জাহাজটি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের হলদিয়া বন্দরে ভিড়েছে। জাহাজটিতে থাকা উপকরণ খালাসের অনুমতি দিয়েছে ভারত সরকার।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ঘিরে ওই রুশ জাহাজের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা আছে। এ কারণে জাহাজটি বাংলাদেশে ভিড়তে চাইলে ঢাকার মার্কিন দূতাবাস আপত্তি জানায়। এরপর জাহাজটি হলদিয়ায় নোঙর করে। গতকাল সোমবার ভারতের দৈনিক ইকোনমিক টাইমসের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

ভারতের কর্মকর্তারা বলেছেন, হলদিয়ায় নোঙর করা রাশিয়ার ওই জাহাজ থেকে পণ্য খালাসের পর সেগুলো সড়কপথে বাংলাদেশের নির্ধারিত গন্তব্যে পাঠানো হতে পারে।

ভারত-রাশিয়া অংশীদারিত্ব চুক্তির আওতায় তৃতীয় দেশে প্রকল্প নির্মাণকাজে সহায়তার অংশ হিসেবে বাংলাদেশকে ভারত সহায়তা করছে বলে জানিয়েছেন তাঁরা। মার্কিন নিষেধাজ্ঞার কারণে বাংলাদেশের বন্দরে মালামাল খালাসের অনুমতি না পাওয়ায় রাশিয়ার ওই জাহাজ গত ডিসেম্বরের শেষ দিকে বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও রাশিয়ার পতাকাবাহী জাহাজ ভারতের সব বন্দরে নোঙরের জন্য উন্মুক্ত। শুধু তাই নয়, গত বছরের পুরো সময়জুড়ে রাশিয়ার কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের পণ্যসামগ্রী ও অন্যান্য চালান গ্রহণ করেছে ভারত। একই সময়ে রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য বেড়েছে ৩০০ শতাংশের বেশি।

রাশিয়ার পতাকাবাহী জাহাজটি রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য নির্ধারিত পণ্য নিয়ে গত বছরের ডিসেম্বরের শেষের দিকে বাংলাদেশের মোংলা বন্দরে পৌঁছে। সেই থেকে জাহাটি অবস্থান করছিল বঙ্গোপসাগরে।

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে প্রকাশের জন্য খবর ও বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৬৪৬–৩২৭–৭৯৬৪
jonmabhumi@gmail.com

কনস্টেবলের ছেলে যেভাবে হলেন আন্ডারওয়ার্ল্ড ডন দাউদ ইব্রাহিম

কলকাতা ডেস্ক ঃ মুম্বাই পুলিশের এক কনস্টেবল ছিলেন ইব্রাহিম কাস্কর। ডোঙ্গরি-নাগপাড়া এলাকায় কর্তব্যরত কাস্করকে সবাই শ্রদ্ধা করতেন।

ইব্রাহিম আর আমিনা কাস্করের ১২ সন্তানের অন্যতম দাউদ। সপ্তম শ্রেণিতে পড়ার সময়েই স্কুল যাওয়া বন্ধ করে দেন দাউদ।

ছোটখাটো চুরি-ছিনতাই করতেন প্রথমে। তার পরে শুরু হয় পকেটমারি, পাড়ার বন্ধুবান্ধবকে সঙ্গে নিয়ে মারপিট এসব।

ভারতের অপরাধ জগতের সবচেয়ে বড় 'ডন' দাউদ ইব্রাহিমের শুরুটা হয়েছিল এভাবেই। বছর কুড়ি বয়সে ওই ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গে নিয়েই তিনি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বসেন সেই সময়ের প্রতাপশালী পাঠান গ্যাংকে। খবর বিবিসির।

নিজের দলে অন্য ছেলেদের সঙ্গেই ছিল দাউদের ভাই সাব্বিরও। পরে সংবাদমাধ্যম যে গোষ্ঠীকে 'ডি কোম্পানি' নামে অভিহিত করতে থাকে।

মনে করা হয়, এখন দাউদের আরেক ভাই আনিস ইব্রাহিম ওই 'ডি কোম্পানি'র সব কাজকর্ম দেখাশোনা করেন।

দাউদের প্রথম বড় অপরাধ ছিল, ভাই সাব্বির আর তার দলের সদস্যদের নিয়ে একটা ব্যাংক লুটের ঘটনা।

মুম্বাইয়ের কার্ণক বন্দর এলাকার ওই ব্যাংক ডাকাতির পরেই শহরের সংবাদমাধ্যমের নজরে যেমন তিনি আসেন, তেমনই তার দিকে নজর পড়ে অন্য গ্যাংগুলোরও।

দাউদ মনে করেছিলেন, সেই সময়ের 'ডন' হাজি মাস্তানের অর্থ ছিল ওই ব্যাংকে। কিন্তু আসলে এক দশকের মধ্যে সবচেয়ে বড় ওই ব্যাংক ডাকাতিতে লুট হওয়া অর্থ ছিল মেট্রোপলিটন কোঅপারেটিভ ব্যাংকের।

ছেলের কীর্তি শুনে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন ইব্রাহিম কাস্কর। মুম্বাইয়ের সিনিয়র ক্রাইম রিপোর্টার হুসেইন জাইদি এ ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন দাউদকে নিয়ে লেখা তার 'ডোংরি টু দুবাই' বইয়ে।

ইব্রাহিমের একটা নিজস্ব নেটওয়ার্ক ছিল। তাদের মাধ্যমেই তিনি তার দুই ছেলের খোঁজ নিতে শুরু করলেন।

বেশ কয়েক দিন পর ইব্রাহিম কাস্কর জানতে পারলেন যে তার দুই ছেলেই বাইকুল্লা এলাকায় এক বন্ধুর বাড়িতে লুকিয়ে আছে। বাড়ি ফিরিয়ে আনলেন দুজনকেই।

জাইদি তার পরের ঘটনা বর্ণনা করেছেন এভাবে– মা আমিনা যখন দাউদ আর সাব্বিরকে চিৎকার করে বকাবকি করছেন, তাদের বাবা ইব্রাহিম পাশের ঘরে গিয়ে একটা স্টিলের আলমারি থেকে বার করে আনলেন পুলিশ ইউনিফর্মের মোটা চামড়ার বেল্ট।

মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চের হেড কনস্টেবল হিসেবে যে বেল্ট গর্বের সঙ্গে তিনি কোমরে বাঁধতেন, সেটি দিয়ে শুরু হলো মার।

একনাগারে দুই ছেলের পিঠে পড়ছিল ওই বেল্টের মার। তাদের দুজনের পুরো পিঠে কালশিটে পড়ে গিয়েছিল।

হুসেইন জাইদি লিখেছেন– পরিবারের অন্যরা এসে ইব্রাহিম কাস্করকে জাপটে ধরে তার হাত থেকে বেল্টটা নিয়ে নেন। তার আগে পর্যন্ত মার চলেছিল।

বেল্টটা নিয়ে নেওয়া হলেও দাউদ আর সাব্বিরের বাবাকে থামানো যায়নি। মা আমিনা ছেলেদের পানি আর কিছু খাবার দেওয়ার আগেই কাস্কর দুই ছেলেকে টানতে টানতে একটা ট্যাক্সিতে ওঠান। ট্যাক্সিটা সোজা গিয়ে থামে মুম্বাই পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ দপ্তরে।

হুসেইন জাইদি লিখেছেন– দুই ছেলেকে নিয়ে সোজা অফিসারদের সামনে হাজির হন ইব্রাহিম কাস্কর। ছেলেদের কীর্তির জন্য হাতজোড় করে ক্ষমা চান ওই হেড কনস্টেবল। তখন তার চোখ দিয়ে অঝোরে জল পড়ছিল। বাবার সততা দেখে দয়া হয় অফিসারদের। তারা দুজনকেই ছেড়ে দেন। এ ঘটনাই সম্ভবত জন্ম দিয়েছিল পরবর্তীকালের 'ডন' দাউদ ইব্রাহিমের।

১৯৯৩ সালের সিরিয়াল বিস্ফোরণের একটি। ওই হামলার মূল হোতা ছিলেন দাউদ ইব্রাহিম, এমনই অভিযোগ।

মুম্বাইয়ের অপরাধ জগতে দাউদ ইব্রাহিমের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই আগে থেকেই প্রতিষ্ঠিত অন্ধকার জগতের বাদশাদের সঙ্গে তার লড়াই শুরু হয়ে যায়।

পাঠান গ্যাংয়ের সদস্যরা প্রথমে হত্যা করে দাউদের ভাই সাব্বিরকে। ১৯৮৬ সালে সেই গোষ্ঠীর অন্যতম কারিল লালার ভাইপো সামাদ খানকে খুন করে দাউদ তার বদলা নেন।

এর পরেই দাউদ ইব্রাহিম ভারত ছাড়েন। দুবাই থেকে শুরু হয় ডি কোম্পানির কাজকর্ম। ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পরে মুম্বাইয়ে দাঙ্গা শুরু হয়। বহু মুসলমান সেই দাঙ্গায় নিহত হন।

এ ঘটনা দাউদ ইব্রাহিমকে খুবই বিচলিত করেছিল বলে মনে করা হয়।

মুম্বাইয়ের অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কমিশনার রাকেশ মারিয়া তার আত্মজীবনী 'লেট মি সে ইট নাও'তে লিখেছেন– বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর মুম্বাইয়ের মুসলমানরা দাউদকে এগিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু তিনি প্রথমে কিছু করেননি। পরে বেশ কয়েকজন মুসলমান নারী দাউদের কাছে চুড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

এর পরেই দাউদ ইব্রাহিম মুম্বাই সিরিয়াল বিস্ফোরণের পরিকল্পনা করেন বলে মনে করা হয়।

তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, পাকিস্তানের আইএসআইয়ের সহায়তায় তিনি চোরাপথে ভারতে বিস্ফোরক নিয়ে আসেন, আর তা দিয়েই ১৯৯৩ সালের ১২ মার্চ সিরিয়াল বিস্ফোরণ ঘটানো হয়।

সেদিন একের পর এক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ২৫৭ জনকে নিহত আর ৭০০ জন আহত হওয়ার সেই ঘটনার মূল চক্রী ছিলেন দাউদ ইব্রাহিমই– এমনটিই অভিযোগ।

ওই বিস্ফোরণে দাউদকে সহায়তা করেছিলেন তার গ্যাংয়েরই ছোটা শাকিল, টাইগার মেমন, ইয়াকুব মেমন আর আবু সালেম।

ওই বিস্ফোরণে জড়িত থাকার অপরাধে আবু সালেমের যাবজ্জীবন সাজা হয়েছে আর ইয়াকুব মেমনের ফাঁসির আদেশ হয়।

আল কায়েদা আর লস্কর-এ-তৈয়েবার সঙ্গেও দাউদ ইব্রাহিমের যোগাযোগ ছিল বলে অভিযোগ আছে।

যুক্তরাষ্ট্র অভিযোগ করে যে, ৯/১১-এ ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে বিমান হামলার ঘটনাতেও দাউদের যোগ ছিল। তাকে একজন 'গ্লোবাল টেররিস্ট' আখ্যা দিয়ে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকা দাউদের সব সম্পত্তি অধিগ্রহণ করতে চেয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

দাউদ ইব্রাহিম নিজের পাড়ায় গড়েছিলেন এ রেস্তোরাঁ। ভারত সরকার এটিকে জব্দ করে নিলামে বিক্রি করে দেয়।

দুবাই থেকে দাউদ ইব্রাহিম পাকিস্তানে চলে আসেন বলে জানা যায়। ভারত সব সময়েই অভিযোগ করে থাকে যে, পাকিস্তানের আইএসআই দাউদকে মদত দিয়ে থাকে। তিনি করাচিতে বসবাস করেন বলে মনে করা হয়। কিন্তু পাকিস্তান এ অভিযোগ সবসময়েই অস্বীকার করে আসছে। কিন্তু কয়েক বছর আগে পাকিস্তান সরকার যখন সে দেশের ৮৮ জন চরমপন্থি নেতা আর সংগঠনের ওপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করে, তার মধ্যে দাউদ ইব্রাহিমের নামও ছিল। সেই প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তান স্বীকার করেছিল যে দাউদ ইব্রাহিম সে দেশেই থাকেন।

শীতের কারণে দিল্লিতে স্কুল বন্ধ ঘোষণা

কলকাতা ডেস্ক ঃ শীতের কারণে দিল্লির দিল্লির সর্ব সরকারি-বেসরকারি স্কুল ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করেছে সরকার।

দিল্লির বেসরকারি স্কুলগুলোয় রোববার শেষ হয়েছে শীতের ছুটি। আগামীকাল সোমবার থেকে স্কুলগুলো খোলার কথা ছিল। এরই মধ্যে রোববার দিল্লির শিক্ষা অধিদপ্তরের এক সার্কুলারে বলা হয়, 'দিল্লিতে চলমান শৈত্যপ্রবাহের কারণে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত সব বেসরকারি স্কুল বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হলো।' খবর এনডিটিভির

কয়েক দিন ধরেই দিল্লিসহ এর আশপাশের এলাকার তাপমাত্রা কমছিল। তবে রোববার শীতের প্রকোপ ছিল সবচেয়ে বেশি। সকালে সফদারজং আবহাওয়া কেন্দ্রে দিল্লির তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গত ১০ বছরে এটা দিল্লির দ্বিতীয় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। এর আগে ২০২১ সালের রাজধানীর তাপমাত্রা ছিল ১ দশমিক ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

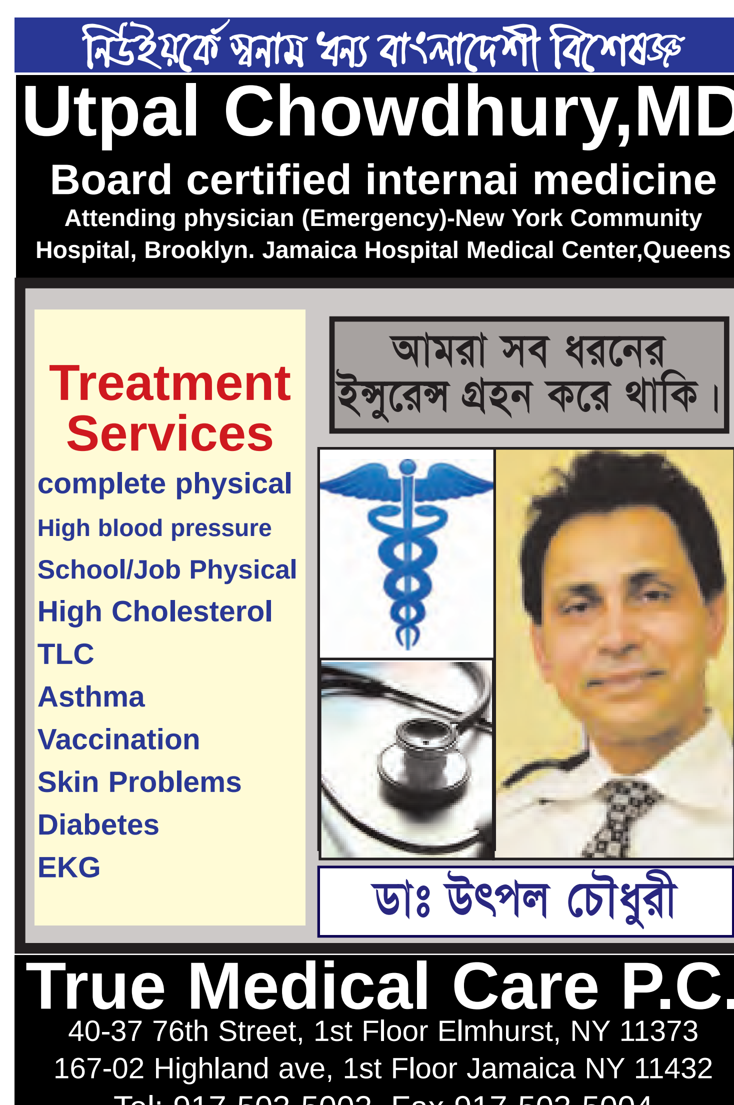

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

বরিশালে হিন্দুদের দোখানপাটে লুটপাট!

১ পৃষ্ঠার পর

সৌরভ ঢালীর হাতাহাতি মারামারি হয়। উভয়ের মারামারির সময় একপর্যায়ে সৌরভ ঢালী তার দাড়িতে আঘাত প্রাপ্ত হন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে, স্থানীয় তৌহিদী জনতার নামে মিছিল সহকারে এসে দাড়ি ছিড়ে ফেলায় ধর্ম অবমাননার অভিযোগ এনে সৌরভ ঢালীর হয়ে ঘোষ মিষ্টান্ন ভান্ডারে হামলা এবং ভাংচুর চালানো হয়। এই ইস্যুতে ঘোষ মিষ্টান্ন ভান্ডারের মালিক ভবতোষ ঘোষ ভানুর বক্তব্য হচ্ছে, নাস্তার বিল ৪০ টাকা উনাদের দোকানের তালিকায় লেখা আছে। সৌরভ ঢালী নামে ওই ছেলে মিথ্যা কথা বলে তাদের ৩০ টাকা বিল দিতে চেয়েছিল। পরবর্তীতে ওই ছেলে খারাপ ব্যবহার করে ঘোষ মিষ্টান্ন ভান্ডারের স্টাফদের সঙ্গে। এ নিয়ে তর্কাতর্কি হাতাহাতি মারামারি হয়ে?ছে, তবে

তার দাড়ি ছেড়ার মত কোনো ঘটনা ঘটেনি। নিজের দোষ ঢাকতে ওই যুবকই এরকম কথা ছড়িয়েছে। পুরো পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে থানা পুলিশের দুই সদস্যও আহত হওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে। পুলিশের দাবি অনুযায়ী, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে দোকানের কর্মচারিদের উদ্ধার করে থানায় নেওয়া হয়েছে।

এদিকে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার ২০১৮ সালের জাতীয় নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের ইতশেহারে দেওয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সাত দফা দাবিতে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে অভিমুখে রোডমার্চ পুলিশি বাঁধায় পন্ড হয়ে গেছে। গত শনিবার সাত দফা দাবি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে অভিমুখে স্মারকলিপি প্রদানের জন্য রোডমার্চ শুরু করে ঢাকার রমনা কালী মন্দির থেকে যাত্রা শুরু করে টিএসসি হয়ে শাহবাগ জাতীয় জাদুঘরের সামনে পৌঁছালে সেখানে অবস্থানরত পুলিশ রোড মার্চকে সামনে এগুলোতে দেয়নি।

এসময় হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতাকর্মীদের সঙ্গে পুলিশের বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা শেষে পরিষদের অন্যতম সভাপতি নিম চন্দ্র ভৌমিকের নেতৃত্ব সাত সদস্যের একটি কমিটি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে স্মারকলিপি প্রদানের জন্য যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বিকাল ৩টা ৫০মিনিটে সাত সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে অভিমুখে রওনা দেন। প্রতিনিধি দলের অন্যরা হলেন-রানা দাশ গুপ্ত,কাজল দেবনাথ,উষাতন তালুকদার,জয়ন্ত কুমার দেব,বাংলাদেশ পুজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি জে এল ভৌমিক,সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক চন্দ্র নাথ পোদ্দার।

রোডমার্চে 'ধর্ম যার যার,রাষ্ট্র সবার,পদ্মা-মেঘনা-যমুনা, তোমার আমার ঠিকানা, আজকের সমাবেশ, সফল হোক! সফল হোক!, ঐক্য পরিষদের সমাবেশ, সফল হোক! সফল হোক!, সংখ্যালঘু কমিশন গঠন কর! করতে হবে!- আমাদের দাবি,আমাদের দাবি, মানতো হবে,মানতে হবে!- বলে শ্লোগান দিতে থাকে।

এর আগে বেলা ১২টায় সংগঠনের অন্যতম সভাপতি উষাতন তালুকদারের সভাপতিত্বে নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নের দাবিতে রমনা কালিমন্দিরের সামনে সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তারা অবিলম্বে তাদের পেশকৃত সাত দফা দাবি বাস্তবায়নের দাবি জানান। দাবি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারি মশাল মিছিল কর্মসূচির ঘোষণা দেন নেতারা। এর পরেও দাবি আদায় না হলে আমরণ অনশন

কর্মসূচিরও ঘোষণা দেওয়ার হুমকি দেন নেতৃবৃন্দ। সমাবেশে সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক রানা দাশগুপ্ত বলেন, আমরা পরিষ্কারভাবে বলতে চাই, আমরা গনিমতের মাল হিসেবে থাকতে চাইনা। রাজনৈতিক দলগুলো আমাদের বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে সেই ব্যবহার আর আমরা করতে দেবো না। গণতন্ত্রের স্বার্থে আপনারা আমাদের থেকে কী নেবেন আর কী দেবেন এই সমঝোতা আজকে প্রয়োজন। আজকে এই সমাবেশে আমরা যে দাবি নিয়ে আমরা উপস্থিত হয়েছি, এই দাবি করেছিলাম ২০১৮ সালে। সরকারি দল এই দাবি মেনে নিয়ে তাদের ইশতেহারে তারা অঙ্গিকার করেছিলেন নির্বাচনে তারা জয়যুক্ত হলে তা বাস্তবায়ন করবেন। আমরা আশা করেছিলাম, কিন্তু আর মাত্র ১বছর বাকি। এখনো তার কিছুই হয়নাই। বাংলাদেশের বিদ্যমান রাজনীতির প্রতি আমরা আস্থা রাখতে পারছি না। প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে তিনি আরো বলেন, আপনি আমাদের শেষ ভরসাস্থল। আপনার ওপর আমরা আশা ও আস্থা রাখতে চাই। আমরা চাই এতে বিন্দুমাত্র ঘাটতি হোক। আমাদের দাবিগুলো যদি বিবেচিত না হয়, আমাদের দিকে যদি ফিরে তাকাতে কুণ্ঠাবোধ করেন, তাহলে আমরাও আপনাদের প্রতি কতটুকু ফিরে তাকাবো সেই বিষয়েও চিন্তাভাবনা করতে হবে।

এসময় তিনি রোডম্যাপের আনুষ্ঠানিক ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। পরবর্তী কর্মসূচির ঘোষণা দিয়ে তিনি বলেন, সরকারি দলের নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের দাবিতে আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারি দেশের বিভাগীয় শহর, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে মশাল মিছিলের কর্মসূচির ঘোষণা করছি। আজকের রোডম্যাপ, স্মারকলিপি প্রদান ও পরবর্তী সময়ে মশাল মিছিলের কর্মসূচি দিয়েও যদি দাবি বাস্তবায়ন না হয় তবে আমরণ অনশন কর্মসূচি দিতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সমাবেশে সভাপতির বক্তব্যে সংগঠনের অন্যতম সভাপতি উষাতন তালুকদার বলেন, প্রধানমন্ত্রীকে এই সমাবেশে থেকে সংখ্যালঘুদের পক্ষ থেকে জানাতে চাই। আজকে এই কনকনে শীতের মধ্যে এসকল মানুষ আনন্দ করতে আসেনি। তারা এসেছে তাদের অধিকার আদায়ে, ন্যায্য দাবি লড়াইয়ে। প্রধানমন্ত্রী আমরা জানি আপনার সীমাবদ্ধতা রয়েছে, অনেক মহল রয়েছে। আপনি কথা দিলে কথা রাখেন, কিন্তু গত চার বছরে তো কোনো ওয়াদা রাখলেন না। আমরা আশা করছি আপনি অবিলম্বে আমাদের দাবি মেনে নিবেন।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, আমরা বার বার এই সাত দফা দাবি পেশ করে আসছি। কিন্তু কোনো অজানা কারণে আমাদের এই দাবির বিষয়ে কর্তৃপক্ষের কোনো নজর নেই। আমরা বার বার সাম্প্রদায়িক হামলার শিকার হচ্ছি,আমরা এই নির্যাতন থেকে রেহাই চাই। আমাদের এই দাবি বাস্তবায়ন অবিলম্বে না করা হলে আমরা আরো বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলবো। আমরা আগামী নির্বাচন বয়কট করবো যদি আমাদের দাবি বাস্তবায়ন না করা হয়। এসময় আরো বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ মতুয়া সাধু-সংঘের সাধারণ সম্পাদক সাগর সাধু ঠাকুর, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের অন্যতম সভাপতি উষাতন তালুক, ড. নিম চন্দ্র ভৌমিকসহ আরো অনেকে।

প্রসঙ্গত, তাদের সাত দফা দাবি হলো- জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন, সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়ন, দেবোত্তর সম্পত্তি সংরক্ষণ আইন প্রণয়ন, সমতলে অধিবাসীদের জন্য পৃথক ভূমি কমিশন গঠন, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যার্পণ আইন যথাযথ বাস্তবায়ন,পার্বত্য শান্তি চুক্তি ও পার্বত্য ভূমি কমিশনের যথাযথ কার্যকরীকরণ, বৈষম্য বিলোপ আইন প্রণয়ন।

রাজপরিবারের হাঁড়ির খবর ফাঁস

কয়েক মাস অপেক্ষা এবং তীব্র প্রচারণার পর প্রিন্স হ্যারির আত্মজীবনী স্পেয়ার সোমবার মধ্যরাত থেকে বিক্রি শুলু হয়েছে।

রাজপরিবারের গল্পগাথা শুনতে লাইব্রেরিগুলোতে হুমড়ি খেয়ে পড়ছেন পাঠকরা। একেবারে 'হট কেকের' মতো বিক্রি হচ্ছে স্পেয়ার। মুখ বন্ধ নেই সমালোচকদেরও।

তাদের ভাষ্য, রাজপরিবারের হাঁড়ির খবর ফাঁস করে বই বিক্রি করছেন হ্যারি। বিবিসি, গার্ডিয়ান।

সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশের পর লন্ডনে বইয়ের দোকানে ভিড় করেছেন উৎসাহী পাঠকরা। তাদের সামাল দিতে মধ্যরাত পর্যন্ত খোলা রাখতে হচ্ছে দোকান। প্রিন্স হ্যারির আত্মজীবনী প্রকাশ করেছে মার্কিন প্রকাশনা কোম্পানি পেঙ্গুইন র‍্যানডম হাউজ।

বিশ্বের বৃহত্তম ই কমার্স সাইট অ্যামাজনের যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি ও কানাডা শাখার বরাত দিয়ে মঙ্গলবার রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বই আকারে প্রকাশের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই 'বেস্ট সেলার' বইয়ের মর্যাদা অর্জন করেছে স্পেয়ার। বিশ্বব্যাপী বইটি ১৬টি ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে।

অনলাইন খুচরা বিক্রেতা অ্যামাজন বলছে, স্মৃতিকথামূলক বইটি ইতোমধ্যে যুক্তরাজ্যে টপ লিস্টে উঠে এসেছে। প্রিন্স হ্যারির আত্মজীবনীটি বৃহস্পতিবার স্পেনে প্রকাশিত হয়। সেখানেও পাঠকের তুঙ্গস্পর্শী কৌতূহল দেখা গেছে।

ব্রিটিশ রাজপরিবার ছেড়ে আসা প্রিন্স হ্যারির আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ স্পেয়ার প্রকাশিত হওয়ার আগেই বইটি থেকে একের পর এক চমকপ্রদ তথ্য বেরিয়ে আসে। তিনি কীভাবে নিগ্রহের শিকার

হয়েছিলেন, অভিনেত্রী মেগান মার্কেলকে বিয়ের পর হ্যারির ভাই উইলিয়াম কীভাবে তাকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়েছিলেন, পিতৃপরিচয় নিয়ে তার বাবা তৃতীয় চার্লস কী 'তেতো স্বাদের' কৌতুক করেছিলেন, ১৯৯৭ সালে হ্যারির মা প্রিন্সেস ডায়ানার মৃত্যুতে পুরো দুনিয়া শোকাহত হলেও তিনি কেন মাত্র একবারই কেঁদেছিলেন ইত্যাদি নানা বিষয় আগ্রহের জন্ম দেয় পাঠকদের মধ্যে।

প্রিন্স হ্যারি ও মেগান ২০২০ সালের শুরুর দিকে ব্রিটিশ রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করেছিলেন। তাদের প্রাসাদ ছাড়ার সিদ্ধান্ত সারা বিশ্বকে নাড়া দেয়। রাজপরিবার ছেড়ে তারা প্রথমে কানাডায় যান। তারপর লস অ্যাঞ্জেলেসে যান। তাদের ঘরে দুই সন্তান রয়েছে।

প্রিন্স হ্যারির আত্মজীবনী চলছে গরম পিঠার মতো, মধ্যরাতেও দোকানে ভিড়

প্রিন্স হ্যারির বহুল প্রতীক্ষিত আত্মজীবনী 'স্পেয়ার' গরম পিঠার মতো বিক্রি হচ্ছে। আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশের পর লন্ডনে বইয়ের দোকানে ভিড় করেছেন উৎসাহী পাঠকেরা। তাদের সামাল দিতে মধ্যরাত পর্যন্ত খোলা রাখতে হচ্ছে দোকান।

আজ মঙ্গলবার ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদনে এমনটাই জানা গেছে।

বিশ্বব্যাপী বইটি ১৬টি ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। ইতোমধ্যে গত এক দশকে সবচেয়ে বেশি প্রি-অর্ডার হওয়া বইয়ের তালিকায় নাম লিখিয়েছে 'স্পেয়ার'।

অনলাইন খুচরা বিক্রেতা অ্যামাজন বলছে, স্মৃতিকথামূলক বইটি ইতোমধ্যে যুক্তরাজ্যে টপ লিস্টে উঠে এসেছে। প্রিন্স হ্যারির আত্মজীবনীটি গত বৃহস্পতিবার স্পেনে প্রকাশিত হয়। সেখানেও পাঠকের তুঙ্গস্পর্শী কৌতুহল দেখা গেছে।

ব্রিটিশ রাজপরিবার ছেড়ে আসা প্রিন্স হ্যারির আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'স্পেয়ার' প্রকাশিত হওয়ার আগেই বইটি থেকে একের পর এক চমকপ্রদ তথ্য বেরিয়ে আসে। তিনি কীভাবে নিগ্রহের শিকার হয়েছিলেন, অভিনেত্রী মেগান মার্কেলকে বিয়ের পর হ্যারির ভাই উইলিয়াম কীভাবে তাকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়েছিলন, পিতৃপরিচয় নিয়ে তার বাবা তৃতীয় চার্লস কী 'তেতো স্বাদের'কৌতুক করেছিলেন, ১৯৯৭ সালে হ্যারির মা প্রিন্সেস ডায়ানার মৃত্যুতে পুরো দুনিয়া শোকাহত হলেও তিনি কেন মাত্র একবারই কেঁদেছিলেন ইত্যাদি নানা বিষয় আগ্রহের জন্ম দেয় পাঠকদের মধ্যে।

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

মহানায়কের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের দিনে

১ পৃষ্ঠার পর

১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি বিজয়ের পূর্ণ স্বাদ গ্রহণ করে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বিশ্ব জনমতের চাপে ৮ জানুয়ারি পাকিস্তানের মিয়ানওয়ালি কারাগারে দীর্ঘ ৯ মাস কারাভোগের পর মুক্তি লাভ করেন বঙ্গবন্ধু। মুক্তিলাভের পর তিনি পাকিস্তান থেকে লন্ডন যান। এরপর দিল্লি হয়ে ঢাকা ফেরেন বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাণী প্রদান করেছেন।

এ বছর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন'-এর ৫১ বছর পূর্তি। ১০ জানুয়ারি আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ধারাবাহিক ইতিহাসের একটি বিশেষ মাইলফলক। ১৯৪৭ সালে দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলাকে (বাংলাদেশ) প্রদেশ বানিয়ে এ ভূখে র মানুষকে নতুন করে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে। ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবিসংবাদিত নেতৃত্বে দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের পথপরিক্রমায় পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তোলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশ) বাসিন্দা বাঙালিরা। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'- বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের কালজয়ী নির্দেশনা ও আহ্বান এবং পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জনের চূড়ান্ত লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওঠে বাঙালি জাতি।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির ওপর নির্বিচারে গণহত্যা শুরু করলে ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পর হানাদারবাহিনী বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি করে রাখে। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশিত পথে বাঙালি জাতি দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জন করে। বিশ্ব-মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের।

১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে কাঙ্ক্ষিত বিজয় অর্জিত হলেও স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তখনো পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি থাকায় অপূর্ণতার বিদগ্ধ-বিষাদে নিমজ্জিত ছিল সদ্য স্বাধীন ভূখ । ২৯০ দিন পাকিস্তানের কারাগারে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর প্রহর গুনতে থাকেন জাতির পিতা। পাকিস্তান কারাগার থেকে ছাড়া পান ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি ভোরে। এদিন বঙ্গবন্ধুকে বিমানে তুলে দেওয়া হয়। পরে স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ৬টায় লন্ডনের হিথরো বিমানবন্দরে পৌঁছান তিনি। বঙ্গবন্ধু টেলিফোনে কথা বলেন, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীসহ অনেকের সঙ্গে। ৯ জানুয়ারি ব্রিটেন বিমানবাহিনীর একটি বিমানে করে দেশের পথে যাত্রা করেন। ১০ জানুয়ারি সকালেই তিনি নামেন দিল্লিতে। সেখানে ভারতের রাষ্ট্রপতি ভিভি গিরি, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, মন্ত্রিসভা, শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ, তিন বাহিনীর প্রধান এবং অন্যান্য অতিথি ও সে দেশের জনগণের কাছ থেকে উষ্ণ সংবর্ধনা লাভ করেন সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের পিতা শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধু ভারতের নেতৃবৃন্দ এবং জনগণের কাছে তাদের অকৃপণ সাহায্যের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান। তাঁর এই স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকে আখ্যায়িত করেছিলেন 'অন্ধকার হতে আলোর পথে যাত্রা হিসেবে।' ১০ জানুয়ারি বাঙালি জাতি বঙ্গবন্ধুকে প্রাণঢালা সংবর্ধনা জানানোর জন্য অপেক্ষায় ছিল। আনন্দে আত্মহারা লাখ লাখ মানুষ ঢাকা বিমানবন্দর থেকে রেসকোর্স ময়দান পর্যন্ত তাঁকে স্বতঃস্ফূর্ত সংবর্ধনা জানায়।

স্বদেশের মাটি ছুঁয়ে বাংলাদেশের ইতিহাসের নির্মাতা শিশুর মতো আবেগে আকুল হলেন। আনন্দ-বেদনার অশ্রুধারা নামল তাঁর দুচোখ বেয়ে। প্রিয় নেতাকে ফিরে পেয়ে সেদিন সাড়ে ৭ কোটি বাঙালি আনন্দাশ্রুতে সিক্ত হয়ে জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু ধ্বনিতে প্রকম্পিত করে তোলে বাংলার আকাশ-বাতাস। বিকাল ৫টায় রেসকোর্স ময়দানে প্রায় ১০ লাখ লোকের উপস্থিতিতে তিনি ভাষণ দেন।

জনগণনন্দিত শেখ মুজিব সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে দাঁড়িয়ে তাঁর ঐতিহাসিক ধ্রুপদি বক্তৃতায় বলেন, 'যে মাটিকে আমি এত ভালোবাসি, যে মানুষকে আমি এত ভালোবাসি, যে জাতিকে আমি এত ভালোবাসি, আমি জানতাম না সে বাংলায় আমি যেতে পারব কি না। আজ আমি বাংলায় ফিরে এসেছি বাংলার ভাইয়েদের কাছে, মায়েদের কাছে, বোনদের কাছে। বাংলা আমার স্বাধীন, বাংলাদেশ আজ স্বাধীন।'

বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বরাবরের মতো এবারও নানা কর্মসূচি নিয়েছে। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে আজ সকাল সাড়ে ৬টায় সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়, বঙ্গবন্ধু ভবন ও সারা দেশে সংগঠনের সব কার্যালয়ে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন। সকাল সাড়ে ৭টায় ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের ঐতিহাসিক বঙ্গবন্ধু ভবন প্রাঙ্গণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন। বেলা ১১টায় টুঙ্গিপাড়ায় চিরনিদ্রায় শায়িত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করবে আওয়ামী লীগের একটি প্রতিনিধি দল। বিকাল ৩টায় রাজধানীতে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আলোচনা সভা।

বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষ্যে তার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মঙ্গলবার সকাল ৮টা ২৫ মিনিটে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু ভবনের সামনে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তিনি। এর পর অংশ নেন মোনাজাতে।

পরে সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করেন প্রধানমন্ত্রী।

আজ ঐতিহাসিক ১০ জানুয়ারি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস। পাকিস্তানে বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়ে ১৯৭২ সালের এই দিনে তিনি সদ্য-স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে প্রত্যাবর্তন করেন।

পাকিস্তানের লাহোর থেকে প্রায় ৮০ মাইল দূরে লায়ালপুর শহরের মিয়ানওয়ালি কারাগারে দীর্ঘ ৯ মাস কারাভোগের পর ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি মুক্তি লাভ করেন শেখ মুজিব। পরে তিনি পাকিস্তান থেকে লন্ডনে যান। এর পর দিল্লি হয়ে ঢাকায় ফেরেন।

আমি চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি, কোথায় দুর্নীতি দেখান: প্রধানমন্ত্রী

মোকাব্বিরের প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, মনে হচ্ছে, আমাদের সংসদ সদস্য বিরোধী দলে শক্তিশালী হওয়ার চেষ্টা করছেন। কিন্তু যেসমস্ত অভিযোগ তিনি এনেছেন তা সম্পূর্ণ অমুলক। তিনি মেগা প্রকল্প নিয়ে কথা বলেছেন। এই মেগা প্রকল্পের সুবিধাভোগী কারা? এদেশের সাধারণ মানুষ। এই মেগা প্রকল্প অন্য কোনো সরকার করতে পারেনি, আওয়ামী লীগ সরকারই করেছে।

তিনি বলেন, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক তো পদ্মা সেতুতে দুর্নীতির অভিযোগ এনেছিল। তারা প্রমাণ করতে পারেনি। এটা শুধু আমার কথা নয়, কানাডার ফেডারেল কোর্টের মামলার রায়েই বলা হয়েছে- সকল অভিযোগ মিথ্যা। সেক্ষেত্রে কীভাবে বললেন, দুর্নীতি হচ্ছে বাংলাদেশে। দুর্নীতি যদি সত্য হত, তাহলে এত অল্প সময়ে এসব প্রজেক্টের কাজ কি শেষ হত?

মোকাব্বির খানকে উদ্দেশ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, মাননীয় সংসদ সদস্য বাংলাদেশের নাগরিক। উনার একটা সেকেন্ড হোমও আছে। সেই সেকেন্ড হোম অর্থাৎ ইংল্যান্ডে বিদ্যুতের দাম দেড়শ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। সেখানে ভোগ্যপণ্যে মূল্যস্ফীতি ১৩ দশমিক ৩ শতাংশ। সেখানে জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিটি পরিবারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন বিদ্যুত সাশ্রয় করা হয়। নিয়মের ব্যত্যয় হলে জরিমানা কর করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশে এখনও সেই অবস্থা নয়।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, কুইক রেন্টাল বিদ্যুত কেন্দ্রগুলো এনেছিলাম বলেই আমরা মানুষকে বিদ্যুৎ দিতে পেরেছিলাম। এখন আমরা প্রতি ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ দিচ্ছি। কুইক রেন্টালে যদি দুর্নীতি হত, তাহলে তো এত বিদ্যুৎ দিতে পারার কথা ছিল না। বিএনপির আমলে বিদ্যুতে দুর্নীতি হয়েছিল বলেই বিশ্ব ব্যাংক টাকা বন্ধ করে দিয়েছিল। ঢাকা ময়মনসিংহ সড়কে দুর্নীতি করেছিল বলেই সেই টাকা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আওয়ামী লীগের আমলে সেটা হয়নি। যেখানে বড় বড় মহারথীরা আমাদের দুর্নীতির খোঁজ পায়নি। সেখানে কিছু লোক ভাঙা রেকর্ডের মতো বলেই যাচ্ছেন- কুইক রেন্টাল, কুইক রেন্টাল!

মোকাব্বিরকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, মাননীয় স্পিকার আপনার মাধ্যমে মাননীয় সম্পূরক প্রশ্নকর্তাকে আমি চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি- কোথায়, কত দুর্নীতি হয়েছে? সেই কথাটা তাকে এখানে স্পষ্ট বলতে হবে। যার জবাব আমি দেব।

অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে যে হুঁশিয়ারি দিলেন প্রধানমন্ত্রী

অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে আরও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেছেন, যারা মজুতদারি,

কালোবাজারি এবং এলসি খোলা নিয়ে দুই নম্বরি করে তাদের বিরুদ্ধে আমরা যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছি এবং সামনেও নেব। প্রয়োজনে আমরা আরও কঠোর ব্যবস্থা নেব। মানুষের কষ্ট যেন না হয়, সেদিকে আমরা বিশেষভাবে দৃষ্টি দেব।

বুধবার জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রীর জন্য নির্ধারিত প্রশ্নোত্তর পর্বে সরকারদলীয় সদস্য ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভুর সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ ঘোষণা দেন।

সরকারদলীয় আরেক সদস্য আহসানুল ইসলাম টিটোর এক প্রশ্নের জবাবে সরকারপ্রধান বলেন, রোজার মাসে জিনিসপত্রের দাম যাতে না বাড়ে সে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। কেউ যদি মজুতদারি করে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছি। আমরা চাই রোজার মাসে মানুষ যাতে কষ্ট না পায়। কেউ মজুদ করার চেষ্টা করলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তিনি বলেন, সারা বিশ্বে খাদ্যের দারুণ অভাব দেখা দেবে, যার কিছু আভাস আমরা পাচ্ছি। তবে আমাদের খাদ্য চাহিদা যেন আমাদের নিজেদের আওতায় রাখতে পারি সেই উদোগ আমরা নিয়েছি। আমি উৎপাদন বাড়াতে, কোনো জমি যাতে পড়ে না থাকে, যে যা পারে উৎপাদন করার আহ্বান জানিয়েছিলাম। লক্ষ্য করা যাচ্ছে মানুষ সাড়া দিয়েছে।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, রোজা বা উৎসবে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। বিশ্বের কোথাও উৎসবের সময় জিনিসের দাম বাড়ানোর চেষ্টা হয় না। কিছু ব্যবসায়ী জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে চাহিদা বাড়ানোর চেষ্টা করতে চায়।

ফের ক্ষমতায় এলে ২০৪১ সালের মধ্যে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' : প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, তার দল যদি আবার সরকার গঠন করতে পারে, তাহলে ২০৪১ সালের মধ্যে প্রতিটি গ্রামকে একটি জনপদ এবং দেশকে 'স্মার্ট বাংলাদেশে' রূপান্তরিত করবে।

বুধবার সংসদে জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য রুস্তুম আলী ফরাজীর (পিরোজপুর-৩) প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

প্রধানন্ত্রী বলেন, আগামীতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করলে, ২০৪১ সালের মধ্যে আমাদের স্বপ্ন 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়বে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার ও স্মার্ট সোসাইটির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে 'স্মার্ট বাংলাদেশ'।

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের 'নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮: সমৃদ্ধির পথে বাংলাদেশ' যা একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে জাতির সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে তাতে '২০৪১ সালের মধ্যে সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলাদেশ' এবং 'নিরাপদ ব-দ্বীপ' গড়ে তোলার পরিকল্পনার রূপরেখা দেয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, উন্নত বাংলাদেশের যাত্রার প্রথম ধাপ হিসেবে দেশ ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হয়েছে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ ২০৩১ সালের মধ্যে একটি উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে যেখানে মাথাপিছু গড় আয় পাঁচ হাজার ৯০৬ ডলারের বেশি হবে এবং বাংলাদেশ ২০৪১ সালে মাথাপিছু ১২ হাজার ৫০০

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে প্রকাশের জন্য খবর ও বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪
jonmabhumi@gmail.com

বাকি অংশ <মূভণ> পৃষ্ঠায়

Wanted

Priest and Chaaplain,

Ratan K Chakrobarty

durg Puja, Kali Puja, santiSwastyan, marriage, register, annaprsashan, srdaah et. NYScertified priest and Chaplin License no-4677.

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমি
VOL. 23, No. 42, Thursday 05 January 2022, Weekly Janmobhumi

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

কেভিন ম্যাকার্থি মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদে স্পিকার

১ পৃষ্ঠার পর

পর স্পিকার পদ নিশ্চিত করলেন। খবর বিবিসির।

যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার স্পিকার নির্বাচনের জন্য ৫ বার ভোটাভুটি হয়। এর আগে গত মঙ্গলবার ও বুধবার মোটে ছয়বার ভোট হয়। এর কোনোটিতেও সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেন নি ম্যাকার্থি। অবশেষে কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার নির্বাচিত হতে ২১৮টি ভোটের প্রয়োজন হলে তিনি প্রতিনিধি পরিষদে মুলতবি ঘোষণা করার পরে শুরু হওয়া স্পিকার নির্বাচনে তিনি জয়ী হন।

এরআগে ভোটে ম্যাকার্থি পেয়েছেন ২০০ ভোট। ম্যাকার্থির বিরুদ্ধে রিপাবলিকান বায়রন ডনাল্ডসকে ভোট দিয়েছেন ১২ জন। অন্যদিকে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জেফরিস ২১২টি ভোট পেয়েছেন।

এই নিয়ে গত মঙ্গলবার থেকে শুরু করে আজ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ১১দফায় ভোট হলো। কিন্তু স্পিকার নির্বাচনের অচলাবস্থার অবসান ঘটলো না। বিবিসি বলছে, আজকের মতো প্রতিনিধি পরিষদ মুলতবি ঘোষণা করা হয়েছে।

১৫ বার ভোটের পর ইউএস কংগ্রেসের স্পিকার ম্যাকার্থি

সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান হলো। অবশেষে ইউএস কংগ্রেসের স্পীকার নির্বাচত হলেন রিপাবলিকান মীকার্থি। স্থানীয় সময় শনিবার মধ্যরাতে কংগ্রেসের ১৫ তম ভোটাভুটিতে স্পিকার হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সমর্থন পেয়েছেন তিনি। টানা চারদিন ধরে স্পিকার হওয়ার জন্য ভোটে লড়েছেন ম্যাকার্থি। কিন্তু তার দলীয় কয়েকজন নেতার সমর্থন না থাকায় প্রয়োজনীয় ভোট না পাওয়ায় ১৪ বার ব্যর্থ হন তিনি।

ইউএস কংগ্রেসের স্পিকার নির্বাচনের ক্ষেত্রে গত ১০০ বছরেও স্পিকার নির্বাচন করতে গিয়ে কখনোই দ্বিতীয় দফা ভোট গ্রহণ করতে হয়নি। এর আগে ১৮৫৬ সালে স্পিকার নির্বাচন করতে গিয়ে বেশ ঝামেলায় পড়েছিল মার্কিন কংগ্রেস। সেবার মোট ১৩৩ দফা ভোট গ্রহণ করতে হয়েছে। এতে সময় লেগেছিল প্রায় ২ মাস।

৪৩৫ আসনবিশিষ্ট কংগ্রেসের হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভসে রিপাবলিকানদের দখলে রয়েছে ২২২টি আসন। ১০টি আসন কম নিয়ে ক্ষমতাসীন ডেমোক্র্যাটদের দখলে রয়েছে ২১২টি আসন। একটি আসন খালি। রিপাবলিকানদের কাছে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আসন থাকলেও দলীয় প্রার্থী দলের কয়েকজন নেতার বাধার কারণে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোট পাননি ম্যাকার্থি।

রিপাবলিকান দলের অন্তত ২০ জন সদস্য ম্যাককার্থির বিরোধিতা করেছেন। তবে শেষ অবধি প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্যের সমর্থন পেয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভসের ৬৪তম স্পিকার হিসেবে নির্বাচন হয়েছেন।

ইতোমধ্যে তাকে অভিনন্দন জানিয়েছে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

টাকার মান কমেছে, বেড়েছে ডলারের দাম

নেতিবাচক পর্যায়ে চলে গেছে। আমদানি নিয়ন্ত্রণ করায় এ খাতে ঋণ প্রবাহ কমেছে, কিন্তু রপ্তানিতে ঋণ উৎসাহিত করা হলেও বৈশ্বিক মন্দার প্রভাবে ঋণের প্রবৃদ্ধি কমেছে। দুই খাতেই ঋণের প্রবাহ কমার কারণে সার্বিক ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দা দেখা দিয়েছে। একই অবস্থা বেসরকারি খাতসহ অন্যান্য খাতের ঋণের প্রবৃদ্ধিতেও। এছাড়া টাকায় হিসাব করা হয় এমন সব খাতেই ডলারের হিসাবে প্রবৃদ্ধির হারও কম হবে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে পাওয়া তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, গত বছরের জুন পর্যন্ত আমদানি-রপ্তানি খাতে ঋণের প্রবাহ ডলার ও টাকার হিসাবে সমান হারে বাড়ছিল। প্রবৃদ্ধি কমার ক্ষেত্রেও সমান হারে কমছিল। কিন্তু ডলার বা টাকার কোনো হিসাবেই নেতিবাচক হয়নি। গত সেপ্টেম্বর থেকে দুই খাতে গড়ে ঋণের প্রবৃদ্ধি নেতিবাচক হয়ে গেছে। গত বছরের জুলাই থেকে আমদানি-রপ্তানিতে ডলার ও টাকার হিসাবে ঋণের প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে ব্যবধান বাড়তে শুরু করে। গত ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই ব্যবধান ১ থেকে ২ শতাংশের মধ্যে ছিল। গত মার্চ থেকে এ ব্যবধান আকাশ-পাতাল রূপ ধারণ করে। গত নভেম্বর পর্যন্ত ডলারের হিসাবে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে ঋণের প্রবৃদ্ধি নেতিবাচক শূন্য দশমিক ৬ শতাংশ। টাকার হিসাবে দুই খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ১৯ শতাংশ। গত এপ্রিল থেকে ডলারের বিপরীতে টাকার বড় ধরনের অবমূল্যায়নের কারণে টাকার হিসাবে ঋণ বেড়েছে বেশি মাত্রায়। কিন্তু ডলারের হিসাবে ঋণ বাড়েনি। বরং কমেছে।

এ হিসাব শুধু আমদানি-রপ্তানিতেই নয়। অর্থনীতির সব উপকরণেই এর প্রভাব পড়েছে। ঋণ প্রবাহ, মানুষের আয় বাড়ার যে তথ্য দেওয়া হচ্ছে সেগুলো সবই টাকায়। ডলারের হিসাব করলে এগুলোর প্রবৃদ্ধি অনেক বেশি কমে যাচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, ডলারের সঙ্গে টাকার বিনিময় হারের মধ্যকার ব্যবধান বেশি মাত্রায় বেড়ে গেলে সব হিসাবেই টাকা ও ডলারের মধ্যে একটি বড় পার্থক্য দেখা দেয়। যে হারে টাকার মান কমেছে, তার চেয়ে ঋণের প্রবৃদ্ধি বাড়াতে পারলে তা ইতিবাচক হবে। টাকার অবমূল্যায়নের চেয়ে কম বাড়লে তা নেতিবাচক হবে। এখন সরকারি খাতসহ বিভিন্ন খাতে ঋণের যে প্রবৃদ্ধি দেখানো হচ্ছে, বাস্তবে তার প্রবৃদ্ধি ততটা নয়, অনেক কম। কারণ টাকার অবমূল্যায়ন তা খেয়ে ফেলছে। টাকার সঙ্গে ডলারে হিসাব করলে ব্যবধানটা অনেক বেশি হবে। তখন বোঝা যাবে দেশের অর্থনীতি সার্বিকভাবে ওপরে ওঠার চেয়ে কতটা নেমে গেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, বেশ কয়েক বছর ধরেই ডলারের বিপরীতে টাকার মান

স্থিতিশীল রয়েছে। গত মার্চ থেকে ডলারের দাম বাড়তে থাকে। যে কারণে গত ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অর্থনীতির বিভিন্ন সূচকের হিসাবের প্রবৃদ্ধি ডলার ও টাকায় পাশাপাশি অবস্থান করছিল। মার্চ থেকে ডলারের দাম বাড়ায় বিভিন্ন খাতে ডলার ও টাকার হিসাবে ব্যবধান বেড়েই চলেছে। ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে টাকার হিসাবে বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থায়ন বেড়েছিল ৮ দশমিক ৪ শতাংশ। ডলারের হিসাবে বেড়েছিল সাড়ে ৭ শতাংশ।

একটি পরিপূর্ণ গ্রোসারী ও গৃহস্থালী সামগ্রীর সেরা প্রতিষ্ঠান
জ্যামাইকায় গ্রোসারীর জগতে এক ঐতিহ্যবাহী নাম
FATEMA GROCERY & HALAL MEAT
ফাতেমা গ্রোসারী এন্ড হালাল মীট
- প্রতিদিনই সবকিছু ফ্রেশ
- এখানে সর্বদাই তাজা হালাল মাংস ও চিকেন পাওয়া যায়
- প্রতি সপ্তাহে পেণ্ডনে আসা তাজা মাছ পাওয়া যায়
BEST PRICE 100% BEST PRICE GUARANTEED

167-11 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-9642
এখানে পাবেন সকল প্রকার মসলা, বাংলাদেশী তাজা ও ফ্রোজেন মাছ
টাটকা শাক-সব্জী এবং নিত্য প্রয়োজনীয় গোসারী সামগ্রী

R&R DENTAL LAB

আমরা অথি উন্নতমানের Technology ও অভিজ্ঞ Technician দ্বারা সব ধরনের Acrylic,metal, flexilble Dentures তৈরী করে থাকি। আমরা দ্রুত Pickup ও Delivery করি। তাছাড়া যাবতীয় Repair, Reline,add tooth ও Nightguard একই দিনে মেরামত করে Delivery করি। আমরা প্রায় ৩০ বৎসর যাবত সুনামের সাথে Dentures এর কাজে নিয়োজিত আছি।
We guarantee your satisfaction
Tel:(718)-533-1611

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

www.jonmobhumi.com

সাফাদির সঙ্গে ছবির পর এবার নুরের কল রেকর্ড ফাঁস

বৃহস্পতিবার (৫ জানুয়ারি) রাতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নুর ও অপরপ্রান্তে থাকা তার এক বড় ভাইয়ের সঙ্গে কথোপকথনের ফাঁস হওয়া অডিও থেকে জানা যায়, নুর দেখা করেছেন সাফাদির সঙ্গে এবং সেই ছবিটি প্রেরণ করেছেন। এ সময় তার সঙ্গে 'বিশ্বাসঘাতকতা করার' অভিযোগও করেন নুর।

সম্প্রতি দুবাই সফরে গিয়ে ইসরাইলের রাজনৈতিক নেতা মেন্দি এন সাফাদির সঙ্গে বৈঠকের অভিযোগ ওঠে নুরের বিরুদ্ধে। তাদের দুজনের একটি ছবি ফেসবুকে ভাইরাল হওয়ার পর এ নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়।

ছবিতে দেখা যায়, একটি রেস্টুরেন্টের সামনে মোসাদের এজেন্ট মেন্দি এন সাফাদির সঙ্গে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ডাকসুর সাবেক সহ-সভাপতি (ভিপি) নুরুল হক নুর।

তবে ইসরায়েলি গোয়েন্দার সঙ্গে তোলা বিতর্কিত ছবি ফাঁস নিয়ে নানা নাটকীয়তা করেন নুরুল হক নুর। কখনও এই ছবিকে ভুয়া, কখনও এটিকে এডিটেড বলে দাবি করেন তিনি।

এবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশিত ফাঁস হওয়া কল রেকর্ডের অডিওতে বেরিয়ে এলো পেছনের ঘটনা। এতে জনৈক এক বড় ভাইয়ের সঙ্গে পৃথক তিনটি কল রেকর্ডের কথা শোনা যায়। যেখানে প্রায় ছয় মিনিট কথা বলেন নুর। অডিওতে একটি তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে মেন্দি এন সাফাদির সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করে দেওয়া, দেখা করে বৈঠক করা, ছবি তোলা ও শেষে ছবি ফাঁস হওয়ায় নুরকে ক্ষুব্ধ হতে শোনা যায়।

অডিওর শুরুতেই অপর পাশ থেকে তার কাছে জানতে চাওয়া হলে এ বিষয়ে ইঙ্গিত করে নুর বলেন, 'জ্বি তার সঙ্গে মিট করলে আপনাকে জানাবো। আর কেউ আছে না কি?'

সাফাদির সঙ্গে দেখা করলে কোনো সমস্যা হয় কি এমন ভয় থেকে তিনি অপর পাশের ব্যক্তিকে বলেন, 'আমি দেখা করবো কিনা এনিয়ে এখনো আগ্রহ প্রকাশ করি নাই। আবার সমস্যা হয় কি না।'

এ সময় অপর পাশের ব্যক্তি নুরের কাছে জানতে চান কোনো সুপারিশ আছে কি না? এর জবাবে নুর বলেন, 'সুপারিশ আছে।' কিন্তু মেন্দিকে দিয়ে কাজ হবে কি না সেটি নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে নুর।

পরে অপর পাশের ব্যক্তি নুরকে জানান, মেন্দি লিকুদ পার্টির নেতা। তখন নুর শিপন বসু নামে একজনের সুপারিশের কথা উল্লেখ করে বলেন, 'আমাকে ওই দুই জন বলছে, চাইলে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দিতে পারেন।'

এরপরের রেকর্ডে নুর নিজের ভ্রমণ সুচির কথা জানান ও মেন্দির সঙ্গে প্রায় ৪০-৪৫ মিনিট কথা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেন।

পরে অপর পাশের ব্যক্তি নুরের কাছে জানতে চান বৈঠকের ছবি আছে কি না? তখন নুর একটি ছবি তোলার কথা স্বীকার করেন। প্রমাণ হিসেবে অপর পাশের ব্যক্তি নুরের কাছে ছবিটি চান। সেই ব্যক্তির হোয়াটসঅ্যাপে নুরের পাঠানো ছবিটিও দেখা যায়।

সর্বশেষ কথোপকথনে, ওই ব্যক্তির ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করেন নুরুল হক নুর। ছবি ফাঁস হওয়ায় ক্ষিপ্ত হয়ে ডাকসুর সাবেক ভিপি বলেন, ডকুমেন্টসটাতো অনলি আপনাকেই দেয়া হইছে। সুতরাং এটা আপনি বিশ্বাসের ঘাতকতা করেছেন। আপনি বিশ্বাসের মূল্য দেননি... আমি আপনাকে দেখি নাই, জানি নাই, চিনি নাই আপনার সাথে শেয়ার করেছি, ... আপনি রিয়েলি বলেনতো ভাই আপনি ডকুমেন্টস কাকে পাঠাইছিলেন?

সম্প্রতি নুর ওমরাহ পালনের উদ্দেশে ঢাকা থেকে সৌদি যান। এসময় তিনি কাতার ও দুবাই ভ্রমণ করেন। এখনও তিনি বিদেশে রয়েছেন। সাফাদির সঙ্গে তার ছবি প্রকাশ্যে আসার পর নেটিজেনরা প্রশ্ন তুলছেন, ভিপি নুর কি পবিত্র ওমরাহ পালনের কথা বলে বিদেশ ঘুরে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার এজেন্টদের সঙ্গে দেশবিরোধী ষড়যন্ত্র করছেন?

এছাড়া ফিলিস্তিন-ইসরায়েল দ্বন্দ্বে বাংলাদেশ শুরু থেকেই ফিলিস্তিনের পক্ষে রয়েছে। এখনও ইসরায়েলকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি ঢাকা। এমনকি দুইদিন আগেও জাতিসংঘে ফিলিস্তিনের পক্ষে ভোট দিয়েছে বাংলাদেশ। এমন পরিস্থিতিতে ইসরায়েলের গোয়েন্দার সঙ্গে ছবি তুলে নুরুল হক নুর কি দেশের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন কিনা, সে প্রশ্নও উঠছে।

তবে নুরের দাবি, ছবিটি এডিট করে বানিয়ে একটি সংঘবদ্ধ চক্র সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়াচ্ছে।

গণমাধ্যমকে তিনি বলেন, 'এটা এডিট করা ছবি। সরকার ও তার দলের নেতাকর্মীরা বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। আমাদের প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে। বলা হচ্ছে আমরা মোসাদের সঙ্গে মিটিং করেছি। আমরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই।

তন্ময় আহমেদের বিরুদ্ধে গুজব

নুরকে নিয়ে একাধিক ফেসবুক পোস্ট দেওয়ার পর এবার বুয়েট ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও আওয়ামী লীগের ওয়েব টিমের সমন্বয়ক তন্ময় আহমেদকে লক্ষ্য করে নতুন করে গুজব প্রচার করা হচ্ছে। নুরের সমর্থক ও নেতাকর্মীরা তন্ময় আহমেদকে নিয়ে অতীতে ছড়ানো বেশ কিছু গুজব ও বিভ্রান্তিকর তথ্য নতুন করে শেয়ার করছেন। তন্ময় আহমেদকে শিবির হিসেবে প্রমাণের জন্য ভিডিও এবং তথ্য অনলাইনে শেয়ার করছেন নুর, জ্যাকব মিল্টন সহ আরও বেশ কয়েকজন। মূলত নুরের থেকে মানুষের দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে নিতে পুরাতন ভিডিও নতুন করে শেয়ার করেছেন জ্যাকব মিল্টন।

শিবিরের হামলায় আহত হওয়ার পর তন্ময় আহমেদ মুমূর্ষু অবস্থায় ভর্তি ছিলেন রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। এ সময় তিনি মারা গেছেন কিনা তা দেখতে তার কক্ষে আসেন এই শিবির কর্মী। এই হামলায় তন্ময় আহমেদের শরীরে ১৩০টি সেলাইয়ের চিহ্ন আজও রয়ে গেছে।

Karnafully Travel Inc
37-16 73rd Street, Jackson Heights,
NY-11372 Suite # 201FR
tel : 718-205-6050 ,718-205-6055

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

www.jonmobhumi.com

নিউইয়র্কে জালালাবাদ ভবন উদ্বোধন

৪০ পৃষ্ঠার পর

মঞ্জুর আহমেদ চৌধুরী, ফকরুল ইসলাম দেলোয়ার, রানা চৌধুরী, জুনেদ খান, খলিল আহমেদ, আসাদ উদ্দীন, শেফাজ, শেখ জামাল, হাজি এনাম, এম এন মজুমদার, এ এফ এম জামান, এম এ করিম, আতাউল খান আসাদ, আব্দুল জব্বার, মাসুক মিয়া, পংকি মিয়া, মাওলানা সাইফুল আলম সিদ্দিকী, রুমানা আহমেদ, মনির আহমেদ, জালাল আহমেদ, শাহ মিজান, ফারুক শামীম, মোদাব্বির হোসেন, আব্দুল রাজা, হাজি আব্দুল জব্বার, শামসুল ইসলাম ও আযম চৌধুরী। এদিকে রোববার ৮ জানিয়ারিতে জালালাবাদ ভবন এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক মানুষ অংশ নেয়। তারা এ ভবন ক্রয়ের জন্য বর্তমান সাধারন সম্পাদক মইনুল ইসলামকে ধন্যবাদ জানান। তারা বলেন, জালালাবাদ এসোসিয়েশন যতদিন থাকবে, মইনুলের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। সাধারন সম্পাদক মইনুল ইসলাম বলেন, এই ভবনের মর্টগেজ মাসে সাড়ে ৫ হাজার ডলার। ২টি ফ্লোর থেকে ভাড়া পাচ্ছি/পাবো মাসে সাড়ে ৬ হাজার ডলার। এ দিক থেকে আমরা লাভে আছি। ভবনের ওয়াকিং বেজমেন্ট সংগঠনের অফিস হিসেবে ব্যবহার হবে। জালালাবাদ ভবন চলবে নিজস্ব আয় থেকেই। বেজমেন্টের এই অত্যাধুনিক হল রুমটি দেখছেন তা সিলেটের ৪ জেলাবাসীর জন্য উন্মুক্ত। তারা বিনা পয়সায় এটি ব্যবহার করতে পারবেন।

জানা যায়, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক কমিটির সভাপতি হেলাল চৌধুরী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান শেফাজ ও বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলামের প্রচেষ্টায় কুইন্সের এস্টোরিয়ায় প্রায় সাড়ে ৮ লাখ ডলারে ভবনটি ক্রয় করা হয়। এ ভবন ক্রয়ে সবচেয়ে বেশি অবদান মইনুল ইসলামের। এটি তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিও ছিল। প্রবাসী সিলেটবাসীরা মনে করেন তার চেষ্টাতেই এ ভবন কেনা সম্ভব হয়েছে।

প্রেসিডেন্টের কাছে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের পরিচয়পত্র পেশ

৪০ পৃষ্ঠার পর

গ্রহণকালে এক লিখিত মন্তব্যে বাইডেন একথা বলেন।

সম্প্রতি হোয়াইট হাউজে মার্কিন প্রেসিডেন্টের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয়পত্র পেশ করার সময় রাষ্ট্রদূত ইমরান মার্কিন প্রেসিডেন্টকে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শুভেচ্ছা জানান। যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের নতুন রাষ্ট্রদূতকে স্বাগত জানিয়ে জো বাইডেন বলেন, দুইদেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক সম্প্রসারণের জন্য মার্কিন প্রশাসন তার সাথে কাজ করার জন্য উন্মুখ হয়ে আছেন।

তিনি বলেন, ২০২২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ সম্পর্কের ৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষে, আমি বাংলাদেশের সাথে আমাদের স্থায়ী অংশীদারিত্বের বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে স্মরণ করতে চাই। আমার প্রশাসন দুই দেশের সম্পর্ককে আরও গভীর করার জন্য আপনার সাথে কাজ করার জন্য আগ্রহী, কারণ আমরা আগামীর সুযোগ এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করব। ওয়াশিংটনে আপনাকে স্বাগত জানাতে পেরে আনন্দিত।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট তার লিখিত মন্তব্যে গত ৫০ বছরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে 'একটি অসাধারণ গল্প' হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, জলবায়ু পরিবর্তন, মানবিক, উদ্বাস্তু, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা, এবং সন্ত্রাস দমন, সামুদ্রিক এবং অন্যান্য নিরাপত্তা ইস্যুতে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

জো বাইডেন বলেন, বাংলাদেশ তার বৃহত্তর কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে একটি আঞ্চলিক অর্থনৈতিক শক্তিতে প্রসারিত করেছে যা বৈশ্বিক সাপ্লাই চেইনে একটি প্রধান অংশগ্রহণকারী হতে প্রস্তুত। আমি আশা করি আমাদের দেশগুলি গণতান্ত্রিক শাসন, জলবায়ু পরিবর্তন, শরণার্থী এবং সামুদ্রিক নিরাপত্তা নিয়ে কাজ চালিয়ে যাবে। আমরা বাংলাদেশের সাফল্যে বিনিয়োগ করছি এবং সমস্ত বাংলাদেশিদের স্বাধীনভাবে অংশগ্রহণ করার এবং তাদের দেশের উন্নয়নে অবদান রাখার ক্ষমতাকে সমর্থন করি।প্রায় ১০ লাখ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দেওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উদারতার প্রশংসা করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, তারা এই উদ্বাস্তু ও তাদের আশ্রয়দাতা সম্প্রদায়কে সহায়তা এবং তাদের অধিকার রক্ষায় বাংলাদেশকে সমর্থন অব্যাহত রাখবে। যুক্তরাষ্ট্র এই মানবিক সংকটের টেকসই ও স্থায়ী সমাধান খুঁজতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

কোভিড-১৯ মহামারী বিষয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, কোভিড-১৯ গ্লোবাল অ্যাকশন প্ল্যানের আওতায় বৈশ্বিক মহামারী মোকাবেলায় বাংলাদেশের সঙ্গে অংশীদারিত্ব করতে পেরে যুক্তরাষ্ট্র গর্বিত। তিনি বলেন, আমরা সামনের মাস এবং বছরগুলিতে আমাদের ক্রমবর্ধমান অংশীদারিত্ব প্রসারিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

করোনভাইরাস মহামারীর পরে প্রথমবারের মতো হোয়াইট হাউজে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূতদের ব্যক্তিগতভাবে পরিচয়পত্র গ্রহণ করেন।

শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত সংঘের ২৩তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

জন্মভূমি প্রতিবেদকঃ শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত সংঘের নতুন মন্দিরে সম্প্রতি ২৩তম প্রতিষ্টা বার্ষিকী অনুষ্ঠান পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত সংঘের ভক্ত ও পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলো। অনুষ্ঠানে ছিল ধর্মীয় আলোচনা ও গীতাপাঠ। ভক্তিমূলক গান ভজনও ছিলো এই অনুষ্ঠানের। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশী বিপুল ভক্তের সমাগম ঘটে। সকলকে প্রসাদ দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়।

রেকর্ড রেমিট্যান্স এসেছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে

আগের তুলনায় এখন যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে অর্থ পাঠানো সহজ হয়েছে। এ ছাড়া বৈধ পথে প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে। ডলারের রেটও বেড়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে থাকা বাংলাদেশিদের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসীরা পেশাগতভাবে তুলনামূলক ভালো অবস্থানে আছেন। এসব কারণে রেমিট্যান্স প্রবাহ বেড়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রানীতি বিভাগের হালনাগাদ প্রতিবেদনের তথ্য বলছে, চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর) যুক্তরাষ্ট্র থেকে ব্যাংকিং চ্যানেলে ১৯৬ কোটি ৬৬ লাখ (১.৯৬ বিলিয়ন) ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে ১৬ শতাংশ বেশি। অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল গতকাল সংসদে জানিয়েছেন, ২০২২ সালের জানুয়ারী থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ১১ মাসে বিদেশ থেকে সর্বমোট ১৯.৫৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রবাস আয় দেশে এসেছে। এ সময় সবচেয়ে বেশি রেমিটেন্স এসেছে সৌদি আরব থেকে, যার পরিমান ৩ হাজার ৭০৯

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

www.jonmobhumi.com

মানুষের জন্য দরদী সেবা আমাদের অঙ্গীকার

শুভ নববর্ষ ২০২৩ এর শুভেচ্ছা

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অশেষ রহমতে
আপনাদের আপন প্রতিষ্ঠান

বাংলা সিডিপ্যাপ ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার
এখন ওজোন পার্কে

আরো কাছাকাছি হোম কেয়ার সেবা
পৌঁছে দিতেই আপনাদের মাঝে আমাদের নতুন শাখা-
এটি আপনাদের *'কাচারি ঘর'* ।

আপনজনদের
উত্তম সন্তুষ্টির জন্যে
তারিখ পরিবর্তন

শুভ উদ্বোধন

১৩ জানুয়ারি ২০২৩, শুক্রবার। সন্ধ্যা ৫:০০টা।
১১২৭ লিবার্টি এভিনিউ, ব্রুকলিন (ওজোন পার্ক), নিউইয়র্ক-১১২০৮।

মানুষ মানুষের জন্য
দেশপ্রেম স্বদেশের জন্য

BANGLA CDPAP SERVICES
www.banglacdpap.com
888-212-3237

ALEGRA®
HOME CARE INC.
Care With Love Is Humanity
www.alegracare.com
888-212-3237
info@alegracare.com

বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার ইনক্

সাপ্তাহিকজন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

www.jonmobhumi.com

মানুষের জন্য দরদী সেবা আমাদের অঙ্গীকার

শুভ নববর্ষ ২০২৩ এর শুভেচ্ছা

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অশেষ রহমতে
আপনাদের আপন প্রতিষ্ঠান

বাংলা সিডিপ্যাপ ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার এখন ওজোন পার্কে

আরো কাছাকাছি হোম কেয়ার সেবা
পৌঁছে দিতেই আপনাদের মাঝে আমাদের নতুন শাখা—
এটি আপনাদের 'কাচারি ঘর'।

আপনজনদের উত্তম সন্তুষ্টির জন্যে তারিখ পরিবর্তন

শুভ উদ্বোধন

১৩ জানুয়ারি ২০২৩, শুক্রবার। সন্ধ্যা ৫:০০টা।
১১২৭ লিবার্টি এভিনিউ, ব্রুকলিন (ওজোন পার্ক), নিউইয়র্ক-১১২০৮।

বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার ইনক্

মানুষ মানুষের জন্য
দেশপ্রেম স্বদেশের জন্য

BANGLA CDPAP SERVICES

888-212-3237

ALEGRA®
HOME CARE INC.
Care With Love Is Humanity
www.alegracare.com
888-212-3237
info@alegracare.com

www.jonmobhumi.com

ইমিগ্রেশন

- ডিভোর্স
- সেপারেশন
- ফ্যামেলি কোর্ট
- ফ্যামেলি পিটিশন
- ভিসা আবেদন
- এসাইলাম কেইস
- ওয়ার্ক পারমিট (H1 / EB2 3, ASYLUM)
- গ্রিন কার্ড রিনিউ
- ভিসা ক্যাটাগরি রূপান্তর

ট্যাক্স সার্ভিস

বিজনেস ট্যাক্স

- কোর্পোরেশন সেটআপ
- এল. এল. সি. সেটআপ
- একাউন্টিং সার্ভিস
- পে-রোল সার্ভিস
- ভেন্ডার লাইসেন্স
- লট্টো, ই. বি. টি. লাইসেন্স
- বিয়ার, সিগারেট লাইসেন্স

IRS
CERTIFYING ACCEPTANCE AGENT

TAX Depot

ENROLLED AGENT

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

পার্সোনাল ট্যাক্স

- পার্সোনাল ইনকাম ট্যাক্স
- গ্রান্ট আবেদন
- সকল ফর্ম ফিলাপ
- আনএমপ্লয়মেন্ট আবেদন
- মেডিকেইড আবেদন
- ডিসেবিলিটি ও সোশ্যাল সিকিউরিটি বেনিফিট

2168 WESTCHESTER AVE, BRONX, NY 10462
O: (313) 341-9000 / C: (516) 566-3444

চার্চ/ম্যাকডোনাল্ড এভিনিউ
এবং
জ্যামাইকাতে
ডাঃ সবুরের মেডিকেল অফিস

Services

ব্রুকলীন অফিস

- Dr. Salman Hoque — Cardiologist
- Dr. Prateek — Gastroenterologist
- Dr. Sadi Alam — Podiatric
- Dr. Sohel M Shipu — Psychiatric

জ্যামাইকা অফিস

- Dr. Sunita Aryal — Pediatric
- Dr. Syed Iman Husain — Cardiologist
- Dr. Dheeraj Khurana — Cardiologist
- Dr. Sohel M Shipu — Adult Psychiatric

We accept all major health insurance
Those who do not have insurance are treated in special arrangements.

BROOKLYN
486 MCDONALD AVE
BROOKLYN, NY 11218
PH: (718) 247-7226
FAX: (914) 500-6570

JAMAICA
167-10 HIGHLAND AVE
JAMAICA, NY 11432
PH: (718) 558-0280
FAX: (718) 558-0290

WELCOME TO
Your Medical Home

SABOOR WAIZUN MEDICAL PC
Caring For Your Health
INAMULHAQUE M SABOOR,MD
Board Certified Internal Medicine
USCIS Designated Civil Surgeon

Office Hours

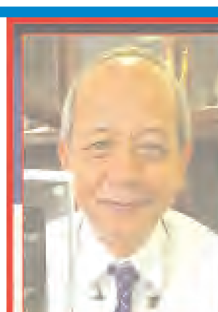

Khagendra Gharti-Chettry, Esq.
Attorney at Law

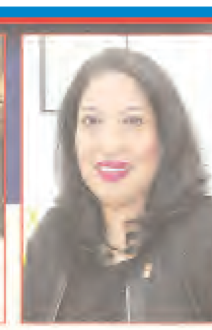

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LL.M, New York Law School, NY, USA
646-339-3544
nasreenahmed2006@gmail.com

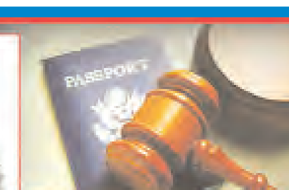

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই

- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

ইমিগ্রেশনসহ যে কোনো আইনি সহায়তার জন্য

এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি

এখনো শতাধিক বাংলাদেশী ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি

C&A CHHETRY & ASSOCIATES
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001.
Phone: 212-947-1079

LAW OFFICES OF RICHARD LA SALLE

Richard La Salle
Attorney at Law

২৩ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আমেরিকান এটর্নী

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন কেইসেস ও এক্সিডেন্ট কেইসেস

এছাড়াও আমরা
● ফ্যামিলি বেইজড পিটিশান ● লেবার সার্টিফিকেট ● ২৪৫ (আই) কেইসেস ● সিটিজেনশীপ ও ও-১ ভিসা ● H-1, L-1 ইনভেস্টমেন্ট (E) ভিসা ● সকল প্রকার ভায়োলেশন রিমুভাল ● রিয়েল এস্টেট ও বিজনেস ক্লোজিং লীজ ● দলিল হস্তান্তর ● উইল ● পাওয়ার অব এটর্নী ● সিভিল ও ক্রিমিনাল কেইসেস ● ল্যান্ডলর্ড/টেনেন্ট প্রবলেম ● দানপত্র ● ডিভোর্স ● ব্যাংক্রাপসি ● ইনকর্পোরেশনসহ অন্যান্য আইন বিষয়ক কাজ করে থাকি

No Fee for Consultation

88-01 Roosevelt Avenue, 2nd Floor, Jackson Heights, NY 11372
এপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন: 646-545-1826

এহসান রহমান
সিনিয়র প্যারালেগাল

জ্যাকসন হাইটসে সবজী মন্ডির বিপরীতে
রুপসী বাংলা হেয়ারড্রেসার
প্রো: জীবন বিশ্বাস
35-62, 73rd St. Jackson Heights NY 11372
Tel: (718)424-2531

Full Time বাংলাদেশি CPA
Certified Public Accountant
ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক ট্যাক্স
Eakub A. Khan CPA
Office: 718 424 6300 Cell: 347 200 4781
web:www.cpakhan.com E-mail:eakub@cpakhan.com
75-35 31st Ave., Suite # 206A, East Elmhurst, NY 11370

অন লাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.janmobhumi.com

www.jonmobhumi.com

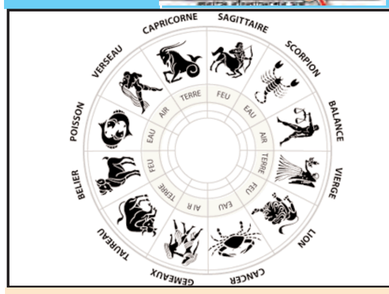

এ সপ্তাহের রাশি ফল

ড. জি সি সরকার

মেষ : বিদেশযাত্রার ক্ষেত্রে হাতছাড়া হয়ে যাওয়া সুযোগ ফিরে আসতে পারে। ফাটকা ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করে লাভবান হতে পারেন। ভালো লাগার মানুষটি আজ ভালোবাসার মানুষে পরিণত হতে পারে। রাজনৈতিক তৎপরতা শুভ।

বৃষ : ব্যবসায়িক ভ্রমণ ফলপ্রসূ হতে পারে। মামলা-মোকদ্দমার রায় আপনার পক্ষে যেতে পারে। পেশাজীবীদের কারও কারও পসার বৃদ্ধি পেতে পারে। প্রেমে সাফল্যের দেখা পাবেন। রাজনীতি থেকে দূরে থাকুন।

মিথুন : শিক্ষা কিংবা গবেষণার জন্য সম্মাননা পেতে পারেন। আজ কারও কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা পেতে পারেন। ব্যবসায়ে শুভ পরিবর্তনের সম্ভাবনা আছে। প্রেমে সাফল্যের সম্ভাবনা আছে। দূরের যাত্রা শুভ।

কর্কট : দিনটি শুরু হতে পারে প্রিয়জনের কাছ থেকে পাওয়া সুখবর দিয়ে। পাওনা আদায়ে প্রভাবশালী কারও সহযোগিতা পেতে পারেন। প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য দিনটি বিশেষ শুভ। রাজনীতি থেকে দূরে থাকুন।

সিংহ : ব্যবসায়ে শুভ যোগাযোগ ঘটতে পারে। পারিবারিক সমস্যার সমাধানে আপনার উদ্যোগ ফলপ্রসূ হতে পারে। হারিয়ে যাওয়া মূল্যবান জিনিস খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রেমে সাফল্যের দেখা পাবেন।

কন্যা : ব্যবসায়ে আগের ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার সুযোগ পাবেন। আজ কারও প্রেমের আহ্বানে সাড়া দিতে হতে পারে। পেশাজীবীদের কারও কারও পসার বৃদ্ধি পেতে পারে। রাজনীতি থেকে দূরে থাকুন।
জমে থাকা কালো মেঘ আজ দূর হতে পারে। সৃজনশীল কাজের স্বীকৃতি পাবেন। রাজনৈতিক তৎপরতা শুভ।

বৃশ্চিক : ব্যবসায়ে আগের ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার সুযোগ পাবেন। যেকোনো চুক্তি সম্পাদনের জন্য দিনটি বিশেষ শুভ। প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে ভুল-বোঝাবুঝির অবসান হতে পারে। আজ আপনার অর্থভাগ্য বিশেষ শুভ।

ধনু : বেকারদের কারও কারও জন্য দিনটি সাফল্যের বার্তা বয়ে আনতে পারে। ভালো লাগার মানুষটি আজ ভালোবাসার মানুষে পরিণত হতে পারে। সৃজনশীল কাজের স্বীকৃতি পাবেন। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে থাকুন।

মকর : কর্মস্থলে আপনার ওপর বসের সুনজর পড়তে পারে। রাজনীতিতে দলের নেতা-কর্মীর কাছে আপনার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে পারে। পাওনা আদায়ে অন্যের সহযোগিতা পেতে পারেন। প্রেমে সাফল্যের দেখা পাবেন।

কুম্ভ : ব্যবসায়ে আগের ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার সুযোগ পাবেন। বিদেশযাত্রার ক্ষেত্রে হাতছাড়া হয়ে যাওয়া সুযোগ ফিরে আসতে পারে। চাকরিতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। দূরের যাত্রা শুভ।

মীন : চাকরিতে কারও কারও আটকে থাকা পদোন্নতির বিষয়ে নিষ্পত্তি হতে পারে। মামলা-মোকদ্দমা থেকে দূরে থাকুন। হারিয়ে যাওয়া মূল্যবান জিনিস খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রেমে সাফল্যের দেখা পাবেন।

ভারতের হয়ে প্রথম গোল্ডেন গ্লোব জিতল ‘আরআরআর’

কলকাতাঃ মনোনয়ন পেয়েই সাড়া ফেলে দিয়েছিল। এবার ভারতের হয়ে প্রথম গোল্ডেন গ্লোব জিতেই নিল ‘আরআরআর’। সেরা মৌলিক গানের ক্যাটাগরিতে ‘আরআরআর’ এর ‘নাটু নাটু’ গানের জন্য পুরস্কারটি দেওয়া হয়েছে। খবর বিবিসির। একই ক্যাটাগরিতে টেইলর সুইফট ও রিহানার গানও মনোনয়ন পেয়েছিল।
গানের কম্পোজার এমএম কিরাভানি পুরস্কার গ্রহণ করে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। ‘আরআরআর’ কর্তৃপক্ষ খবরটি

শেয়ার করে টুইটারে জানিয়েছে, ‘এশিয়ার প্রথম গান হিসেবে গোল্ডেন গ্লোব জিতেছে ‘নাটু নাটু’। দিন শুরু করার জন্য এর চেয়ে সেরা খবর আর হয় না’।
‘আরআরআর’ ছবির দুটি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন রাম চরণ ও জুনিয়র এনটিআর। ছবিটি পরিচালনা করেছেন এসএস রাজামৌলি।

মানুষের উদ্বেগ শনাক্তে সক্ষম, ১২০ ভাষায় কথা বলে এ রোবট

কলকাতাঃ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি ব্যবহার করে বানানো জোজি নামের একটি রোবট সাড়া ফেলেছে প্রযুক্তি বিশ্বে। রোবটটি মানুষের নির্দেশনা বুঝতে পারে এবং সে অনুযায়ী কাজ করতে পারে। প্লাস্টিক সার্জন ড. স্যাম খোজে ও কারিগরি উপদেষ্টা অধ্যাপক হিরোশি ইশিগুরো এ রোবট তৈরি করেছেন। রোবটটি ১২০টি ভাষায় কথা বলতে পারে। মানুষের আবেগ বুঝতে পারে, আলোচনায়ও অংশ নিতে পারে জোজি। খবর দ্য সানের।
জোজিকে বলা হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও অতিবাস্তব একটি রোবট। জোজের অ্যাডভান্সড ফেস অ্যাকচুয়েটরস আছে। ফলে রোবটটি যেকোনো বিষয়ের কথোপকথনে অংশ নিতে পারে, বয়স শনাক্ত করতে পারে, শরীরের ভাষা বুঝতে পারে এবং কেউ উদ্বিগ্ন থাকলে তা শনাক্ত করতে পারে। এছাড়া এআইয়ের এ রোবটের সামাজিক যোগাযোগ দক্ষতা ছাড়াও দীর্ঘমেয়াদি মেমোরি ও গন্ধ শনাক্তের সক্ষমতাও রয়েছে। এমনকি জোজির ডিজাইনও অনেকটা মানবদেহের মতো। যোগাযোগের সময় রোবটটি হাতও নাড়াতে পারে।
ড. খোজে জানান, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দু’জন মানুষের মধ্যে যেভাবে কথোপকথন হয় তার ওপর ভিত্তি করে জোজিকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। রোবটটির ক্যামেরায় যে ফেসিয়াল রিকগনিশন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। জোজি যেখানে থাকবে সেখানে যদি কেউ অপরাধ করে সেটিও শনাক্ত করতে পারবে।

ব্রাজিলে ক্যাপিটল হিলের মতো হামলা বোলসোনারোর সমর্থকদের

ওয়াশিংটন ঃ এবার ব্রাজিলে ঘটল ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারিতে মার্কিন পার্লামেন্ট ক্যাপিটল হিলে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উগ্র সমর্থকদের মতো হামলার ঘটনা।
লাতিন আমেরিকার দেশটির সাবেক প্রেসিডেন্ট জাইর বোলসোনারোর সমর্থকরা ব্রাজিলের কংগ্রেস ভবন, প্রেসিডেন্ট প্রাসাদ এবং সুপ্রিমকোর্ট দখল করে নিয়েছেন।
৮ জানুয়ারি বোলসোনারোর সমর্থকদের এমন কাজের পর প্রেসিডেন্ট লুলা ডা সিলভা দেশটির ফেডারেল বাহিনীকে রাজধানীর নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব দিয়েছেন। খবর রয়টার্সের।
২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থকরা যেভাবে দেশটির ক্যাপিটল হিলে অবস্থিত কংগ্রেস ভবনে হামলা চালিয়েছিল, সেভাবেই দুই বছরে মাথায় ব্রাজিলে এমন হামলা হলো।
বোলসোনারোকে হারিয়ে তৃতীয়বারের মতো ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট হওয়া লুলা ডা সিলভা ২০২৩ সালের ১ জানুয়ারি শপথ নেন।
এ হামলার উসকানিদাতা হিসেবে বোলসোনারোকেই দায়ী করেছেন লুলা ডা সিলভা। লুলার দাবি– সর্বশেষ নির্বাচনে জালিয়াতি হয়েছে এমন ভিত্তিহীন অভিযোগ এনে নতুন করে নির্বাচন দাবি করার জন্য বোলসোনারো তার সমর্থকদের উত্তেজিত করেছেন।
এ ঘটনার পর এক সংবাদ সম্মেলনে লুলা বলেছেন, এ দুর্বৃত্তরা যাদের আমরা বলতে পারি উন্মাদ-ফ্যাসিস্ট, তারা এমন কাজ করেছে, যা আমাদের দেশের ইতিহাসে কখনই ঘটেনি। সাও পাওলোতে

যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বয়স্ক নারী মারা গেলেন ১১৫ বছর বয়সে (ছবি আছে ইন্টার পিকচার নং-০৮)
ঢাকা ডেস্ক, ৮ জানুয়ারি : প্রয়াত হলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বয়স্ক নারী বেসি হেনড্রিকস। তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজনকারী ল্যাম্প অ্যান্ড পাওয়ারস ফিউনারেল হোম জানিয়েছে, বেসি হেনড্রিকস মঙ্গলবার ১১৫ বছর বয়সে আইওয়া লেক সিটিতে মারা যান। হেনড্রিকস ১৯০৭ সালের ৭ নভেম্বর অবার্ন, আইওয়ার কাছে বেসি লরেনা নামে জন্মগ্রহণ করেন। জেরোন্টোলজি রিসার্চ গ্রুপের মতে, মৃত্যুর সময় তিনি ছিলেন আমেরিকার সবচেয়ে বয়স্ক বাসিন্দা । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেবার এক দশকেরও বেশি আগে ১৯৩০ সালে পল হেনড্রিকসকে বিয়ে করেন বেসি। তার আগে তিনি একজন শিক্ষক হিসাবে কাজ করতেন । বিয়ের ৬৫ বছর পর ১৯৯৫ সালে তার স্বামী মারা যান। বেসি হেনড্রিক্স ১০২ বছর বয়স পর্যন্ত তার নিজের বাড়িতেই থাকতেন। পরে তিনি সিনিয়র কেয়ার সেন্টারে চলে আসেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি সেখানে বসবাস করতেন।

অন লাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

ঘন কুয়াশার কারণে ঢাকার ৭ ফ্লাইট গেল কলকাতা

ঢাকা ডেস্ক,ঘন কুয়াশার কারণে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নামতে না পেরে ভারতের কলকাতার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেছে সাতটি ফ্লাইট।
জানা গেছে, বিভিন্ন দেশ থেকে মোট সাতটি আন্তর্জাতিক বিমান রবিবার (৮ নভেম্বর) সকালে ঢাকায় অবতরণ করার কথা ছিল। কিন্তু ঘন কুয়াশার কারণে এই সাতটি বিমানকেই ঘুরিয়ে কলকাতা বিমানবন্দরে অবতরণ করানো হয়েছে।
এগুলো হলো- জাজিরা এয়ারওয়েজ বিমান জে-৯৫৩১, বিমান বাংলাদেশ বিজি-৩৫০, কুয়েত এয়ারওয়েজ বিমান, এয়ার আরবিয়া বিমান, ইউএস বাংলা, গালফ এয়ার ফ্লাইট, সালাম এয়ার বিমান।
কলকাতা বিমানবন্দর সূত্রের খবর, যাত্রীরা সকলে নিরাপদে আছেন। আবহাওয়ার উন্নতি হলেই ফের কলকাতা থেকে ওই সাতটি বিমানই ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দেবে।

বন্ধ থাকার পর স্বাভাবিক হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের বিমান চলাচল

ওয়াশিংটন ঃ ফ্লাইট নিয়ন্ত্রণব্যবস্থায় কারিগরি ত্রুটির কারণে বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে সব অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট উড্ডয়ন বন্ধ রাখা হয়েছিল। তবে ত্রুটি সারিয়ে উড়োজাহাজ চলাচল ব্যবস্থা পুনরায় স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে দেশটিতে।যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল অ্যাভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের-এফএএ পক্ষ থেকে এক টুইটার বার্তায় জানানো হয়, ‘গতরাতে নোটিস টু এয়ার মিশন-এনওটিএএম সিস্টেমের বিভ্রাটের কারণে যে ‘গ্রাউন্ড স্টপ’ জারি করা হয়েছিল তা তুলে নেওয়া হয়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে ধীরে ধীরে বিমান চলাচল ব্যবস্থা স্বাভাবিক হচ্ছে। কী কারণে ওই বিভ্রাট দেখা দিয়েছিল আমরা তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি।’
স্থানীয় সময় (ইটি) সকাল সাড়ে ৮টার কিছুক্ষণ আগে নিউয়ার্ক এবং আটলান্টা বিমানবন্দরে উড়োজাহাজ চলাচল শুরু করার মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে পুনরায় বিমান চলাচল কার্যক্রম স্বাভাবিক করার কাজ আরম্ভ হয় বলেও জানায় এফএএ। এনওটিএএম সিস্টেমে এমন একটি ত্রুটি দেখা দিয়েছে যেটি পাইলটদের বারবার ফ্লাইট রুটে সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করছিল। যে কারণে এফএএ যুক্তরাষ্ট্রের সব অভ্যন্তরীণ রুটে ফ্লাইট চলাচল বন্ধ রাখার নির্দেশ জারি করেছিল।

www.jonmobhumi.com

‘৯৩ আমেরিকা’র উৎসবমুখর শীতকালীন উৎসব

নিউইয়র্কে ঃ নিউইয়র্কে আনন্দঘন, উৎসবমুখর ও জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে ‘৯৩ আমেরিকা’র শীতকালীন উৎসব ও পারিবারিক মিলনমেলা। কুইন্স প্যালেস পার্টি হলে গত ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় ‘৯৩ আমেরিকা’র মনোমুগ্ধকর এ পুনর্মিলনী। বাংলাদেশ থেকে ১৯৯৩ সালে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় পাশ করা যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসীরা ফেসবুক মাধ্যমে গড়ে তোলেন ‘৯৩ আমেরিকা’ নামের এ প্লাটফর্মে। ওই আয়োজনে ’৯৩ ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের পরিবারের সদস্যরা অংশ নেন। অতিথিরা ছাড়াও আমেরিকার বিভিন্ন স্টেট থেকেও সংগঠনটির সদস্যরা স্বপরিবারে যোগ দেন।

অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন ‘৯৩ আমেরিকা’র অন্যতম সদস্য মো. খায়রুল ইসলাম ও শারমিনা সিরাজ সোনিয়া। তাদের সহযোগীতায় ছিলেন বন্ধু রাবু বিল্লাহ ও রবিন খান। অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, র‌্যাফেল ড্র, পুরস্কার বিতরণ সহ ছিল নানা আয়োজন। সাংস্কৃতিক পর্বে ছিল জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী দিনাত জাহান মুন্নী, শাহ মাহবুব সহ অন্যদের জমকালো পরিবেশনা।

বন্ধু আশিক মাহমুদের পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর আমেরিকা ও বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন এলাকা থেকে এদিন সন্ধ্যায় ‘৯৩ আমেরিকা’ সদস্য এবং অতিথিরা উপস্থিত হতে থাকেন কুইন্স প্যালেসের সুপরিসর হলে। প্রায় শতাধিক বন্ধু তাদের পরিবার ও আমন্ত্রিত অতিথিদের নিয়ে বর্নাঢ্য আয়োজনে উদযাপন করে শীতকালীন এ উৎসব। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের আগে সকলকে এপিটাইজার পরিবেশন করা হয়। পরে অতিথিদের সাথে নিয়ে ‘৯৩ আমেরিকা’ সদস্যরা বেলুন উড়িয়ে উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

সূচনা বক্তব্যে ‘৯৩ আমেরিকা’ অন্যতম এডমিন বন্ধু জাকারিয়া আগত বন্ধু এবং অতিথিদের স্বাগত জানানোর পর একে একে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন বন্ধু মাহবুব, সুয়েব, মাসুদ সিরাজি, শাহ্ ফরিদ, পুতুল, তপন, সুজন, শাহাদাত, মাসুম, অলি, সামাদ, সাহেল, শহীদুল, পিন্টু প্রমুখ। বাফেলো, ভার্জিনিয়া, ডিসি, নিউজার্সি, নর্থ ক্যারোলিনা সহ অন্যান্য স্টেট থেকে আগত বন্ধুদের ফুলের তোড়া ও শুভেচ্ছা উপহার দিয়ে বরণ করে নেন অর্গানাইজিং টিমের সদস্য ও ‘৯৩ আমেরিকা’ বন্ধুরা। ‘৯৩ আমেরিকা’র বন্ধু মো. খায়রুল ইসলাম সকলকে স্বাগত জানান। সমাপনী বক্তব্যে বন্ধু আশিক মাহমুদ নিউইয়র্কের বাইরেও এমন অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রস্তাবনা রাখেন।

আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ডা. চৌধুরী সারোয়ার হাসান, এটর্নি মঈন চৌধুরী, রিয়েলেটর নুরুল আজিম, প্রমোটার আলমগীর খান আলম, দুলাল বহেদু, আকাশ রহমান, আরিফ আহমেদ চৌধুরী, কাজী আমিনুল ইসলাম স্বপন, আহসান হাবিব প্রমুখ।

উৎসবে অংশগ্রহণকারি অতিথিদের শুভেচ্ছা উপহার ও শিশুদের সৌজন্য পুরস্কার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে আগত বন্ধুদের উপস্থিত জীবনসঙ্গীর হাতে তুলে দেয়া হয় শীতের চাদর ও স্কার্ফ।

নিউইয়র্কে বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি’র নতুন কমিটির শপথ

শপথ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৩০ ডিসেম্বর নিউইয়র্কে ব্রুকলিনের কুনিআইল্যান্ড অ্যাভিনিউর পাঞ্জাব রেস্টুরেন্টে এ শপথ অনুষ্ঠিত হয়। কর্মকর্তাদের শপথবাক্য পাঠ করান প্রধান নির্বাচন কমিশনার হেলাল সোহেল। তাঁকে সহযোগিতা করেন নির্বাচন কমিশনের সদস্যবৃন্দ। অনুষ্ঠানে সোসাইটির ট্রাস্টি, উপদেষ্টা ও কর্মকর্তাবৃন্দসহ বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বৃহত্তর নোয়াখালীবাসী অংশ নেন।

অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে বিদায়ী কমিটির নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। শপথগ্রহণ শেষে সোসাইটির নবনির্বাচিত সভাপতি নাজমুল হাসান মানিকের সভাপিতেত্ব ও সেক্রেটারি ইউসুফ জসিমের সঞ্চালনায় ট্রাস্টি, উপদেষ্টা ও কর্মকর্তাদের মধ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বিদায়ী সেক্রেটারি জাহিদ মিন্টু, খোকন মোশারফ, রমেশ চন্দ্র দেবনাথ, নজীর ভাণ্ডারী, ছালামত উল্যা, তাজু মিয়া। সভাপতির বক্তব্যে নাজমুল হাসান মানিক নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশন ও সদস্যদের (ভোটার) ধন্যবাদ জানান। শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য নোয়াখালীবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। এসময় তিনি সংগঠন পরিচালনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার প্রত্যয় ব্যাক্ত করেন।

বাঙ্গালি আমেরিকান খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের বড়দিন পূর্ণমিলনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্টদূত

ওয়াশিংটনঃ৩১ ডিসেম্বর বাঙ্গালি আমেরিকান খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন -ইঅঈঅ কর্তৃক আয়োজিত বড়দিন পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্টের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের বাঙালি খৃষ্টানদের এক মিলন মেলার আয়োজন করা হয়. এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মূহাম্‌দ ইমরান, যুক্তরাষ্টে নিযুক্ত বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্টদূত। যুক্তরাষ্টে বসবাসরত বাংগালি খৃষ্টানদের কোনো বড় ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এই প্রথমবারের মতো রাষ্টদূত্বের উপস্থিতি সকলকে ধন্য করেছে। মূলত ইঅঈঅ প্রতি বছরই মেরিল্যান্ড, ভার্জিনিয়া ওয়াশিংটন ডিসি স্টেটগুলোতে বসবাসরত বাংগালি খৃষ্টানদের নিয়ে এই বড়দিন পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান আয়োজন করে থাকে। বিশ্ব মহামারী পড়ারফ এর কারণে বিগত দুইটি বছর আয়োজন করা সম্ভব হয়নি. আর তাই এবারের অনুষ্ঠানে তিন স্টেটে বসবাসরত বাঙালি খ্রীষ্টান ছাড়াও বিভিন্ন স্টেট থেকে আগত অতিথিদের উপস্থিতিতে ঝঃ ঈধসসরষঁং চার্চের ঝঃ ঈধসরষষধ হল রুমটি ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। দুইদেশের জাতীয় সংগীত এবং বিশেষ প্রার্থনার মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়. সংগঠনের প্রেসিডেন্ট উড়সরহরপ জবমড় উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানান এবং সেইসাথে তিনি মহামান্য রাষ্ট্রদূতকে মঞ্চে আহ্বান জানান। সংগঠনের কার্যকরী পরিষদ, উপদেষ্টা পরিষদ, বিগত সময়ের প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারিদের নিয়ে মহামান্য রাষ্ট্রদূত বড়দিনের কেক কাটার মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্ভোধন করেন। তিনি শুভেচ্ছা বক্তব্যে বলেন ধর্ম যার যার কিন্তু উৎসব সবার। আমাদের সব সময়ই সংগবদ্ধ থাকতে হবে, আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে সম্মিলিতভাবে আমাদের প্রজন্মের কাছে উপস্থাপন করতে হবে তিনি আরো আশ্বাস দেন ভবিষ্যতে আমরা আরো একত্রিত থেকে বাংলাদেশের জাতীয় দিবস গুলোকে উৎযাপন করবো। মহামান্য রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের বিভিন্ন উন্নয়নের কথাও তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে কেক কাটা , শুভেচ্ছা বক্তব্য , বার্ষিক মুখপত্র আকাঙ্খা উদ্বোধন সম্পন্নের পর ঝঃ ঈধসরষষঁং চার্চের পালক ফাদার ইৎরধহ ঔড়ৎফধহ এর উপস্থিতিতে সিনিয়র লেভেলে ঐরময ংপযড়ড়ষ থেকে যারা গ্রাজুয়েট হযেছেন সেই সকল ংঃঁফবহঃং দের ঝঅঞ

এবারের ইনকাম ট্যাক্স রিটার্নে নতুন যা থাকছে

ইনকাম ক্রেডিট বেড়েছে, চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিটে এসেছে বড় ধরনের পরিবর্তন

লাইসেন্সড প্রেক্টিশনার, এনরোলমেন্ট এজেন্ট মোহাম্মদ হাসেম। খবর ইউএসএনিউজঅনলাইন.কম’র।

আইআরএস সূত্র উদ্ধৃত করে মোহাম্মদ হাসেম ইউএসএনিউজঅনলাইন.কমকে জানান, এবছর যাদের এক বা একাধীক সন্তান রয়েছে তাদের আর্নড ইনকাম ক্রেডিট বেড়েছে। কিন্তু সন্তানহীনদের ক্ষেত্রে আর্নড ইনকাম ক্রেডিট কমেছে।

এবার এক সন্তানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ আর্নড ইনকাম ক্রেডিট প্রদান করা হবে ৩৭৩৩ ডলার। গত ট্যাক্স বছরে এক সন্তানের জন্য সর্বোচ্চ আর্নড ইনকাম ক্রেডিট ছিল ৩৬১৮ ডলার।

এ ট্যাক্স সিজনে দুই সন্তানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ আর্নড ইনকাম ক্রেডিট প্রদান করা হবে ৬১৬৪ ডলার। ২০২১ ট্যাক্স বছরে দুই সন্তানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ আর্নড ইনকাম ক্রেডিট ছিল ৫৯৮০ ডলার।

এ বছর তিন বা ততোধিক সন্তানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ আর্নড ইনকাম ক্রেডিট প্রদান করা হবে ৬৯৩৫ ডলার। ২০২১ ট্যাক্স বছরে তিন বা অধিক সন্তানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ আর্নড ইনকাম ক্রেডিট ছিল ৬৭২৮ ডলার।

২০২২ ট্যাক্স বছরে সন্তানহীনদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ আর্নড ইনকাম ক্রেডিট প্রদান করা হবে ৫৬০ ডলার। যা ২০২১ ট্যাক্স বছরে ছিল সর্বোচ্চ ১৫০২ ডলার।

তবে ইনকাম লেভেলের উপর আর্নড ইনকাম ক্রেডিট নির্ভর করছে। ম্যারিড ফাইলিং জয়েন্টলী সন্তানহীনদের ক্ষেত্রে যদি ইনকাম লেভেল ২২৬১০ ডলারের নিচে, এক সন্তানের ক্ষেত্রে ইনকাম লেভেল ৪৯৬২২ ডলারের নিচে, দুই সন্তানের ক্ষেত্রে ইনকাম লেভেল ৫৫৫২৯ ডলারের নিচে এবং তিন বা ততোধিক সন্তানের ক্ষেত্রে ইনকাম লেভেল ৫৯১৮৭ ডলারের কম হয় তাহলে সংশ্লিষ্টরা আর্নড ইনকাম ক্রেডিটের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন।

আর্নড ইনকাম ক্রেডিটের ক্ষেত্রে সন্তানের বয়স ১৯ থেকে ২৪ বছর হলে অবশ্যই ফুল টাইম স্টুডেন্ট হতে হবে। অন্যথায় আর্নড ইনকাম ক্রেডিট পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হবে না।

আইআরএস’র বরাত দিয়ে ট্যাক্স রিটার্ন সম্পর্কে ইউএসএনিউজঅনলাইন.কমকে অভিজ্ঞ আইআরএস লাইসেন্সড প্রেক্টিশনার মোহাম্মদ হাসেম আরও জানান, এ ট্যাক্স সিজনে চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিটে বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে। এ ক্ষেত্রে এবার প্রতি সন্তানের জন্য সর্বোচ্চ চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট নির্ধারণ করা হয়েছে ২০০০ ডলার, তার মধ্যে ১৫০০ ডলার রিফান্ড্যাবল ক্রেডিট। গত ট্যাক্স সিজনে ৬ বছরের কম বয়সী সন্তানের জন্য ট্যাক্স ক্রেডিট ছিল ৩৬০০ ডলার এবং ৬ বছর থেকে ১৮ বছরের কম বয়সী সন্তানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট ছিল ৩০০০ ডলার।

এনরোলমেন্ট এজেন্ট মোহাম্মদ হাসেম ইউএসএনিউজঅনলাইন.কমকে আর জানান, প্রতি বছরই ট্যাক্স আইন, বিধি-বিধান পরিবর্তন, আপডেট হয়। সঠিক, নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং করার জন্য আইআরএস সিস্টেম, অ্যাপ্লিকেশন এবং ডাটাবেসও প্রতি বছর আপডেট হয়। নির্ভুল ট্যাক্স রিটার্নে সহায়তা দিতে পারেন দক্ষ. অভিজ্ঞ, যোগ্যতাসম্পন্ন ট্যাক্স প্রস্তুতকারীরা।

এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে যোগাযোগের অনুরোধ জানিয়েছেন মোহাম্মদ হাসেম, আইআরএস লাইসেন্সড প্রেক্টিশনার, আইআরএস এনরোলমেন্ট এজেন্ট, আইআরএস সার্টিফাইয়িং এক্সসেপ্টেন্স এজেন্ট, এমবিএ ইন একাউন্টিং, কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেস। জ্যাকসন হাইটস অফিস : ৩৭-২০, ৭৪ স্ট্রিট (২য় তলা), জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক ১১৩৭২, ফোন : ৭১৮-২০৫-৬০৪০, ৭১৮-২০৫-৬০১০; জ্যামাইকা অফিস : ১৬৭-১৮ হিলসাইড এভিনিউ (২য় তলা), জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩২, ফোন : ৯২৯-৩৯৯-২০০৪, ৯২৯-৩৯৯-২০০৭ এবং বাফেলো অফিস : ১১১৪ ওয়ালডেন এভিনিউ, বাফেলো, নিউইয়র্ক ১৪২১১, ফোন : ৯১৭-৮২১-৪৮৯৭। যুক্তরাষ্ট্র।

জাতিসংঘে তিন সংস্থার নির্বাহী বোর্ডের ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত

রাষ্ট্রদূত। এটি বাংলাদেশকে বোর্ডের অন্যান্য সদস্য এবং জাতিসংঘের এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের নেতৃত্বের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে এবং তাদের কাজের কৌশলগত দিকনির্দেশনা প্রদান করতে সক্ষম করবে। এ খবর জানিয়েছে মার্কিন সংবাদমাধ্যম বাংলা প্রেস।

ইউএনডিপি, ইউএনএফপিএ এবং ইউএনওপিএসের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে জাতিসংঘের উন্নয়ন এজেন্ডাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট ম্যান্ডেট রয়েছে। ইউএনডিপি দারিদ্র্য বিমোচন এবং টেকসই উন্নয়নের উপর প্রাথমিক ফোকাস সহ জাতিসংঘের বৃহত্তম সংস্থা। ইউএনএফপিএ জনসংখ্যা এবং পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে কভার করে, ইউএনওপিএস শান্তি, উন্নয়ন এবং মানবিক বিষয়গুলির মধ্যে ক্রস-কাটিং এলাকায় কাজ করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিশ্ব উন্নয়ন এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য জাতিসংঘের সংস্থা এবং তাদের নির্বাহী বোর্ডের সাথে একত্রে কাজ করার দৃঢ় উত্তরাধিকারের কারণে বাংলাদেশ যে আস্থা ও আত্মবিশ্বাস উপভোগ করেন তারই ধারাবাহিকতায় একটি প্রদর্শন হিসাবে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। উল্লেখ্য, রাষ্ট্রদূত মুহিত জাতিসংঘ শান্তি বিল্ডিং কমিশনের বর্তমান চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন

সার্টিফিকেট বিতরণ করেন , অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন এডুকেশনাল সেক্রেটারি তেরেজা গোমেজ। সংগঠনের কালচারাল সেক্রেটারি মৌসুমী রোজারিও ও বিশ্বাসের তত্বাবধানে অনুঠানের উপস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন অ্যান্ড্রু বিরাজ এবং সুজান গোমেজ। কীর্তন প্রোগ্রাম লটারী এমনকি ১২:০১ মিনিটে ঘব ণিবধৎ পবষবনৎধঃরড়হসহ দলীয় সংগীত , ছোট ছোট সোনামনিদের বড়দিনের বিশেষ গীতিনাট্য সব মিলিয়ে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের প্রধান সমন্বয়ক ও সঞ্চালক ছিলেন সংগঠনের জেনারেল সেক্রেটারি জনি জন গোমেজ। বড়দিনের পিঠা পায়েস, কেক ঐতিহ্যবাহী বাংলা খাবার চটপটিসহ নানান দেশীয় খাবারের আয়োজন ছিল উল্লেখ করার মতো। বর্তমান প্রজন্মের ব্যান্ড দল বিদ্রোহের উপস্থাপনা ছিল উপভোগ করার মতো। নতুন বছর সবার জীবনে যেন সুখ শান্তি বয়ে নিয়ে আসে এই প্রত্যাশা নিয়ে সবাই নিজ নিজ গৃহে ফিরে যান।

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

অন লাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

১ পৃষ্ঠার পর

থেকেই ফিরিয়ে দেয়া হয়। কর্তব্যরত কর্মচারীরা জানান, এমডির দেয়া তালিকায় থাকা সাংবাদিকরা ছাড়া ওয়াসা ভবনে কেউ প্রবেশ করতে পারবেন না।

জানা যায়, ওয়সা ভবনের নিজ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে তাকসিম এ খান জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রে তার ১৪টি বাড়ি থাকার বিষয়ে একটি জাতীয় পত্রিকায় যে সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে সেটি সত্য নয়। সেখানে শুধু একটি বাড়ি তার স্ত্রীর নামে কেনা হয়েছে বলেও তিনি জানান। এ সময় যুক্তরাষ্ট্রে ১৪টি বাড়ি কেনা সংক্রান্ত খবরকে মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত দাবি করে তিনি এমন খবর প্রকাশ করায় আইনি পদক্ষেপ নেয়ারও হুমকি দেন।

বাংলাদেশে নিজের এক টাকার কোনো সম্পত্তি নেই জানিয়ে ওয়াসার এমডি বলেন, জীবনে কোনো দিন হারাম পয়সা খাইনি। অসৎ উপায়ে এখন পর্যন্ত এক টাকাও উপার্জন করিনি। আমার যা উপার্জন তা সবার কাছে স্পষ্ট। আয়কর নথিতে আমার সব উপার্জনের তথ্য স্পষ্ট করে উল্লেখ করা আছে। এর বাইরে একটা টাকাও আমি অসৎভাবে আয় করিনি। তাকসিম এ খান বলেন, আমার স্ত্রী-সন্তান সেখানে ওয়েল স্টাবলিস্ট, তাই সেখানে একটি বাড়ি কেনা খুব অসুবিধার কিছু নয়। আমার স্ত্রীর নামেই ওই একটা বাড়ি আছে। সেটাও একটা অ্যাপার্টমেন্ট।

'ওয়াসার তাকসিমের যুক্তরাষ্ট্রে ১৪ বাড়ি!' শিরোনামে সম্প্রতি একটি জাতীয় দৈনিকে খবর প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) প্রকৌশলী তাকসিম এ খান যুক্তরাষ্ট্রের একাধিক শহরে কিনেছেন এসব বাড়ি। সব বাড়ির দাম টাকার অঙ্কে হাজার কোটি ছাড়াবে। দেশ থেকে অর্থপাচার করে তিনি এসব বাড়ির মালিক হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠে। বাড়ি কেনার অর্থের উৎস ও লেনদেন প্রক্রিয়ার তথ্য তালাশে নেমেছে ইন্টারপোলসহ একাধিক গোয়েন্দা সংস্থা। বিপুল পরিমাণ অর্থে একের পর এক বাড়ি কেনার ঘটনায় দেশটির গোয়েন্দা তালিকায় সন্দেহভাজন হিসেবে তাকসিমের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সম্প্রতি এ বিষয়ে দু'টি অভিযোগ জমা পড়ে দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক)। অভিযোগে কিছু বাড়ির সুনির্দিষ্ট ঠিকানা, ছবি, কোন বাড়ি কখন, কত টাকায় কেনা, তা উল্লেখ করা হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে দুর্নীতি দমন কমিশনকে (দুদক) জোরেশোরে অনুসন্ধানের নির্দেশ দেন হাইকোর্ট। এ সময় দুদক দুর্নীতির বিষয়ে কী ব্যবস্থা নিয়েছে তা আগামী ১৫ দিনের মধ্যে হাইকোর্টে দাখিলের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে দুদক চেয়ারম্যান গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, আমি এখনো প্রতিবেদনটি পড়িনি। অভিযোগের কিছু শক্ত ভিত্তি থাকতে পারে। তাকসিমের বিরুদ্ধে দুদকের কাছে পৃথক তিনটি তদন্ত বিচারাধীন রয়েছে। দুদক চেয়ারম্যান বলেন, চলমান তদন্তে নতুন অভিযোগ যোগ করা হবে। আলাদা কোনো তদন্ত শুরু করার প্রয়োজন নেই। তিনি বলেন, যদি সর্বশেষ তথ্যের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যের প্রয়োজন হয়, আমরা সাহায্য চাইব।

২০০৯ সালে ঢাকা ওয়াসার এমডি হিসেবে নিয়োগ পান প্রকৌশলী তাকসিম এ খান। এরপর ধাপে ধাপে সময় বাড়িয়ে তিনি এখনো বহাল তবিয়তে রয়েছেন। বিতর্কিত তাকসিম এ খানের পুনর্নিয়োগের ক্ষেত্রেও বিধি মানা হয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে। গুলশান-২-এর ৫৫ নম্বর সড়কে সরকারি বাসভবনে তিনি থাকেন না। তিনি থাকেন নয়াপল্টনে, শ্বশুরবাড়িতে।

ওয়াসা ভবনে সাংবাদিক প্রবেশে বাধার নিন্দা ইউডিজেএফবির: রাজধানীর কাওরান বাজারে অবস্থিত ঢাকা ওয়াসা ভবনে বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের প্রবেশে বাধা দেয়ার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে নগর উন্নয়ন সাংবাদিক ফোরাম বাংলাদেশ (ইউডিজেএফবি)। গতকাল সংগঠনের সভাপতি অমিতোষ পাল ও সাধারণ সম্পাদক সোহেল মামুন এক বিবৃতিতে বলেন, কোনো প্রতিষ্ঠানের সংবাদ সংগ্রহ এবং সংবাদ সম্মেলন কাভারের অধিকার সব সাংবাদিকেরই রয়েছে। কিন্তু ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) প্রকৌশলী তাকসিম এ খান বরাবরই পেশাদার সাংবাদিকদের এড়িয়ে বিভিন্ন সভা-সেমিনার করে থাকেন। অনেক সংবাদ সম্মেলনের কথাই সাংবাদিকদের জানানো হয় না। পছন্দের দু-চারজনকে নিয়ে এসব সংবাদ সম্মেলন করে থাকেন। মঙ্গলবারও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

বিবৃতিতে জানানো হয়, এ দিন ওয়াসার এমডির পূর্ব নির্ধারিত সংবাদ সম্মেলন কাভার করতে গেলে মূল ফটকেই আটকে দেয়া হয় সাংবাদিকদের। একটি বিশেষ তালিকায় নাম থাকা কয়েকজন সাংবাদিক ছাড়া কাউকেই ঢুকতে দেয়া হয়নি। কর্মচারীরা জানান, এ তালিকার বাইরে কাউকে ঢুকতে কর্মকর্তারা নিষেধ করেছেন।

বিবৃতিতে আরো বলা হয়, একটি সরকারি সংস্থার সংবাদ সম্মেলন কাভার করতে যাওয়া সাংবাদিকদের গেট থেকে ফিরিয়ে দেয়া স্বাধীন সাংবাদিকতার জন্য হুমকি। পেশাগত দায়িত্ব পালনে বাধা দেয়ার শামিল। এর মাধ্যমে ঢাকা ওয়াসা এবং এমডি তাকসিম এ খানের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ উঠেছে তা আরো ঘনীভূত হচ্ছে। তাদের এমন আচরণে সাংবাদিক সমাজ ক্ষুব্ধ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, আমরা আশা করি ওয়াসার এমডি'র শুভ বুদ্ধির উদয় হবে। সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে বাধা না দেয়ারও আহ্বান জানান তারা। এর আগেও পেশাদার গণমাধ্যমের বড় একটি অংশকে পাশ কাটিয়ে ঢাকা ওয়াসার এমডি তাকসিম এ খান সংবাদ সম্মেলন করেন বলে বিবৃতিতে জানানো হয়।

ওয়াসার এমডি তাকসিমের ১৪ বাড়ি তদন্ত হচ্ছে দেশে ও যুক্তরাষ্ট্রে

ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) তাকসিম এ খান। ২০০৯ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে এসে চাকরিতে যোগ দেন। এরপর ১৩ বছর ধরে একই পদে দায়িত্ব পালন করছেন। চাকরির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে আবার মেয়াদ বাড়িয়ে

দিল্লির সঙ্গে টাকায় বাণিজ্য চায় ঢাকা

বলেছে, আন্তর্জাতিক লেনদেনে ভারতীয় মুদ্রা রুপি অন্তর্ভুক্ত করতে চাইলে টাকাকেও বিনিময় মুদ্রা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে দিল্লিকে। এ প্রস্তাব নিয়ে এখন কাজ করছে দুই দেশের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

সূত্র জানায়, সম্প্রতি নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত দুই দেশের বাণিজ্যমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে রুপিতে লেনদেনের প্রস্তাব দেয় ভারত। তখন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি রুপির বিপরীতে টাকায় লেনদেনের প্রস্তাব দেন। এখন দুই পক্ষ বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (এফটিএ) নূর মো. মাহবুবুল হক বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, 'মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে ভারতের পক্ষ থেকে ওরা বলেছে, যেহেতু ডলারের সংকট আছে, রুপিতে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য করা যায় কি না। আমাদের প্রস্তাব ছিল, রুপিতে হলে 'গিভ অ্যান্ড টেক' হবে। অর্থাৎ তাদের বাণিজ্য তারা যদি রুপিতে করে আমাদের বাণিজ্য হবে টাকাতে। এটা রুপি থেকে ডলার, বা ডলার থেকে রুপিতে কনভার্টেবল না হয়ে, রুপি থেকে টাকা এবং টাকা থেকে রুপিতে কনভার্ট হবে। এটা করলে ডলারের চাপ কিছুটা কমবে।'ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের পরিমাণ প্রায় ১৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা বর্তমানে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার মোট মজুদের অর্ধেকেরও বেশি। দুই দেশের মধ্যে টাকা-রুপিতে লেনদেন প্রক্রিয়া চালু হলে রিজার্ভের প্রায় অর্ধেক পরিমাণ ডলার বেঁচে যাবে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক সূত্রে জানা গেছে, সোমবার এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের (আকু) দায় পরিশোধের পর দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩২ দশমিক ৫১ বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে। গত ৪ জানুয়ারি রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ৩৩ দশমিক ৭৮ বিলিয়ন ডলার। মাত্র দুই মাসের দায় পরিশোধে ১ বিলিয়ন ডলারের বেশি মজুদ ব্যয় হয়েছে। এই দায়ের প্রায় সবটাই ভারত থেকে আমদানি ব্যয়। অল্প কিছু দায় আছে পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, মিয়ানমার, ইরান ও মালদ্বীপের। বাংলাদেশসহ এই দেশগুলো আকুর সদস্য।

ব্যবসা গুটিয়ে নিচ্ছে বিদেশি এয়ারলাইনস

এয়ারলাইনস কোম্পানিগুলো। গত এক বছরে ফ্লাইটের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে এনেছে। টিকিট বিক্রির অর্থ বাবদ ৩০০ মিলিয়ন ডলার আটকা পড়েছে ব্যাংকগুলোতে। জ্বালানি তেল জেট ফুয়েল কেনার জন্য অর্থ আনতে হচ্ছে নিজ নিজ দেশ থেকে। এসব কারণে ফ্লাইট কমিয়েছে এসব এয়ারলাইনস। আর এসব কিছুর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে পর্যটনশিল্প, বিদেশগামী যাত্রী, পরিবহন ব্যয় ও ট্রাভেল এজেন্সির ব্যবসায়।

বাংলাদেশে ফ্লাইট পরিচালনাকারী অধিকাংশ বিদেশি এয়ারলাইনস টিকিট বিক্রির অর্থ বাংলাদেশি মুদ্রায় স্থানীয় ব্যাংকে জমা রেখেছে। গত বছর মার্চ থেকে তারা নিজ দেশে অর্থ পাঠাতে পারছে না। ১০ মাসে এসব এয়ারলাইনসের প্রায় ৩০০ মিলিয়ন ডলার আটকা পড়েছে। এ ছাড়া এসব কোম্পানির এয়ারক্রাফটের জন্য ইনওয়ার্ড রেমিট্যান্সের মাধ্যমে নিজ দেশ থেকে ডলার এনে বাংলাদেশ থেকে কেনা জেট ফুয়েলের মূল্য পরিশোধ করতে হচ্ছে। এসব কারণে কোম্পানিগুলো ধীরে ধীরে বাংলাদেশ থেকে ব্যবসা গুটিয়ে নিচ্ছে।

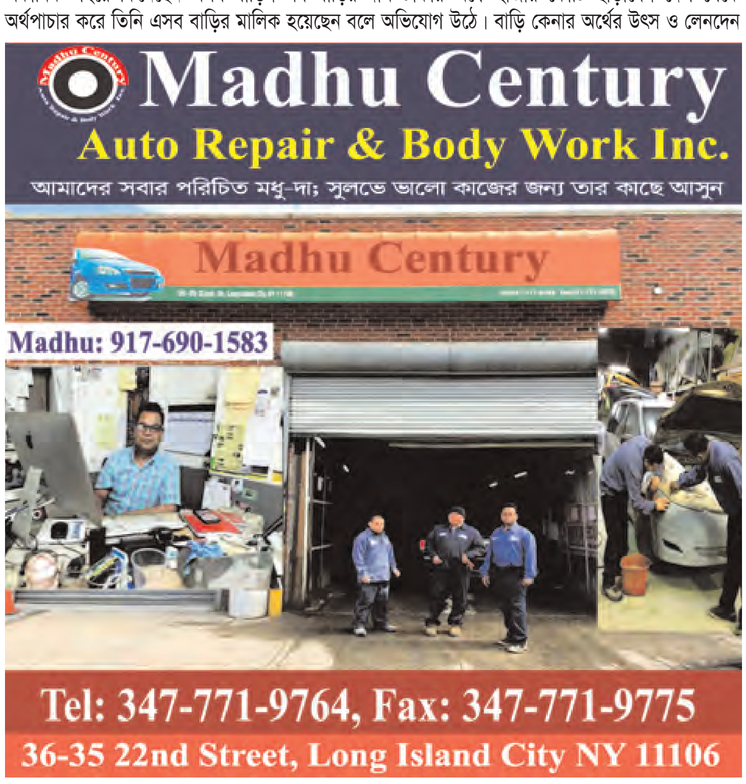

বাসা ভাড়া দেওয়া হবে
২৪-৩৪ বাটলার স্ট্রীট, ইস্ট এলমার্স্ট, নিউইয়ার্ক ১১৩৬৯
০২ বেড রুম (১ম তলা)
০১ বেড রুম (২য় তলা)
০৩ বেড রুম (বেইসমেন্ট)
০৪ টি গাড়ী পার্কিং এর ব্যবস্থা আছে
ফোন নাম্বার: ৯২৯-৩২৮-৯১৯২

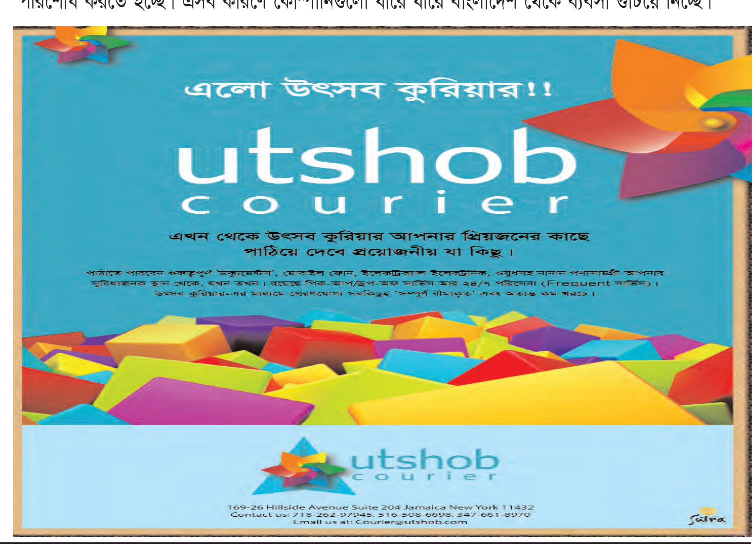

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২ ÷ ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

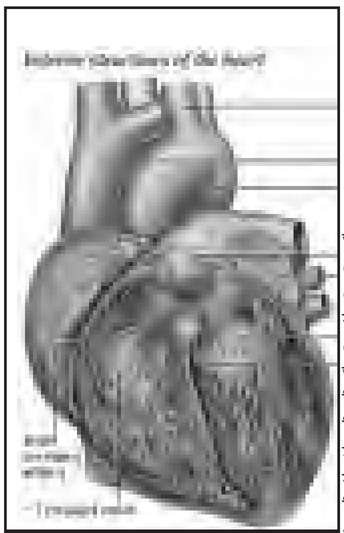

স্বাস্থ্য

শিশু রক্তশূন্যতায় ভোগে কেন, প্রতিকার

অ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতা। শিশুর শরীরে আরবিসি বা লোহিতকণিকার সংখ্যা কমে যায়। এই লোহিতকণিকা ব্রেনে এবং শিশুর সারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে অক্সিজেন সরবরাহ করে। অস্থিমজ্জায় নতুন নতুন লোহিতকণিকা উৎপন্ন হয় এবং তা রক্তপ্রবাহ স্রোতে ছড়িয়ে পড়ে, যেখানে তাদের আয়ুষ্কাল হবে ১২০ দিনের।

শিশুর রক্তশূন্যতায় ভোগার কারণ ও প্রতিকার নিয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের শিশুরোগ বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডা. প্রণব কুমার চৌধুরী।

শিশু রক্তাল্পতায় ভোগে প্রধানত তিন কারণে-

প্রয়োজনমাফিক আরবিসি উৎপন্ন না হয়ে থাকলে

নবজাতক শিশু উচ্চমাত্রার হিমোগ্লোবিন ও লোহিতকণিকা নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়। তবে দুই মাস বয়সে এসে তা নিচু মাত্রায় চলে আসে। এরপর সিগন্যাল পেয়ে বেশি আরবিসি উৎপাদনের প্রক্রিয়া চলে। এই সময়ের নির্দোষ অ্যানিমিয়া ক্ষতিকর নয়। কোনো ওষুধের চিকিৎসা লাগে না, শুধু মায়ের দুধপানই যথেষ্ট।

দেহে যখন সুস্থ আরবিসি তৈরি হয় না, তখনও এ সংকট সৃষ্টি হয়; যেমন- আয়রন বা অন্যান্য উপাদানের ঘাটতিজনিত কারণে। দুই বছরের কম বয়সী শিশু এবং বয়ঃসন্ধিকালে শিশু অ্যানিমিয়ার প্রধানত আয়রন ঘাটতিজনিত কারণে হয়ে থাকে। বিশেষ করে কন্যাশিশুর যখন মাসিক শুরু হয়।

ফলিক এসিড ও বি-১২ ভিটামিনের অভাবে অ্যানিমিয়া হয়। শিশু বয়সের আন্ত্রিক অসুখ সিলিয়াক ডিজিজে ভোগা রোগী এ অবস্থায় পতিত হয়।

অস্থিমজ্জা যখন রক্তকণিকা তৈরি করতে পারে না, রক্তাল্পতার লক্ষণ নিয়ে সূচিত হয়। এ এক ভয়াবহ অসুখ। এর নাম অ্যাপ্লাসটিক অ্যানিমিয়া। ক্রাইসিস নিয়েও প্রকাশ পেতে পারে। ফ্যানকোনি ও টিইসি- এগুলোও এর অন্য রূপ।

দীর্ঘমেয়াদি অসুখে ভোগা শিশু রক্তস্বল্পতায় পড়ে। ক্রোনিক কিডনি, হাইপোথাইরয়ডিজম, এডিসনস ডিজিজ, পিটুইটারি গ্রন্থির সমস্যা, যেখানে আরবিসি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় হরমোন মেলে না, এই অসুবিধা নিয়ে আসে। সিসা পয়জনিংয়ের শিকার হলে শিশু রক্তশূন্যতায় ভোগে। হিমোগ্লোবিনের আয়রন অংশজাত হিম তৈরিতে বিষাক্ত সিসা বাধা দেয়।

লোহিতকণিকা যদি ভেঙ্গে যায়

অন্য নাম হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া। নানাবিধ কারণে উৎপন্ন হওয়ার অল্প সময়ের মধ্যে লোহিতকণিকা নষ্ট হয়ে যায়।

ইনফেকশন, ড্রাগস, সর্প দংশন, বার্ন।

ক্রোনিক লিভার ডিজিজ। মা বা বাচ্চার ব্লাড গ্রুপে গরমিল আর এইচ রক্ত গ্রুপের প্রতিক্রিয়াজনিত।

সিকেল সেল অ্যানিমিয়া, থ্যালাসেমিয়া, জি সিক্স পিডির অভাব।

উচ্চ রক্তচাপ, প্লীহা স্ফীতি।

রক্তপাতজনিত কারণে

ইনজুরি, বেশি রক্তস্রাব, পাকস্থলী-আন্ত্রিক রক্তপাত।

কৃমির সংক্রমণ, বিশেষ করে বক্র কৃমি।

রক্তপাতজনিত অসুখ-হিমোফাইলিয়া।

রোগচিহ্ন

ফ্যাকাশে ভাব ত্বকে, ঠোঁটে, হাতে-পায়ের তালুতে।

খিটখিটে মেজাজ, অতিশয় ক্লান্তি, মাথা ঘোরা, বুক ধড়ফড় করা।

কারণ অনুযায়ী অন্যান্য লক্ষণ

আয়রন ঘাটতিজনিত অ্যানিমিয়ায় শিশুর অমনোযোগিতা ও দৈহিক বাড়ন ঠিকমতো না হওয়া লক্ষণ নিয়ে আসতে পারে।

জন্ডিস কালো চা রঙের মূত্র, একটুতেই রক্তপাত সমস্যা প্রভৃতি।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা

সিবিসি, ব্লাড স্মিয়ার। ব্লাড আয়রন লেভেল।

হিমোগ্লোবিন ইলেকট্রোফোরেসিস-থ্যালাসেমিয়াতে।

বোনম্যারো-অ্যাপ্লাসটিক অ্যানিমিয়া, লিউকেমিয়ায়।

চিকিৎসা

কারণ অনুযায়ী। আয়রন ঘাটতিজনিত কারণে চিকিৎসক আয়রনসংবলিত ওষুধ লিখে থাকবেন। শিশুর খাবারে আয়রনসমৃদ্ধ আইটেম রাখার পরামর্শ দিতে পারেন। বেশি দুধপান বা দুগ্ধজাত ফর্মুলার ওপর নির্ভরশীল শিশু ফ্যাকাশে হয়ে যায়। তাই তার পরিমাণ কমিয়ে আনতে হবে। ফলিক এসিড বা বি-১২ ভিটামিনের অভাব থাকলে তা দেয়া যেতে পারে।

গ্রামাঞ্চলে শিশু বয়সে অ্যানিমিয়ার প্রধান কারণ ঘন ঘন কৃমির সংক্রমণ। ১০০ বক্র কৃমি শিশু থেকে প্রতিদিন ৩০ সিসি রক্ত চুষে খায়। সুতরাং, নির্দিষ্ট সময় অন্তর কৃমির ওষুধ খাওয়ানো।

শীতে এই ৪ ফল কেন খাবেন?

অধ্যাপক ডা. খাজা নাজিম উদ্দিন ঃ শীতকালে আমাদের দেশে গ্রীষ্মকালের মতো এত বৈচিত্র্যময় ফলমূল মেলে না। তারপর শীতে বেশ কিছু উপকারী ফলমূল পাওয়া যায়।

কমলা: বিটা ক্যারোটিন ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট আছে কমলায়। এটি হজমশক্তি বাড়ায়, সর্দি-কাশি সারায়, মানসিক অবসাদ দূর করে। জ্বর ও ফ্লু-এর সময় কমলা খাওয়া ভালো। কোয়ার পাতলা ত্বকে আঁশ আছে বলে কোষ্ঠকাঠিন্যও কমাবে। কমলার রসে প্রচুর ভিটামিন সি ও ক্যালসিয়াম আছে। রক্তশূন্যতা ও জিভের ঘা সারাতেও কমলা উপকারী।

জলপাই: শীতে প্রচুর জলপাই ওঠে বাজারে। এতে আছে প্রচুর ভিটামিন সি, ভিটামিন ই, লৌহ ও অসম্পৃক্ত চর্বি। ফলে এটি স্থূলতা কমায়, শরীরে উপকারী চর্বি বাড়ায়। বাতের ব্যথা, হাঁপানি উপশমে জলপাই কার্যকর। ফলের তেল বা অলিভ অয়েল হৃৎপিণ্ডের জন্য উপকারী। হৃদ্রোগ ও কোলন ক্যান্সার প্রতিরোধে এই ভোজ্য অলিভ অয়েল বিশেষ ভূমিকা রাখে। আমলকী: ভিটামিন সি-তে ভরপুর আমলকী খেলে দাঁত, চুল, ত্বক ভালো থাকে। এটি খাওয়ার রুচি বাড়ায়। এ ছাড়া কোষ্ঠকাঠিন্য, মাথাব্যথা, অম্ল, রক্তাল্পতা, বমিভাব দূর করতে সাহায্য করে। কমলার তুলনায় আমলকীতে ২০ গুণ বেশি ভিটামিন সি আছে।

বরই: হজমের জন্য এই ফল ভালো। এটি ফাইটোনিউট্রিয়েন্ট সমৃদ্ধ। ফ্লু, হাঁপানি, কোলন ক্যানসার ও বাতের ব্যথা সারাতে বরই বেশ উপকারী। লেখক: অধ্যাপক, মেডিসিন বিভাগ, বারডেম হাসপাতাল, ঢাকা

শীতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় যেসব মসলা

শীতকালে রোগব্যাধি লেগেই থাকে। বিশেষ করে সর্দি, কাশি, গলা ব্যথা, বুকে কফ জমা, শ্বাসকষ্ট, বাতের ব্যথার মতো সমস্যা বেশি বেড়ে যায়। এই সময় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো খুব জরুরি, যাতে শরীর সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে। শীতের সময় দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় এমন কিছু খাদ্য অন্তর্ভুক্ত করুন, যাতে সুস্থ-সবল থাকতে পারেন।শীতের সময় কয়েকটা মসলা খেলেই সুস্থ থাকতে পারবেন। এসব মসলা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে ভূমিকা রাখে। যেমন-

আদা: সর্দি, কাশি, গলা ব্যথার চিকিৎসায় যুগ যুগ ধরে আদা ব্যবহার হয়ে আসছে। আদা শরীর উষ্ণ রাখে। যে কারণে শীতকালে আদা চা পান দারুণ কার্যকর। আদা চা তৈরি করতে আদা থেঁতলে এক কাপ পানিতে দিয়ে ফোটান। এতে এক চামচ মধু মিশিয়ে পান করতে পারেন। গলা ব্যথার জন্য এই পানীয় দারুণ কার্যকর।

দারুচিনি: দারুচিনিও স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব উপকারী। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ দারুচিনি যে কোনও সংক্রমণ এবং প্রদাহ কমাতে পারে। ঠান্ডা আবহাওয়ায় নিজেকে সুস্থ রাখতে দারুচিনি খেতে পারেন।

এক কাপ পানিতে আদা দিয়ে ফোটান। এতে ১/২ চা চামচ দারুচিনি গুঁড়া ও মধু মিশিয়ে পান করুন।

গোলমরিচ: ব্যাকটেরিয়ারোধী বৈশিষ্ট্যের কারণে এই মসলাটি সর্দি, কাশি এবং ফ্লুর বিস্তার প্রতিরোধে সহায়তা করতে পারে। এই মসলা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে এবং রেসপিরেটরি ইনফেকশন থেকে রক্ষা করে।এক কাপ হলুদ দুধে গোলমরিচ গুঁড়ো মিশিয়ে পান করুন। দুধ না খেতে চাইলে চায়ের সঙ্গে গোলমরিচ গুঁড়ো মিশিয়ে খেতে পারেন।

হলুদ: হলুদে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা সর্দি-কাশি এবং ফ্লু প্রতিরোধে সাহায্য করে। এছাড়া, হলুদ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করে এবং অস্থিসন্ধি ভাল রাখে।

এক কাপ পানিতে আদা, এক চা চামচ হলুদ এবং অর্ধেক লেবু দিয়ে পান করুন। সর্দি, কাশিতে এই পানীয় ম্যাজিকের মতো কাজ করে।

তুলসি : তুলসিতে থাকা অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল এবং ব্যথানাশক বৈশিষ্ট্যে শুকনো কাশি-সহ বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যার চিকিৎসায় সাহায্য করে। তুলসি পাতার চা অ্যালার্জিজনিত ব্রঙ্কাইটিস এবং হাঁপানিও নিরাময়ে ভূমিকা রাখে।

এক কাপ পানিতে পাঁচটি লবঙ্গ এবং আটটি তুলসি পাতা দিয়ে ফুটিয়ে নিন। এতে সামান্য লবণ মেশান। কাশি থেকে মুক্তি পেতে প্রতিদিন এটি পান করুন। গলা ব্যথা হলে তুলসি পানিতে কুলিকুচি করতে পারেন।

শ্বাসকষ্ট কেন হয়, কী করবেন?

শীতকালে অনেকেরই শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। শর্দি-কাশি থেকে অনেক সময় এই সমস্যা দেখা দেয়। আবার হাঁপানি ও অ্যাজমা থেকেও এই সমস্যা দেখা দেয়। শীতকালে হাঁপানি-অ্যাজমা রোগীদের অসুখ আরও প্রকট আকার ধারণ করে। শ্বাসকষ্ট শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া, শ্বাস নিতে না পারা, শ্বাস নিতে সমস্যা হওয়া, রেসপিরাটরি ডিসট্রেস নামেও পরিচিত।এই অনুভূতির কোনো শরীরবৃত্তীয় কারণ না থাকলেও শ্বাসকষ্টের কারণে একজন ব্যক্তির এমন অনুভূতি হতে পারে।শ্বাসকষ্ট কেন হয় ও করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়েছেন ইবনে সিনা ডায়াগনস্টিক ও কনসালটেশন সেন্টারের বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞ ডা. মোহাম্মদ আজিজুর রহমান।

শ্বাসকষ্টের কারণ

শর্দি লাগলে অনেকের শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়

হাঁপানি বা অ্যালার্জি থাকলে

শিশুদের যাদের অ্যাডনয়েড সমস্যা থাকে তাদের শ্বাসকষ্ট হয় শীতের সময়

অবস্ট্রাক্টিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া থাকলে

সাইনোসাইটিস, হার্ট ফেইলিওর, নিউমোনিয়া ইত্যাদি রোগ দেখা দিলে

ক্রনিক অবস্ট্রাক্টিভ পালমোনারি ডিজিজ (সিওপিডি)। এছাড়াও বহুবিধ কারণে শ্বাসকষ্টের অনুভূতি হতে পারে। জ্বরসহ বেশ কিছু শারীরিক রোগেও শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোর দহন বা মেটাবলিজম বেড়ে যাওয়ার জন্য নিশ্বাসের হার বেড়ে যায়। হাইপারভেন্টিলেশন সিন্ড্রোমের কারণটা যদিও খুব স্পষ্ট নয়, তবে এটার সঙ্গে উৎকণ্ঠা আর এক ধরনের ভয় পাওয়ার রোগের (প্যানিক ডিসঅর্ডারের) সম্পর্ক আছে। সেই অর্থে এটা মনের রোগ।

ঘুমানোর জন্য বিছানায় শোয়ার পর কিছু ব্যক্তির শ্বাস নিতে অসুবিধা হয়।

নাকের সমস্যা ও অবস্ট্রাক্টিভ স্লিপ অ্যাপনিয়ার কারণে এমন হতে পারে।

করণীয়

হাঁপানি থাকলে হাঁপানির চিকিৎসা করান।

ধূমপান পরিহার করুন। পরোক্ষ ধূমপানও শ্বাসকষ্টের জন্য ক্ষতিকর।

অ্যালার্জি থাকলে অ্যালার্জি সৃষ্টি করে এমন বস্তু (যেমন- ধুলাবালি) ও খাবার (যেমন- গরুর মাংস, ইলিশ মাছ, বাদাম ইত্যাদি) এড়িয়ে চলুন।

শরীরের ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখুন।

ঘর গোছানোর সময় বা বাইরে গেলে ডাস্ট মাস্ক পরে বের হবেন।

বেশি পশমওয়ালা পালিত পশু রাখবেন না।

ঘরবাড়ি সব সময় পরিষ্কার এবং ধুলামুক্ত রাখুন। × পুরোনো ধুলাবালি ঘরে থাকলে পরিষ্কার রাখবেন

যাদের অ্যাডনয়েড সমস্যা আছে তাদের এক ধরণের নাসাল স্প্রে আছে যা ব্যবহার করলে সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

আপনার কথা, আপনার ব্যথা বাংলায় বলুন, বাংলায় শুনুন

Board Certified
Internal Medicine
Pulmonary Medicine
Critical Care Medicine
Also Specialized in Sleep Medicine

ডাঃ সমীর সরকার, এমডি

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন England & America তে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত
Triple Board Certified বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Attending Physician - Jamaica Hospital
134-20 Jamaica Avenue, Jamaica, NY 11418
Tel: 718-206-6742

NYS Tax & Multi- Services, Inc

INCOME TAX
» Individual
» Corporation
» Self-employed (UBER/LYFT/VIA/YELLOW CAB)
» Small Business
» Sales Tax
» Not for Profit Tax

ACCOUNTING
» Financial Statement
» Payroll
» Book-Keeping
» Accounting
» Auditing
» Consulting

AUTHORIZED e-file PROVIDER

BUSINESS FORMATION
» Partnership
» LLC/LLP
» C-Corporation
» S-Corporation

IMMIGRATION & FORMS
(Non-attorney)
» Green Card Renewal
» Applying for Citizenship
» Employment Authorization

MOHD. SURUZZAMAN, CA
President
Cell: 516-884-1090

72-28 Broadway, 4th Floor, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 929-418-5228, Fax : 929-208-1115
Email: nystaxmulti@gmail.com

www.jonmobhumi.com

প্রথম শ্রেণির নতুন পাঠ্যবইয়ে নারী-পুরুষের চিত্রায়ণ

নিশাত সুলতানা

নারী

মনে পড়ে, ২০১৯ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রণীত প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির বাংলা, ইংরেজি ও বিজ্ঞান বইগুলো জেন্ডার লেন্সে বিশ্লেষণ করেছিলাম, যা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল প্রথম আলোতে। আমরা জানি, প্রাক্?-প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত কারিকুলাম রিভিউ করা হয়েছে এবং নতুন কারিকুলামের ভিত্তিতে প্রণীত হচ্ছে নতুন বই।

গত বছর কিছু স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে পরীক্ষামূলকভাবে নতুন বই চালু করা হলেও এ বছরই প্রথম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন কারিকুলামের ভিত্তিতে রচিত নতুন বই সরবরাহ করা হয়েছে।

খুব আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছিলাম, কী আছে নতুন বইয়ে? নারী-পুরুষ ও ভিন্ন লৈঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মানুষকে চিত্রায়ণ করার ক্ষেত্রে আগের অবস্থানের কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে কি না, তা বোঝার জন্য প্রথমেই হাতে নিয়েছিলাম প্রথম শ্রেণির বাংলা, ইংরেজি ও অঙ্ক বই তিনটি।

প্রথম শ্রেণির আগের বইগুলো এর আগেও মোটামুটিভাবে জেন্ডার সংবেদনশীল ছিল পরবর্তী শ্রেণির বইগুলোর তুলনায়। এ বছর এ ক্ষেত্রে আরেক ধাপ উন্নতি হয়েছে, যা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। বাংলা বইয়ে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি পাতার ছবিতে ছেলে ও মেয়েশিশুর সমান উপস্থিতি নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা দৃশ্যমান। ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে খেলছে, পড়ছে, স্কুলে যাচ্ছে, সংলাপে অংশ নিচ্ছে।

শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী কিংবা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুরা বইয়ের সংলাপে এবং বইয়ের ছবিতে দৃশ্যমান হয়েছে। তবে নারী ও পুরুষের ভূমিকা চিত্রায়ণে এখনো বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসা যায়নি পুরোপুরিভাবে। রাখাল, বাউল, কৃষক, মাঝি, গাছি, পথচারী, গাড়োয়ান ইত্যাদি নানা ভূমিকায় পুরুষকে দেখা গেলেও নারীকে নতুন বউ কিংবা গৃহিণী হিসেবেই খুঁজে পেয়েছে শিক্ষার্থীরা।

ক্ষমতায়িত নারীর একমাত্র প্রতিনিধি ছিলেন 'খুশি আপা' নামে একজন শ্রেণিশিক্ষক। প্রথম শ্রেণির তিনটি বইয়েই নারী বারবার শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। ইংরেজি বইয়ের প্রায় প্রতিটি পাতায় নারী শিক্ষকের উপস্থিতির বিপরীতে মাত্র দুবার পুরুষ শিক্ষকের দেখা পেয়েছে শিক্ষার্থীরা। বরাবরই দেখা গেছে পাঠ্যবইয়ে নারীর পেশা নির্বাচনের বেলায় শিক্ষকতাকেই তুলে ধরতে পছন্দ করেন বইয়ের রচয়িতারা। এর কারণ কি প্রাথমিক শিক্ষায় নারী শিক্ষকের অধিক অংশগ্রহণের বাস্তবতা, নাকি শিক্ষকতা পেশায় নারীর সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার পুরোনো সংস্কার, তা বলা কঠিন। অন্যদিকে চারদিকে বাংলাদেশের নারী ফুটবল দলের জয়জয়কার ধ্বনিত হলেও ১১ সংখ্যা চেনানোর জন্য বইয়ের পাতায় সেই পুরুষ ফুটবল দলের ছবিই স্থান পেয়েছে।

যেসব বই ভবিষ্যতে শিশুদের হাতে পৌঁছানোর কাজ চলছে, সেসব বই যেন আরও বেশি জেন্ডার সংবেদনশীল হয়ে ওঠে, তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে চূড়ান্ত করার জোর দাবি জানাই। এ ছাড়া বইয়ের পাতায় শিশুরা যেন ভিন্ন লৈঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মানুষগুলোকে খুঁজে পায় এবং তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে, সে ক্ষেত্রেও সংবেদনশীল ও মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন।

বাংলা বইয়ের পাঠ-৪৫, সাত দিনের কথায় রাফিকে অনেক ধরনের কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হলেও ঘর-গৃহস্থালির কোনো কাজে তাকে নিয়োজিত করা হয়নি। অথচ এ ধরনের কাজে ছেলেশিশুর অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিশুমনে নারী-পুরুষের প্রথাগত কাজকে চ্যালেঞ্জ করার পটভূমি রচিত হতে পারত। তাই এ ধরনের সুযোগগুলো কাজে লাগানো যেতে পারে। প্রথম শ্রেণির বাংলা পাঠ্যবইয়ে নারী কবি হিসেবে একমাত্র সুফিয়া কামালকেই খুঁজে পেয়েছে শিশুরা। সুফিয়া কামালের বিপরীতে পুরুষ কবি হিসেবে শিশুরা পেয়েছে শামসুর রাহমান, জসীমউদ্?দীন ও কাজী নজরুল ইসলামকে। পাঠ-৫১ 'মুক্তিযুদ্ধ ও বিজয়ে'ও শিশুরা পেয়েছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

প্রথম শ্রেণির ইংরেজি বইয়ের অলংকরণে ছেলে ও মেয়েকে সমানভাবে দেখানোর চেষ্টা পরিলক্ষিত হলেও যেকোনো কাজে নেতৃত্বদানকারী হিসেবে পুরুষের অংশগ্রহণ ছিল লক্ষণীয়। ছেলে ও মেয়েকে একসঙ্গে খেলতে দেখা গেলেও ফুটবলের নিয়ন্ত্রণ, ক্রিকেটের ব্যাট কিংবা বল হাতে সক্রিয় ছিল পুরুষ। খেলায় ও পেশায় পুরুষের সহায়ক ভূমিকায় ছিল নারী। অর্থ উপার্জনের নানা ভূমিকায় পুরুষকে দেখা গেছে।

কিন্তু নারীকে কেবল ঘর-গৃহস্থালির কাজেই খুঁজে পাওয়া গেছে। ইংরেজি বইয়ের ৪৫ নম্বর পাতায় একটি মেয়েশিশুকে উঠানে হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল-কুকুরকে খেতে দিচ্ছে এমন ভূমিকায় দেখা গেলেও ছেলেশিশুকে ঘর-গৃহস্থালির কাজে উৎসাহিত করার কোনো প্রচেষ্টা দেখা যায়নি। প্রচেষ্টা ছিল না শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী কিংবা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর অন্তর্ভুক্তিকরণের ক্ষেত্রে, যা বাংলা বইয়ে অনেকটাই স্পষ্ট।

ইংরেজি বইয়ের অলংকরণ যথেষ্ট আধুনিক ও প্রাঞ্জল মনে হয়েছে। তবে আধুনিকতার ছোঁয়া আনতে গিয়ে ছবিগুলোকে কখনো কখনো ভিনদেশি ও অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে। যেমন ৪৮ নম্বর পৃষ্ঠার ছবিতে গরু ও উট পাখির সহাবস্থান বাংলাদেশের চেনা বাস্তবতায় একেবারে অচেনা ঠেকেছে।

পরিশেষে বইয়ের পেছনের ন্যাশনাল হেল্পলাইন নম্বর ১০৯ ও ৩৩৩ জুড়ে দেওয়ার বিষয়টি প্রশংসনীয়, যা আগের বইগুলোতেও যুক্ত ছিল। তবে অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এই নম্বরগুলো মলাটের আড়ালেই ঢাকা পড়ে যায়। তাই এ নম্বরগুলো বইয়ের পেছনে জুড়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়।

অনেকেই অভিযোগ করেন, জেন্ডার বিশ্লেষণে বিশ্লেষণকারীর নাকি জোর করে নারী ও পুরুষের মধ্যে অসমতা দৃশ্যমান করার প্রয়াস থাকে। তাই সে ধরনের মন্তব্যগুলোর প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকেই বলতে চাই, এসব বৈষম্য এতটাই প্রকটভাবে আমাদের মধ্যে শিকড় গেড়ে বসে আছে যে তা আমাদের অভ্যস্ত চোখে অনেক সময় ধরা পড়ে না এবং নিজের অজান্তেই সেসব বৈষম্যকে আমরা বইয়ের পাতাতেও স্বীকৃতি দিয়ে ফেলি। তাই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বললে তা অনেক সময়ই বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, অনেক ক্ষেত্রেই আমরা বিষয়গুলো লক্ষ করি না কিংবা লক্ষ করলেও এড়িয়ে যাই। কিন্তু এর প্রভাব রয়ে যায় শিশুমনে। আমরা মানি আর না মানি সত্য এই যে শিশুদের চেয়ে বড় পর্যবেক্ষক আর কেউ নেই। তাই সমতা প্রতিষ্ঠার এই লড়াইয়ে পাঠ্যপুস্তকের সামান্য উদাসীনতা শিশুর কোমল মনকে ভাবতে শেখায়, নারী-পুরুষ সমান নয়; এক নয় তাদের সক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তা।

তাই যেসব বই ভবিষ্যতে শিশুদের হাতে পৌঁছানোর কাজ চলছে, সেসব বই যেন আরও বেশি জেন্ডার সংবেদনশীল হয়ে ওঠে, তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে চূড়ান্ত করার জোর দাবি জানাই। এ ছাড়া বইয়ের পাতায় শিশুরা যেন ভিন্ন লৈঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মানুষগুলোকে খুঁজে পায় এবং তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে, সে ক্ষেত্রেও সংবেদনশীল ও মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন।

নিশাত সুলতানা লেখক ও উন্নয়নকর্মী

www.jonmobhumi.com

RAINBOW DENTAL .PC
NABILA MANNAN .DDS
we accept all insurances,except Metroplus.

আমরা বাংলায় কথা বলি
Manager: Thomas Dulu Roy
2509. 36th Avenue
Astoria, Ny-11106
ph.718-433-0515

বাংলাদেশী ডাক্তার

SUBHASH C. SIKDER MD.DO
সুভাষ চন্দ্র শিকদার
Family Medicine Specialist
HIV Specialist
• MEDICINE • PEDIATRICS • VACCINATION
• CORTISONE SHOT • SUBOXONE •
NEW OFFICE HOURS
BROOKLYN OFFICE
27 Church Avenue
Brooklyn, NY 11218
MON : 5 PM - 9 PM
TUE : 10 AM - 4 PM
WED : 5 PM - 9 PM
THU : 5 PM - 9 PM
FRI : 5 PM - 9 PM
SAT : 5 PM - 9 PM
JAMAICA OFFICE
159-05 Hillside Ave
Jamaica, NY 11432
MON : 10 AM - 4 PM
TUE : 5 PM - 9 PM
WED : 10 AM - 4 PM
THU : 10 AM - 4 PM
FRI : 10 AM - 4 PM
SAT : 10 AM - 4 PM
FOR ALL YOUR PRIMARY CARE NEED
TEL: 718-581-6454, FAX: 866-575-0181

Meghna Travel
IATA অনুমোদিত
মেঘনা: স্বদেশী প্রতিষ্ঠান, ১৯৮৭ সাল থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
মেঘনা ট্রাভেলস্
বিশেষ সেল চলছে
বাংলাদেশ সহ বিশ্বের যে কোন দেশ ভ্রমণে আমরা সুলভে ১০০% কনর্ফাম করে টিকেট বিক্রয় করি। ওমরাহঃ ভিসা ও হোটেল সহ
ওমরাহ

দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ পালনের সুযোগ নিন
Tel:718-478-1920, 718-930-1494, 718-478-1830
37-66, 74 Street Suite # 2nd fl Jackson Height NY-11372

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

www.jonmobhumi.com

সৈয়দ আবুল মকসুদ

১১ পৃষ্ঠার পর

হতে হবে না। কিন্তু প্রত্যেক ধর্মই অপর অপর ধর্মপথের শ্রেষ্ঠ তত্ত্বগুলো নিজের মধ্যে গ্রহণ করে শক্তিলাভ করবেথ নিজের বিশেষত্ব বর্জন না করে আপন আপন প্রকৃতি অনুযায়ী বিকশিত হয়ে উঠবে।'

আমেরিকার বিভিন্ন শহরে এবং ইংল্যান্ডে বেদান্তের বাণী প্রচার করে ১৮৯৭ সালে তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করলে দেশবাসী তাকে বীরোচিত সংবর্ধনা দেয়। ওই বছর ১ মে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'রামকৃষ্ণ মিশন'। এই মিশনের আদর্শ : 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'। মানবসেবামূলক এই প্রতিষ্ঠানে শুরু হয় কর্মযজ্ঞথ বন্যা, খরা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি দুর্যোগে দুর্গতদের জন্য ত্রাণ কাজ। ভাবযোগী বিবেকানন্দ রূপান্তরিত হলেন কর্মযোগীতে। তিনি ঘোষণা করলেন : 'মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমরা সবাই ভাই।'

অল্প বয়স থেকেই বিবেকানন্দের ছিল বহুমূত্র রোগ। বিরামহীন পরিশ্রমে তা বেড়ে যায়। সেই অসুস্থ শরীর নিয়েই ১৮৯৯ সালে তিনি আবার আমেরিকা যাত্রা করেন। ক্যালিফোর্নিয়া, সানফ্রান্সিসকোসহ বড় বড় নগরীতে প্রতিষ্ঠা করেন বেদান্ত প্রচার কেন্দ্র। দেশে ফেরার পথে প্যারিসে যোগ দেন 'ধর্ম-ইতিহাস সম্মেলনে'। বেলুড় মঠে ফিরে তিনি ঘোষণা করেন :

'অসীম শক্তির অধিকারই ধর্ম। শক্তিমত্তাই পুণ্য, দুর্বলতাই পাপ। দুর্বলতাথ এই একটি শব্দের মধ্যেই সমূহ পাপ এবং মন্দ নিহিত আছে। সকল দুষ্কর্মের মূল হচ্ছে দুর্বলতা। সকল স্বার্থপরতার উৎস হচ্ছে দুর্বলতা। দুর্বলতা বলেই মানুষ অপরের ক্ষতি করে বসে।'

'তরুণ বন্ধুগণ, বীর্যবান হও। এই তোমাদের প্রতি আমার প্রথম বাণী। গীতা পাঠের চেয়ে ফুটবল খেললে তোমরা স্বর্গের বেশি কাছে গিয়ে পৌঁছবে।'

অল্পায়ু জীবনে বিবেকানন্দের কাজের পরিমাণ যেমন বিশাল, তেমনি তার রচনাবলির পরিমাণও প্রচুর। যেখানে যা কিছু ভালো তা থেকে গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছেন স্বামীজি। প্যারিসে সমাজতন্ত্রী বিপ্লবীদের সঙ্গে কথা হওয়ার পর তিনি সমাজবাদী চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হন। তার ভাষায়, '... আমি নিজে একজন সমাজতন্ত্রবাদী (সোস্যালিস্ট)থ এই ব্যবস্থা সর্বাঙ্গসুন্দর বলিয়া নহে, কিন্তু পুরা রুটি না পাওয়ার অপেক্ষা অর্ধেক রুটি ভালো।'

বিবেকানন্দ বলেছেন, 'এমন দিন আসবে যখন প্রত্যেকটি দেশেই শূদ্র শ্রেণির মানুষেরা তাদের সহজাত প্রকৃতি ও আচারাদি সমেত... পূর্ণ আধিপত্য লাভ করবে।'

তার সমসাময়িক অন্য ভুবনের আর এক মহামানব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিবেকানন্দ সম্পর্কে বলেছেন :

'তার বাণী মানুষকে যখনই সম্মান দিয়েছে তখনই শক্তি দিয়েছে। সেই শক্তির পথ কেবল একঝোঁকা নয়। তা কোনো দৈহিত প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তির মধ্যে পর্যবসিত নয়, তা মানুষের প্রাণমনকে বিচিত্রভাবে প্রাণপণ করেছে।'

যখন পরাধীন ভারতবাসী আত্মশক্তি হারিয়ে ফেলেছিল, তখন তিনি চেয়েছেন মানুষের আত্মশক্তির বিকাশ। ব্যক্তির অন্তর্নিহিত শক্তির উদ্বোধন ঘটাতে চেয়েছিলেন তিনি। তিনি মনে করতেন মানুষ তার পরিপূর্ণ শক্তির সদ্ব্যবহার করলে সে পূর্ণত্বের দিকে যাবে। প্রতিটি ব্যক্তির ভেতরেই রয়েছে অফুরন্ত শক্তি। সেই শক্তির উদ্বোধন চেয়েছেন তিনি। বলেছেন :

'তোমরা ঈশ্বরের সন্তান, অমৃতের অধিকারী, পবিত্র ও পূর্ণ। তুমি নিজেকে দুর্বল বলো কী করে? ওঠো, সাহসী হও, বীর্যবান হও।... জেনে রাখ, তুমি তোমার অদৃষ্টের সৃষ্টিকর্তা। তুমি যে শক্তি বা সাহায্য চাও [বিধাতা থেকে] তা তোমার ভিতরেই রয়েছে।'

সম্পূর্ণ নতুন কোনো কথা যে বিবেকানন্দ বলেছেন তা নয়। কিন্তু তার বলার ধরন অন্য যে কারও চেয়ে আকর্ষণীয়। অতীতের মহামানবদের কথাই তিনি নতুন করে বলেছেন, 'সমস্ত জগতের মানুষ একই ঈশ্বরের সন্তান।'

নিস্তেজ ও তমসাচ্ছন্ন একটি জাতির মধ্যে জাগরণ আনতে তিনি অতীতকে অতি বেশি মহিমান্বিত করেছেন। অবশ্য তার সমসাময়িক আরও অনেক কবি-সাহিত্যিক তা করেছেন। বহু জাতি ধর্মের মানুষ অধ্যুষিত ভারতবর্ষে তার ফল তিনি যেমনটি চেয়েছিলেন তেমনটি হয়নি। তিনি ছিলেন উদার, অসাম্প্রদায়িক ও প্রকৃষ্টচিত্ত। কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতিই তার কোনো বিদ্বেষ ছিল না। তা থাকলে তিনি বলতেন না উপমহাদেশে একদিন এক শ্রেণিহীন সাম্যবাদী সমাজ গড়ে উঠবে, যে সমাজের দেহ হবে ইসলামিক আর মস্তিষ্ক হবে বৈদান্তিক। তিনি হিন্দু ও মুসলমানের সম্প্রীতি ও মিলন প্রত্যাশা করেছেন। অতি স্পষ্টভাষায় তিনি বলেছেন :

'আমি দিব্যচোখে দেখতে পাচ্ছি যে, বৈদান্তিক মস্তিষ্ক এবং ইসলামিক দেহ নিয়ে ভবিষ্যৎ ভারত গৌরবমণ্ডিত হয়ে উঠবে। আমার মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মরূপ এই দুই মহান মতের সমন্বয়ই একমাত্র আশা।'

ধর্মীয় ও সামাজিক প্রথার শিকার হয়ে সমাজের নিচে যারা পড়ে রয়েছে, যারা শোষিত-বঞ্চিত, একদিন তাদেরও উত্থান ঘটবে। বর্ণ হিন্দুদের চিরকাল আধিপত্য অক্ষুণ্ন থাকবে না, শূদ্র ও অচ্ছুতও ক্ষমতার অধিকারী হবে। তার ভাষায়, 'জগতে এখন বৈশ্যাধিকারের (বণিকদের)। তৃতীয় যুগ চলিতেছে। চতুর্থ যুগে শূদ্রাধিকার (শ্রমজীবী ও সর্বহারা) প্রতিষ্ঠিত হবে।'

১৮৯৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর তাকে অভ্যর্থনার উত্তরে স্বামীজি যা বলেছিলেন তা বর্তমানকালেও প্রাসঙ্গিক। তার ভাষায় :'সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি ও এগুলির ভয়াবহ ফলস্বরূপ ধর্মোন্মত্ততা এই পৃথিবীকে বহুকাল অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। ইহারা পৃথিবীকে হিংসায় পূর্ণ করিয়াছে, বারবার ইহাকে নরশোণিতে সিক্ত করিয়াছে, সভ্যতা ধ্বংস করিয়াছে এবং সমগ্র জাতিকে হতাশায় মগ্ন করিয়াছে। এই সকল ভীষণ পিশাচগুলি যদি না থাকিত, তাহা হইলে মানবসমাজ আজ পূর্বাপেক্ষা অনেক উন্নত হইত। তবে ইহাদের মৃত্যুকাল উপস্থিত,... এবং আমি সর্বতোভাবে আশা করি।'

১৯০১ সালে স্বামীজি ঢাকায় এসেছিলেন। তার বক্তৃতা শুধু হিন্দুরা শুনে উজ্জীবিত হননি, ঢাকার মুসলমানরাও অনেকে শুনে মুগ্ধ হন। বিশেষ করে ঢাকার নবাব আহসানউল্লাহ, তার পুত্র নবাব সলিমুল্লাহ স্বামীজির একান্ত গুণমুগ্ধ ছিলেন। তার স্মৃতিরক্ষায় যে চিকিৎসাকেন্দ্র ও পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকায় ১৯১১ সালে, তার অর্থায়ন করেন নবাব সলিমুল্লাহ। রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠায়ও নবাবদের ভূমিকা রয়েছে। নবাবের বেগমরা কলকাতার উপকণ্ঠে বেলুড় মঠে পর্যন্ত গিয়েছেন স্বামীজির মানবতাবাদী চিন্তায় আকৃষ্ট হয়ে।

বিবেকানন্দ ছিলেন ধর্মসংস্কারক বা ধর্মপ্রচারক, ছিলেন সমাজ-সংস্কারকও। কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তিনি ছিলেন না। কিন্তু কুড়ি শতকের উপমহাদেশের রাজনীতিতে তার চিন্তাধারার প্রভাব খুবই প্রবল। সশস্ত্র বিপ্লবীরা তার চিন্তা থেকে প্রেরণা পেয়েছেন। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয়তাবাদীরা তার থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন। হিন্দুত্ববাদী বা হিন্দু জাতীয়তাবাদীরাও তাকে দীক্ষাগুরুর মতো গ্রহণ করেছেন। তিনি যে উদার অসাম্প্রদায়িক হিন্দুসমাজ চেয়েছিলেন তা অর্জিত হয়নি।

তার চিন্তা ও শিক্ষার অপপ্রয়োগের দায় তার ওপর বর্তায় না। যারা নিজেদের স্বার্থে তাকে ব্যবহার ও তার চিন্তার প্রয়োগ করেন সে দায় তাদের। রবীন্দ্রনাথের জীবনীকার প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় 'গোরা' শীর্ষক অধ্যায়ে লিখেছেন :

'স্বামী বিবেকানন্দের বাণীতে হিন্দুত্ব ও জাতীয়তা সমন্বিত হইয়াছিল; তিনি যে হিন্দুভারতকে সুমহান করিয়া দেখিয়াছিলেন তাহা যে কতখানি বাস্তবতাবর্জিত তাহা তাহার অকালমৃত্যু হেতু তাহার নিকট স্পষ্ট হইবার অবকাশ পায় নাই।'

স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু সম্প্রদায়েরই নেতা ছিলেন, কিন্তু তার আদর্শ থেকে ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে যে কোনো সম্প্রদায়ের মানুষেরাই অনুপ্রাণিত হওয়া সম্ভব। তার শিক্ষা সার্বজনীন। তিনি চেয়েছিলেন বিশেষভাবে যুবসমাজের নবচেতনার অভ্যুদয়। নিষ্ঠা, সততা ও আত্মনির্ভরতা ছিল তার আরাধ্য। এসব গুণ সম্প্রদায় বিশেষের গুণ ও সম্পদ নয়। জগতের সব সমাজের সব মানুষেরই সম্পদ। বিবেকানন্দের শিক্ষা সঠিকভাবে অনুশীলিত হলে উন্নত মানবসমাজ গঠন করা সম্ভব।

বিশিষ্ট লেখক, গবেষক ও বুদ্ধিজীবী

সৈয়দ আবুল মকসুদ

বসবাস করবে। যে আমার অভিমুখী হয় তার পথ অনুসরণ করবে। অতঃপর আমারই কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তখন আমি তোমাদের জানিয়ে দেবো তোমরা যা করছিলে' (সূরা লুকমান-১৫)।

বাবা-মাকে কষ্ট দেয়া বা তাদের অবাধ্য হওয়া জঘন্যতম গুনাহ। বর্তমানে স্ত্রীর কথায় অনেক সন্তান নিজের বাবা-মায়ের সাথে খারাপ ব্যবহার করে। কিয়ামতের আগে মানুষ স্ত্রীর কথা মান্য করবে এবং বাবা-মায়ের নাফরমানি করবে। বন্ধু-বান্ধবকে নিকটবর্তী করবে, বাবা-মাকে দূরে সরিয়ে রাখবে। বাবা-মায়ের অবাধ্য সন্তানকে মহান আল্লাহ কখনো মাফ করবেন না। রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন, 'মহান আল্লাহ চাইলে বান্দার সব গুনাহ মাফ করে দিতে পারেন। কিন্তু মা-বাবার অবাধ্যতার গুনাহ তিনি মাফ করবেন না।

আর অবাধ্য সন্তানের শাস্তি তার মৃত্যুর আগে দুনিয়াতেই দেয়া হবে' (মিশকাত-৪২১)।

একদা বনু সালামার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সা:-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, 'আমার মা-বাবার মৃত্যুর পরও কি তাদের সাথে সদাচরণের কিছু বাকি থাকে?' তখন রাসূলুল্লাহ সা: বললেন, 'হ্যাঁ, তাদের জন্য দোয়া ও ইস্তিগফার করবে, মৃত্যুর পর তাদের কোনো বৈধ ওসিয়ত থাকলে সেটি পূরণ করবে, তাদের আত্মীয়স্বজনের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবে আর তাদের বন্ধু-বান্ধবকে সম্মান করবে' (আবু দাউদ-৫১৪২)। মৃত মা-বাবার জন্য এই দোয়া করতে মহান আল্লাহ বলেছেন- 'রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বাইয়ানি সগিরা' (সূরা বনি ইসরাইল-২৪)। তাই বৃদ্ধ বাবা-মাকে অবহেলা নয়। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি মানুষ যথাক্রমে তার শৈশব, কৈশোর, যৌবনকাল অতিক্রম করার পর ধীরে ধীরে বার্ধক্যে পদার্পণ করবে। তাই আজকে যদি আপনি আপনার বাবা-মাকে অবহলো করেন, একদিন আপনার সন্তানও আপনাকে অবহেলা করবে। বাবা-মার খুশিতে মহান আল্লাহ খুশি হয়, জীবনে বরকত আসে। মানবজীবনে সাফল্য অর্জনের চাবিকাঠিও বাবা-মায়ের সন্তুষ্টি। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে মা-বাবার সন্তুষ্টি অর্জন করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

লেখক : শিক্ষার্থী, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

এম সাখাওয়াত হোসেন

তবে ওগুলোই মাপকাঠি নয়। অতীতের বহুল আলোচিত দুই কমিশনের অধীন অনেক স্থানীয় নির্বাচন সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য হয়েছিল কিন্তু চূড়ান্ত পরীক্ষা কেমন হয়েছিল, সে বিষয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই। কাজেই কয়েকটি স্থানীয় সরকার নির্বাচন ভালো হয়েছে বলে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মতো জটিল নির্বাচনও ভালো হবে, আশাবাদ থাকতে পারে, এমন আগাম কথা বলা কঠিন।

যার উত্তর 'না'। একটি নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হয় তখনই, যখন প্রত্যেক ভোটার তাঁর ভোটটি পছন্দনীয় প্রার্থীকে অথবা প্রতীকে নির্বিঘ্নে দিতে পারেন এবং ব্যবস্থাপনায় কোনো ত্রুটি, গাফিলতি অথবা অদক্ষতাজনিত ত্রুটি না থাকে। একটি নির্বাচন সার্বিকভাবে সর্বজনীন হতে হবে। এমন ব্যবস্থা করার দায়িত্ব শুধু কমিশনেরই নয়, মুখ্য ভূমিকা

অন লাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

সরকার ও অংশীদারকে নিতে হয়। তবে নির্বাচন কমিশনের গুরুদায়িত্ব সে ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

একটি জাতীয় নির্বাচনকে বিশ্বাসযোগ্য করতে হলে মূলত নির্বাচন কমিশনের ওপর জনগণের আস্থার বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কমিশনকে চলনে-বলনে পক্ষপাতদুষ্ট মনে হলে বহু চেষ্টা করেও সেটিকে আস্থায় আনা যায়নি। নির্বাচন কমিশনের যেকোনো মন্তব্য জনমনে নানা প্রশ্ন জন্ম দিলে আস্থায় ভাটা পড়ে। হালে একজন কমিশনার বিরোধী দল নিয়ে যে মন্তব্য করেছেন, তা শোভনীয় নয়। তাঁর বক্তব্য রাজনৈতিক বক্তব্যের মতো শোনা গেছে। এ কথা ঠিক যে কমিশন যেমন সংবিধান বদলাতে পারে না, তেমনি কোনো দলকে জোর করে নির্বাচনে অংশগ্রহণে বাধ্য করতে পারে না।

তবে সংবিধানের আওতায় নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি করে ও সব দলকে নির্বাচনে আনার অব্যাহত প্রচেষ্টা করতে হবে। অন্যথায় একটি বড় দল যারা ৩০০ আসনে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষমতা রাখে, এমন দল বা গোষ্ঠীকে বাইরে রেখে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হতে পারে না। এ ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের প্রচেষ্টা আস্থার উপাদান হতে পারে। বিরূপ মন্তব্য কমিশনের ভাবমূর্তি উন্নত করে না।

স্মরণযোগ্য ২০১৪ ও ২০১৮ সালের নির্বাচনের দায়িত্ব থাকা কমিশনের কোনো অজুহাত জনগণ গ্রহণ করেনি। কারণ, তাদের প্রচেষ্টা দৃশ্যমান ছিল না। এর দায়দায়িত্ব কমিশনের ওপরই বর্তিয়েছে।

২০২২ সালে বর্তমান কমিশনের ব্যবস্থাপনায় কয়েকটি স্থানীয় নির্বাচন ভালো হয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে ওগুলোই মাপকাঠি নয়। অতীতের বহুল আলোচিত দুই কমিশনের অধীন অনেক স্থানীয় নির্বাচন সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য হয়েছিল কিন্তু চূড়ান্ত পরীক্ষা কেমন হয়েছিল, সে বিষয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই। কাজেই কয়েকটি স্থানীয় সরকার নির্বাচন ভালো হয়েছে বলে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মতো জটিল নির্বাচনও ভালো হবে, আশাবাদ থাকতে পারে, এমন আগাম কথা বলা কঠিন। গাইবান্ধা-৫ উপনির্বাচন স্থগিত হয়েছিল, না বাতিল হয়েছিল; সে প্রশ্নসহ তদন্তে চিহ্নিত ব্যক্তি, বিশেষ করে নির্বাচন-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের যে শাস্তির ক্ষমতা কমিশনের এখতিয়ারে ছিল, তা কেন প্রয়োগ করা হয়নি– সেই প্রশ্ন তোলা জরুরি। এমনকি প্রার্থিতা নিয়েও প্রশ্ন থেকে যায়। এসব প্রশ্নের উত্তর কি কমিশন খোলাসা করবে? এসব উত্তর পাওয়া প্রয়োজন আগামী নির্বাচনের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও কমিশনের ভাবমূর্তির স্বার্থে। আগামী নির্বাচন গত দুটি নির্বাচনের মতো হলে সবচেয়ে ক্ষতি হবে নির্বাচন কমিশন নামক প্রতিষ্ঠানটির।

ড. এম সাখাওয়াত হোসেন নির্বাচন বিশ্লেষক, সাবেক সামরিক কর্মকর্তা এবং এসআইপিজির সিনিয়র রিসার্চ ফেলো (এনএসইউ)

তোফায়েল আহমেদ

১৬ ডিসেম্বর প্রিয় দেশ শত্রুমুক্ত হলেও বঙ্গবন্ধু কোথায় আছেন, কেমন আছেন, আমরা জানতাম না। যেদিন ৮ জানুয়ারি, বঙ্গবন্ধুর মুক্তি সংবাদ জানলাম সেদিন এক অনির্বচনীয় আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেল সারা দেশে। যেদিন তিনি ফিরে এলেন, সেদিন ছিল সোমবার। সকাল থেকেই লক্ষ লক্ষ মানুষ 'জয় বাংলা', 'জয় বঙ্গবন্ধু' স্লোগানে চারদিক মুখরিত করে মিছিল নিয়ে ছুটে বিমানবন্দর অভিমুখে। ঢাকায় যখন সাজ সাজ রব, তখন সকাল থেকেই দিল্লির রাজপথ ধরে হাজার হাজার মানুষের মিছিল পালাম বিমানবন্দর ও প্যারেড গ্রাউন্ডের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। দিল্লির জনসাধারণ বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে এক অভূতপূর্ব রাষ্ট্রীয় সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে। বিমানবন্দরে বঙ্গবন্ধুকে অভ্যর্থনা জানান রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি ও প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। ব্রিটিশ রাজকীয় বিমানবাহিনীর কমেট জেটটি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে অবতরণ করলে তার সম্মানে ২১ বার তোপধ্বনি করা হয়। ভারতীয় রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর পর পূর্বেই উপস্থিত বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ তাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তার সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় বলেন, 'আপনার জন্য আমি গর্বিত। ভারত ও বাংলাদেশের মানুষ আপনার জন্য গর্ব অনুভব করে। শেখ মুজিবকে আমাদের মধ্যে পেয়ে ভারতের জনগণ আজ আনন্দে আত্মহারা। শেখ মুজিব তার জনগণকে নতুন জীবনদান করেছেন। তার স্বাধীনতার স্বপ্ন আজ সার্থক।' অভ্যর্থনার আনুষ্ঠানিকতা শেষে বিমানবন্দরের লাউঞ্জে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতের সময় বঙ্গবন্ধু একান্তে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে অনুরোধ করেছিলেন, 'ম্যাডাম প্রধানমন্ত্রী, আপনার কাছে আমি ঋণী।

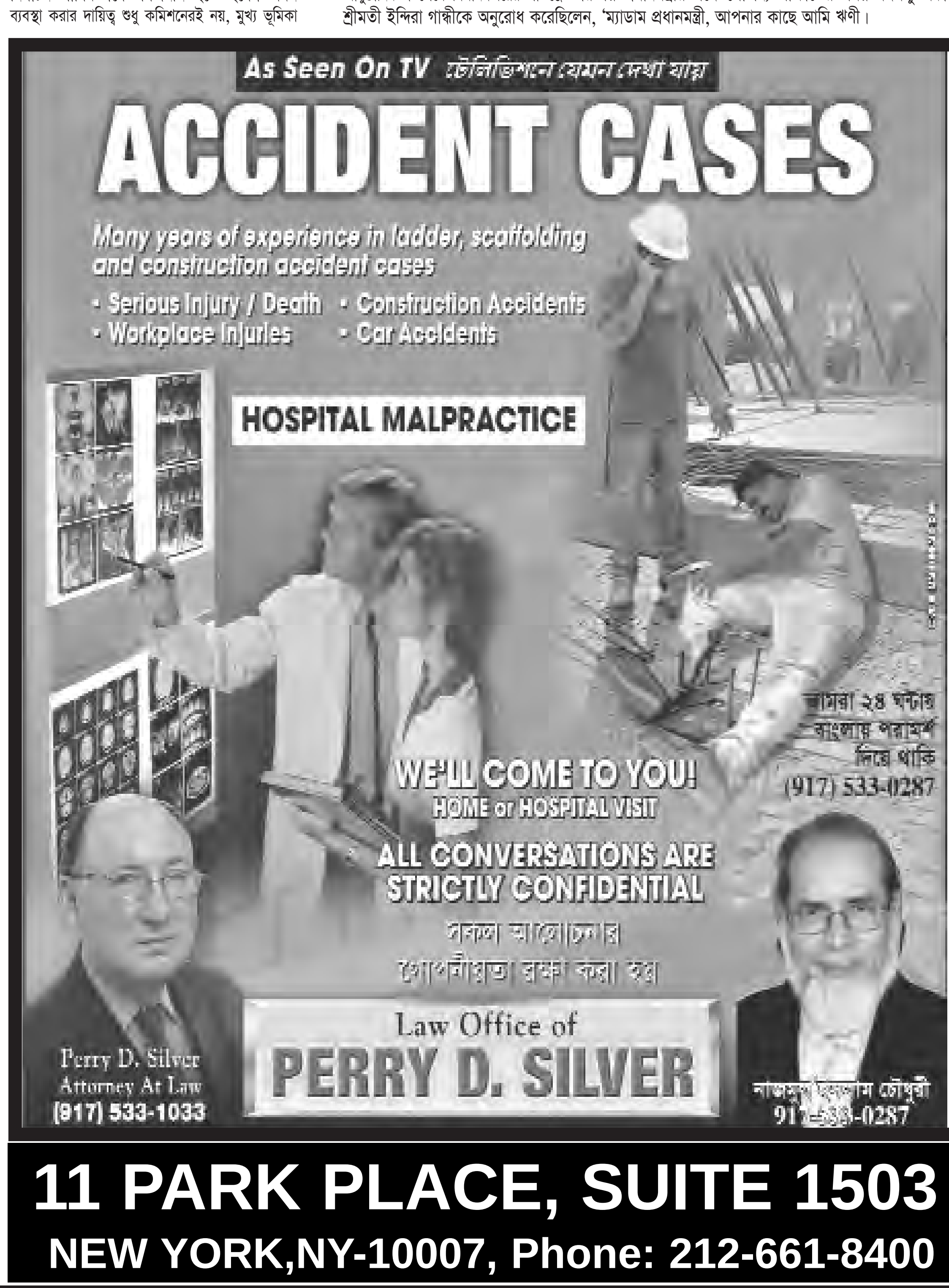

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

আরিয়ানের সঙ্গে প্রেম নিয়ে যা বললেন পাকিস্তানি অভিনেত্রী

মোমবাই,ভারত ঃ বলিউড বাদশাখ্যাত শাহরুখ খানের পুত্র আরিয়ান খানকে নিয়ে আলোচনা যেন থামছে না। চলতি বছরের শুরুতেই নোরা ফাতেহির সঙ্গে প্রেমের গুঞ্জন শোনা যায়। এর পর পাকিস্তানি অভিনেত্রী সাদিয়া খানের সঙ্গে ছবি ভাইরাল হয়েছে।

এই প্রেমের বিষয় এবার মুখ খুললেন অভিনেত্রী নিজেই। তিনি আরিয়ান খানের সঙ্গে ডেটিং গুজব উড়িয়ে দিলেন পাকিস্তানি মডেল-অভিনেত্রী। এ ধরনের গুজবে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন তিনি। সাদিয়ার মতে, এ ধরনের শিরোনাম করার ক্ষেত্রে সবার আরও সচেতন হওয়া উচিত।

মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক প্রকাশনা সিটি টাইমসকে অভিনেত্রী জানান, লোকেরা সম্পূর্ণ বিষয়টি না জেনেই আরিয়ানের সঙ্গে তার সম্পর্কের গল্প তৈরি করছে। বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, গুজব। খবরের শিরোনাম করার ক্ষেত্রে একটা সীমা থাকা দরকার বলেও ক্ষোভ প্রকাশ করেন সাদিয়া।

দুবাইতে নববর্ষ উদযাপনের সময় এক পার্টিতে আরিয়ান খানের সঙ্গে একটি ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচার করেছেন অভিনেত্রী। সেই ছবি ঘিরেই শুরু হয় গুঞ্জন। অনেকের মতে, পাকিস্তানি অভিনেত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে শাহরুখপুত্র আরিয়ানের। কেউ কেউ আবার তাদের ডেটিংয়ের গুজবও প্রচার করছেন।

পরীকে নিয়ে দুবাইয়ে যাওয়ার বিষয় এবার মুখ খুললেন রাজ

ঢাকা ডেস্ক, বিচ্ছেদ ইস্যু নিয়ে আলোচনার মধ্যেই দুবাই যাচ্ছেন ঢাকাই সিনেমার আলোচিত চিত্রনায়ক শরিফুল রাজ ও চিত্রনায়িকা পরীমনি। আগামী ১৫ জানুয়ারি দুবাইয়ের আজমানে বসতে যাচ্ছেন 'রিয়েল হিরোস অ্যাওয়ার্ড' অনুষ্ঠান। সেখানে অংশ নিতেই দুবাই যাবেন তারা।

এ বিষয়ে এক ভিডিও বার্তায় রাজ বলেন, আমি ও পরীমনি দুবাইয়ে আসছি। 'রিয়েল হিরোস অ্যাওয়ার্ড' অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় সিজনে আজমানে। সবার সঙ্গে দেখা হচ্ছে।

দাম্পত্য কলহের জেরে পাল্টাপাল্টি অভিযোগ নিয়ে সামাজিকমাধ্যমে আলোচনায় রয়েছেন রাজ-পরী দম্পতি। এবার রাজের ভিডিও বার্তা নিয়ে আলোচনা চলছে সামাজিকমাধ্যমে। তাহলে কি দূরত্ব ভুলে দুজন এক হলেন, এমন প্রশ্নই ঘুরছে। তবে এখনো কোনো উত্তর মেলেনি। ১৫ জানুয়ারি হয়তো উত্তর মিলতে পারে।

শুধু রাজ-পরীই নন, দ্বিতীয়বারের মতো অনুষ্ঠিতব্য 'রিয়েল হিরোস অ্যাওয়ার্ড' আয়োজনে অংশ নিতে মধ্যপ্রাচ্যের শহরটিতে যাচ্ছেন ঢাকাই সিনেমার একঝাঁক তারকা।

এরমধ্যে আছেন শিল্পী সমিতির সভাপতি ইলিয়াস কাঞ্চন, ঢালিউড সুপারস্টার শাকিব খান, শরিফুল রাজ, পরীমনি, তমা মির্জা, রায়হান রাফি, উপস্থাপিকা শান্তা জাহান, গায়ক কাজল আরিফ ও শিবলু প্রমুখ।

দুবাইয়ে অনুষ্ঠানটি আয়োজন করছেন রুবায়েত ফাতেমা তনি এবং জ্যান প্রপার্টিজের ফাউন্ডার জাহিদ হোসেন। প্রবাসে বসবাসরত বাঙালি রেমিটেন্স যোদ্ধাদের নিয়ে আয়োজিত হচ্ছে এই ইভেন্ট। তাদের আড়ালে থাকা কাজগুলো ফোকাসে আনতেই এই আয়োজন।

রিয়েল হিরোস অ্যাক্সপো অ্যান্ড কমিউনিকেশনসের ফাউন্ডার মালা খন্দকার জানান, প্রবাসী বাঙালিদের অনুপ্রেরণা দিতেই এই সম্মাননার প্রচলন। এবছর প্রবাসী বাঙালি ছাড়াও বাংলাদেশ থেকেও অনেকে দুবাইয়ে অনুষ্ঠিতব্য অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন।

নতুন বছরেই প্রেমিকাকে বিয়ে করছেন ঋতিক?

মোমবাই,ভারত ঃসুজানার সঙ্গে দীর্ঘ ১৪ বছরের দাম্পত্য জীবন কাটিয়েছেন বলিউড তারকা ঋতিক রোশন। স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদের পর কয়েকজন বলিউড নায়িকার সঙ্গে নাম জড়িয়েছে হৃতিকের। এদের মধ্যে কঙ্গনা রানাউত ছিলেন অন্যতম; কিন্তু এ প্রসঙ্গে কখনই প্রকাশ্যে মুখ খোলেননি এই অভিনেতা।

তবে সাবা আজাদের বিষয়ে কোনো কিছু গোপন রাখেননি ঋতিক। লোকচক্ষুর আড়ালে রাখেননি তিনি। ইতোমধ্যেই একত্রবাস শুরু করেছেন তারা। নতুন ফ্ল্যাটও কিনেছেন এই অভিনেতা। এখন তারা বিয়ের পিঁড়িতে বসতে যাচ্ছেন বলেও বলি মহলের খবর।

মঙ্গলবার ৪৯ বছরে পা দিয়েছেন হৃতিক রোশন। এদিন প্রেমিকা সাবা আজাদ অভিনেতাকে জন্মদিনের আদুরে শুভেচ্ছা জানানোর পর থেকেই তাদের বিয়ের বিষয়টি নতুন করে আলোচনায় আসে।

ঘনিষ্ঠমহলের বরাতে আনন্দবাজার পত্রিকার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সাবার সঙ্গে ভীষণ খুশি ঋতিক। এছাড়া এই অভিনেতার দুই ছেলে রেহান-হৃদানও পছন্দ করে সাবাকে। এই মুহূর্তে বেশ কিছু কাজ রয়েছে হৃতিক-সাবার হাতে। তাই বছর শেষে বিয়ের পিঁড়িতে বসবেন তারা। তবে বিয়ের বিষয়ে এখনো মুখ খুলেননি ঋতিক ও সাবা।

ফেব্রুয়ারিতে দেশে ফিরছেন ফারুক

ঢাকা ডেস্ক, ঢাকাই সিনেমার বর্ষীয়ান অভিনেতা ও ঢাকা-১৭ আসনের সংসদ সদস্য আকবর হোসেন পাঠান (ফারুক) প্রায় দুই বছর হতে চলল সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন আছেন।

সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হয়ে উঠেছেন তিনি। বর্তমানে তার শারীরিক অবস্থা ভালো আছে বলে জানিয়েছেন তার স্ত্রী ফারহানা ফারুক।

সব কিছু ঠিক থাকলে আগামী এক থেকে দেড় মাসের মধ্যেই দেশে ফিরবেন ফারুক। সিঙ্গাপুর থেকে বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন ফারুকের স্ত্রী।

হাসপাতালের বিল পরিশোধ করতে না পারায় সুস্থ হওয়া সত্ত্বেও দেশে ফিরতে পারছেন না তিনি। গণমাধ্যমে প্রকাশিত এমন সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে ফারহানা ফারুক বলেন, 'হাসপাতালের বিল দিতে পারছি না– এটি একদমই ঠিক নয়। এমন কথা যেন না লেখা হয়।'

তা হলে কেন এত দেরি? উত্তরে ফারহানা বলেন, 'ফারুক ডা. লাইয়ের অধীনে চিকিৎসা নিচ্ছেন। তিনি এক মাস সিঙ্গাপুরের বাইরে ছিলেন। দুদিন আগে ফিরেছেন। তাই ফাইনালি ডা. লাইয়ের পরামর্শ ছাড়া এখান থেকে ছাড়পত্র নেব না। ডাক্তার বলেছেন ফারুক এখন পুরোপুরি সুস্থ। তাই আমরা আগামী ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে তাকে নিয়ে দেশে ফিরব ইনশাআল্লাহ।'

হাসপাতালের বিল পরিশোধের বিষয়ে তিনি বলেন, এখন আমরা পারিবারিকভাবে হাসপাতালের যাবতীয় বিল পরিশোধ করছি। বাংলাদেশ থেকে সিঙ্গাপুরে টাকা জোগাড় করে আনতে গেলেও একটু সময় লাগে। তার মানে এমনটি নয়, আমরা বিল পরিশোধ করতে পারছি না। সবাই ফারুকের জন্য দোয়া করবেন। ফারুক এখন সুস্থ আছেন।'

ফারহানা ফারুক আরও বলেন, দীর্ঘদিন ধরে এখানে ফারুকের চিকিৎসা করা হচ্ছে। এ হাসপাতালের চিকিৎসা খরচ অনেক বেশি। এ জন্য আমরা আমাদের সম্পত্তি বিক্রি করেছি। ফ্ল্যাট ও জমি ছাড়া ব্যাংকের টাকাও খরচ করেছি। প্রধানমন্ত্রী ফারুকের চিকিৎসার জন্য এক লাখ ডলার দিয়েছিলেন। আমরা তার কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

উল্লেখ্য, ২০২১ সালের ৪ মার্চ নিয়মিত চেকআপের জন্য সিঙ্গাপুর যান অভিনেতা ও ঢাকা-১৭ আসনের সংসদ সদস্য ফারুক। সেখানে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। উচ্চ রক্তচাপ, মস্তিস্ক, স্নায়ুতন্ত্রের নানাবিধ সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি।

নিজেকে আরও অনেক দূর নিয়ে যেতে চান নুসরাত ফারিয়া

মোমবাই,ভারতঃশোবিজ তারকারা নতুন কর্মপরিকল্পনা নিয়ে নতুন বছর শুরু করেছেন। চিত্রনায়িকা নুসরাত ফারিয়াও নতুন বছরের অভিযান এরই মধ্যে শুরু করে দিয়েছেন। অতীতের চেয়ে নিজেকে আরও অনেক দূর নিয়ে যেতে প্রস্তুতি নিচ্ছেন দুই বাংলার জনপ্রিয় এ অভিনেত্রী। তার জন্য চলতি বছরটি অনেকটা স্পেশাল। কারণ, এ বছরই মুক্তি পেতে যাচ্ছে তার অভিনীত কাঙ্ক্ষিত সিনেমা 'মুজিব : একটি জাতির রূপকার'। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বায়োপিক এটি। তৈরি করেছেন ভারতের শ্যাম বেনেগাল।

এ ছাড়াও চলতি বছর বাংলাদেশ ও ভারতে তার অভিনীত একাধিক সিনেমা মুক্তি পাবে। ভারতে 'পাতালঘর' নামে নতুন একটি সিনেমা শিগ্‌গির মুক্তি দেওয়া হবে। এরই মধ্যে এ সিনেমাটি বিভিন্ন উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে। অন্যদিকে চলতি মাসেই 'ফুটবল ৭১' নামে নতুন একটি সিনেমার শুটিং শুরু করবেন বলেও জানিয়েছেন তিনি।

এছাড়া ভারতে মুক্তির অপেক্ষায় আছে 'ভয়', 'রকস্টার' নামে দুটি সিনেমা। সিনেমা দুটিতে তার নায়ক হিসাবে আছেন অংকুশ হাজরা ও যশ। 'আবার বিবাহ অভিযান' নামে একটি সিনেমার সিক্যুয়ালের শুটিং শেষ করেছেন তিনি।

নতুন বছরের ব্যস্ততা প্রসঙ্গে নুসরাত ফারিয়া বলেন, 'আসলে কাজে ব্যস্ত থাকতে বেশি ভালো লাগে। গত বছর অনেক সিনেমার কাজ করেছি। যেগুলো নতুন বছর মুক্তি পাবে। আর নতুন বছরও একাধিক সিনেমার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকব। এ বছর দর্শক আমাকে ভিন্ন গল্প ও চরিত্রে দেখতে পাবেন যা আগে কখনো দেখেননি। আশা করি দর্শকদের ভালো লাগবে।'

এদিকে চলতি বছর নুসরাত ফারিয়ার নতুন গানের ভিডিও প্রকাশ করার কথা রয়েছে। এছাড়া উপস্থাপনায়ও দেখা যেতে পারে বলে জানিয়েছেন।

সালমানকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে, দাবি সোমির

মোমবাই,ভারত ঃ সালমান খানের বিরুদ্ধে শারীরিক ও যৌন নির্যাতনের অভিযোগ এনেছেন তার সাবেক প্রেমিকা সোমি আলি। সাবেক এ বলিউড অভিনেত্রীর দাবি, ২০ বছর পরও তার শরীর ও মনের ক্ষত দগদগে, মানসিক ট্রমা আজও কাটিয়ে উঠতে পারেননি তিনি।

শনিবার ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও শেয়ার করে সোমি দাবি করেন, সালমান খান তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন, যাতে ডিসকভারি+ইন্ডিয়াতে সোমির শো 'ফ্লাইট অর ফাইট' সম্প্রচারিত না করা হয়।

এর পর সালমান খানের হাতে অত্যাচারিত হওয়ার অভিযোগ করেন সোমি। এখানেই শেষ নয়, সোমির দাবি সালমানকে নিজের 'অপরাধ' শিকার করতে হবে।

সোমি ওই ভিডিওবার্তায় বলেন, আমি চাই সালমান খান নিজের দোষ শিকার করুক। প্রকাশ্যে বলুক, আমাকে কোন পরিস্থিতিতে ফেলেছিলেন উনি। আমি প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা পেতে চাই। আমি চাই উনি আমার শো থেকে প্রতিবন্ধকতা তুলে নিন। আমি চাই ভারতের মানুষ দেখার সুযোগ পাক আমা সংস্থা নো মোর টিয়ারস কী কাজ করে।

আমি নিজের জীবনের ১৫টা বছর এই সংস্থায় ঢেলেছি। আমার রক্ত-ঘাম মিশে আছে এই এনজিওর সঙ্গে, যা প্রায় ৪০ হাজার পুরুষ আর মহিলার জীবন বাঁচিয়েছে।

সালমান খানের সঙ্গে নাম জড়িয়েছে বহু নারীর। ১৯৯১ থেকে ১৯৯৯ সাল অবধি সালমান প্রেম করেছেন অভিনেত্রী সোমি আলির সঙ্গে, এমনটিই শোনা যায়।

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

শানাকার সেঞ্চুরিতেও শ্রীলংকার হার

নয়াদিল্লি ডেস্কঃ বিরাট কোহলির সেঞ্চুরির জবাবে সেঞ্চুরি করেছেন শ্রীলংকার অধিনায়ক দাসুন শানাকা। তার সেঞ্চুরির পরও হার এড়াতে পারেনি সফরকারীরা। ৩৭৪ রানের বিশাল টার্গেট তাড়ায় ৮ উইকেট হারিয়ে ৩০৬ রানে ইনিংস থামায় শ্রীলংকা। ৬৭ রানের জয়ে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় ভারত।

মঙ্গলবার গুয়াহাটিতে টস হেরে প্রথমে ব্যাট করে স্বাগতিক ভারত। এদিন বিরাট কোহলির (১১৩) সেঞ্চুরি আর রোহিত শর্মা (৮৩) ও শুভমান গিলের (৭০) ফিফটিতে ভর করে ৭ উইকেটে ৩৭৩ রানের পাহাড় গড়ে ভারত। টার্গেট তাড়া করতে নেমে ২৩ রানে ২ উইকেট হারিয়ে কোণটাসা হয়ে যায় শ্রীলংকা। দলের হাল ধরে রাখেন ওপেনার পাথুম নিশানকা।

মিডল অর্ডারে তাকে সঙ্গ দেন চারিথা আসালঙ্কা, ধনঞ্জয়া ডি সিলভা ও অধিনায়ক দাসুন শানাকা।

শানাকা ৪৪ বলে ১০৮ রান করে অপরাজিত থাকেন। ৮০ বলে ৭২ রান করেন নিশানকা। ৪০ বলে ৪৭ রান করেন ডি সিলভা।

আগামী বিশ্বকাপে খেলতে পারে মেসি: স্কালোনি

প্যারিসঃ অবশেষে বিশ্বকাপের শিরোপা জয়ের স্বপ্ন পূরণ হয়েছে আর্জেন্টাইন তারকা লিওনেল মেসির। দীর্ঘ বর্ণিল ক্যারিয়ারে যা তার প্রথম সোনালি ট্রফি অর্জন। সেই সঙ্গে গোল্ডেন বলও জিতেছেন এ ফুটবল জাদুকর। বয়স এখন ৩৫। তবে গোটা টুর্নামেন্টে দুর্দান্ত খেলেছেন মেসি। মাঠের খেলায় বয়সের ছাপ একটুও বোঝা যায়নি। খেলেছেন টগবগে তরুণের মতোই।

বিশ্বকাপ শেষেও আর্জেন্টিনার হয়ে খেলা চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মেসি। তবে আলবিসেলেস্তেদের হয়ে আর কতদিন মাঠ মাতাবেন তা স্পষ্ট করেননি তিনি।

২০২৬ বিশ্বকাপে মেসির বয়স হবে ৩৯। স্বাভাবিকভাবেই ক্যারিয়ারের সায়াহ্নে এসে পৌঁছেছেন ভিনগ্রহের

ফুটবলার। এ সময়ে বুটজোড়া তুলে রাখার প্রস্তুতি নেন খেলোয়াড়রা। তবে আগামী বৈশ্বিক আসরে তাকে পাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী আর্জেন্টনাইন কোচ লিওনেল স্কালোনি।

সংবাদমাধ্যম গোল ডটকমের এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য পাওয়া গেছে। এতে জানানো হয়, রেডিও কালভিয়াকে স্কালোনি বলেছেন, পরবর্তী বিশ্বকাপে যেতে পারবে মেসি।

বিশ্বকাপজয়ী কোচ বলেন, এটি পুরোপুরি নির্ভর করবে মেসির ওপর। আসলে সে কি চায়, সেটি দেখার বিষয়। ও কেমন অনুভব করে তা দেখতে হবে। তার জন্য জাতীয় দলের দরজা সবসময় খোলা। মাঠে এখনো দুর্দান্ত দলের প্রাণভোমরা। আর্জেন্টিনার সঙ্গে সে থাকলে আমাদের জন্য দারুণ হবে।

কাতারে ফাইনালে ফ্রান্সের মুখোমুখি হওয়ার আগে মেসি বলেছিলেন, এটিই হতে যাচ্ছে তার শেষ বিশ্বকাপ। তবে ২০২৬ সালে তাকে খেলার জন্য চাপ দিচ্ছে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ)। সেবার যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায় বসবে ২৩তম আসর।

আর্জেন্টিনাকে জুনে ঢাকায় আনার চেষ্টা

প্যারিসঃ প্রায় এক যুগ পর আবারও লিওনেল মেসির বিশ্বজয়ী আর্জেন্টিনা ফুটবল দলকে ঢাকায় আনার চেষ্টা করছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)। ২০১১ সালে ঢাকায় সংক্ষিপ্ত সফরে মেসিরা যে সুযোগ-সুবিধা পেয়েছিলেন, এবার এলে তাদের আগের চেয়েও বেশি সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল এমপি। জুন কিংবা জুলাইয়ে ফিফার উইন্ডোতে মেসিদের আনার চেষ্টা করছে বাফুফে। এর এক-দুই মাস আগে ঢাকায় সুযোগ-সুবিধা পর্যবেক্ষণের জন্য আসবে তাদের একটি অগ্রবর্তী দল। গত মাসে ২০২২ কাতার বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা চ্যাম্পিয়ন হয় ফাইনালে টাইব্রেকারে ফ্রান্সকে হারিয়ে। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দলের ম্যাচের ভেন্যুর ফ্যাসিলিটিজ সেই মানের হওয়া প্রয়োজন।

মঙ্গলবার জাতীয় হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে প্রধান অতিথি হিসাবে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'গত চারটি বিশ্বকাপ দেখার সুযোগ হয়েছে আমার। এর মধ্যে কাতারের স্টেডিয়ামসহ সবকিছুই ছিল অসাধারণ। মেসিরা এর আগে আমাদের এখানে একবার খেলে গেছে। এটুকু বলতে পারি, আগের বারের চেয়ে এবার অনেক বেশি সুবিধা দেওয়া হবে তাদের।'

বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে সংস্কার কাজ চলছে। এখনো মাঠ প্রস্তুত হয়নি। সূত্রে জানা গেছে, এমনো কাজ বাকি রয়েছে, যার কোনো দরপত্রই হয়নি। এরপরও এপ্রিলের মধ্যে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম বাফুফেকে বুঝিয়ে দেওয়ার কথা বললেন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী, 'মাঠ আমরা মার্চের মধ্যেই বুঝিয়ে দেব। যাতে দ্রুত খেলা আয়োজন করা যায়। গ্যালারির শেডের কাজ বাইরে থেকেও করা যাবে।'

আর্জেন্টিনার বিশাল সমর্থক গোষ্ঠী রয়েছে বাংলাদেশে। বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশে মেসির আর্জেন্টিনাকে আনার বিষয়টি নিয়ে চলছে আলোচনা। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন ইতোমধ্যে আর্জেন্টিনার ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনকে চিঠি দিয়েছে। যদিও সেই চিঠির উত্তর এখনো পায়নি বাফুফে।

২০১১ সালের ৬ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ফিফা প্রীতি ম্যাচে আর্জেন্টিনা ৩-১ গোলে হারিয়েছিল নাইজেরিয়াকে। আর্জেন্টিনার হয়ে একটি গোল করেছিলেন গনজালো হিগুয়াইন ও আনহেল দি মারিয়া। অপর গোলটি ছিল আত্মঘাতী।

এদিকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনাকে বাংলাদেশে প্রীতি ম্যাচ খেলানোর পরিকল্পনা করছে বাফুফে। বাফুফে সভাপতি কাজী সালাউদ্দিন আগের দিন এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, 'আর্জেন্টিনা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। শুধু আর্জেন্টিনার জন্যই সাত মিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ করতে হতে পারে। সব মিলিয়ে ম্যাচ আয়োজনে ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের মতো হতে পারে।' তবে এবার আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষ কারা হবে সেটা নিয়ে এখনো ভাবছেন না বাফুফে সভাপতি, 'আগে আর্জেন্টিনাকে নিশ্চিত করতে চাই। এরপর প্রতিপক্ষ ঠিক করা হবে।'

টানা চার ম্যাচে সিলেটের জয়

ঢাকা ডেস্ক, সিলেট স্ট্রাইকার্সের জয়ের রথ চলছেই। মাশরাফি বিন মুর্তজার নেতৃত্বাধীন দলটির জয়যাত্রা থামাতে ব্যর্থ চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স, ফরচুন বরিশাল, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স ও ঢাকা ডোমিনেটর্স।

মঙ্গলবার নিজেদের চতুর্থ ম্যাচে ঢাকার মুখোমুখি হয় সিলেট। এদিন রীতিমতো ব্যাটিং তাণ্ডব চালান তাওহিদ হৃদয়। শেষ ওভারে বাউন্ডারি হাঁকাতে গিয়ে সীমানার কাছে ক্যাচ তুলে দেন হৃদয়। ৪৬ বলে ৫টি চার ও সমান ছক্কার সাহায্যে ৮৪ রান করে ফেরেন হৃদয়।

হৃদয়ের ৪৬ বলের ৮৪ রানের ঝড়ো ইনিংস আর নাজমুল হোসেন শান্তর ৩৯ বলে ৫৭ রানের ইনিংসে ভর করে ৮ উইকেট হারিয়ে ২০১ রানের পাহাড় গড়ে সিলেট।

বিশাল টার্গেট তাড়া করতে নেমে নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়ে ১৯.৩ ওভারে ১৩৯ রানে অলআউট হয় ঢাকা। দলের হয়ে সর্বোচ্চ ৪৪ রান করেন অধিনায়ক নাসির হোসেন। এছাড়া ৪২ রান করেন মোহাম্মদ মিঠুন।

৬২ রানের জয়ে চার ম্যাচে ৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষস্থান অক্ষুন্ন রাখল সিলেট।

বেলের পর এবার অবসর ঘোষণা দিলেন ফ্রান্সের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক

প্যারিসঃ একই দিনে আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানালেন দুই তারকা ফ্রান্সের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক হুগো লরিস ও ওয়েলসের অধিনায়ক গ্যারেথ বেল। লরিস ক্লাব ক্যারিয়ার চালিয়ে গেলেও সব ধরনের ফুটবল থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন বেল। সোমবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অবসরের সিদ্ধান্ত জানান ওয়েলস তারকা বেল। তবে ভবিষ্যতে অন্য কোনো পরিচয়ে ফুটবলে ফিরবেন নাকি আলোচিত গলফে গড়বেন পরবর্তী ক্যারিয়ার সে ব্যাপারে অবশ্য এখনো কিছুই জানাননি তিনি।

ওয়েলসের হয়ে সর্বোচ্চ ১১১ ম্যাচ খেলে রেকর্ড ৪১ গোল করেছেন বেল। ১৭ বছরের পেশাদার ক্যারিয়ারে খেলেছেন সাউদাম্পটন, টটেনহ্যাম, রিয়াল মাদ্রিদ ও লস অ্যাঞ্জেলস গ্যালাক্সির হয়ে।

অনেকটা অনুমিতভাবে জাতীয় দলের জার্সি তুলে রাখার ঘোষণা দিয়েছেন বিশ্বকাপজয়ী গোলরক্ষক হুগো লরিস। তবে চালিয়ে যাবেন টটেনহ্যামের হয়ে ক্লাব ক্যারিয়ার। ফ্রান্সের হয়ে খেলেছেন রেকর্ড ১৪৫ ম্যাচ। যার মধ্যে ১২২ ম্যাচে ছিলেন লে ব্লুদের অধিনায়ক। ২০১৮ রাশিয়া বিশ্বকাপের আসরে তার নেতৃত্বে বিশ্বকাপ জিতে ফ্রান্স। যদিও কাতারে তা ধরে রাখতে পারেননি।

রিজওয়ান বাবর ফখরের ব্যাটে পাকিস্তানের জয়

ঢাকা ডেস্ক, নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে জয়ে শুরু পাকিস্তানের। দলের জয়ে অনন্য অবদান রাখেন পেসার নাসিম শাহ, তারকা ব্যাটসম্যান মোহাম্মদ রিজওয়ান, বাবর আজম ও ফখর জামান।

সোমবার করাচির জাতীয় স্টেডিয়ামে টস জিতে নিউজিল্যান্ডকে প্রথমে ব্যাটিংয়ে পাঠায় স্বাগতিক পাকিস্তান। আগে ব্যাটিংয়ে নেমে ৬৯ রানে ৩ উইকেট হারায় নিউজিল্যান্ড।

এরপর টম ল্যাথাম (৪২), মিচেল ব্রেসওয়েল (৪৩), ড্রেইরি মিচেল (৩৬) ও গ্লেন ফিলিপসের (৩৭) দায়িত্বশীল ব্যাটিংয়ে ৯ উইকেট হারিয়ে ২৫৫ রান করে নিউজিল্যান্ড। পাকিস্তানের হয়ে ৫৭ রানে ৫ উইকেট নেন নাসিম শাহ।

টার্গেট তাড়া করতে নেমে দলীয় ৩০ রানে ফেরেন ওপেনার ইমাম-উল-হক (১১)। এরপর ফখর জামান (৫৬), মোহাম্মদ রিজওয়ান (৭৭×), বাবর আজম (৬৬) ও হারিস সোহলের (৩২) ব্যাটিং নৈপূণ্যে ১১ বল হাতে রেখেই ৬ উইকেটের জয় নিশ্চিত করে পাকিস্তান।

এই জয়ে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ১-০তে এগিয়ে গেল পাকিস্তান। আগামী বুধ ও শুক্রবার সিরিজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ম্যাচটি করাচি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে।

শচীনের যে রেকর্ড ভাঙলেন কোহলি

নয়াদিল্লি ডেস্কঃ শ্রীলংকার বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের প্রথম খেলায় গুয়াহাটিতে সেঞ্চুরি (৮৭ বলে ১১১ রান) করেছেন বিরাট কোহলি। বছরের শুরুতেই শতক হাঁকান তিনি।

এদিন সেঞ্চুরি করার মধ্য দিয়ে ওয়ানডেতে শচীন টেন্ডুলকারের রেকর্ড ভাঙ্গার পথে আরেক ধাপ এগিয়ে গেলেন ভারতীয় সাবেক এই অধিনায়ক। এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে পারলে এ বছরই কিংবদন্তি শচীনকে ছাড়িয়ে যাবেন কোহিল।

মঙ্গলবার গুয়াহাটির বারসাপাড়া ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের ৭৩তম সেঞ্চুরি হাঁকান কোহলি। শ্রীলংকার বিপক্ষে ওয়ানডেতে কোহলির এটি নবম সেঞ্চুরি। এক্ষেত্রে তিনি পিছনে ফেলেছেন শচীন টেন্ডুলকারকে। লংকানদের বিপক্ষে শচীন করেন আটটি সেঞ্চুরি।

www.jonmobhumi.com

রান্নাবান্না

হাঁসের মাংস দিয়ে বিদেশি রেসিপি

শীতের সময় হাঁসের মাংসের স্বাদই আলাদা। বানানো যায় বিদেশি ঘরানার খাবারও। ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের হাঁসের মাংসের রেসিপি দিয়েছেন সেলিনা আক্তার

হাঁসের ট্যাকোস

ট্যাকোসের উপকরণ: হাঁসের বুকের মাংস ২ টুকরা, লাল মরিচগুঁড়া ১ চা-চামচ, ধনেগুঁড়া সিকি চা-চামচ, জিরাগুঁড়া সিকি চা-চামচ, আদা পাউডার সিকি চা-চামচ, রসুন পাউডার সিকি চা-চামচ, পেঁয়াজ পাউডার সিকি চা-চামচ, গোলমরিচগুঁড়া সিকি চা-চামচ, অরিগানো সিকি চা-চামচ, শুকনো মরিচগুঁড়া সিকি চা-চামচ, লবণ স্বাদমতো, জলপাই তেল ২ টেবিল চামচ, ট্যাকো শেল (বাজারে কিনতে পাওয়া যায়) ৬টি, চিজ পরিবেশনের জন্য।

প্রণালি: প্রথমে মাংসের টুকরা ভালো করে ধুয়ে নিন। কিচেন টিস্যু দিয়ে পানি মুছে নেবেন। এবার মাংসের টুকরাগুলো সব মসলা দিয়ে মাখিয়ে ২ ঘণ্টা রেখে দিন। এরপর টুকরাগুলো চুলায় প্যানে শ্যালো ফ্রাই করে নামিয়ে নিন। একটু ঠান্ডা হলে মাংসের টুকরাগুলো হাত দিয়ে ছিঁড়ে নিন। ওভেন ১৮০ ডিগ্রিতে প্রি হিট করুন এবং ট্যাকো শেলগুলো ৩ মিনিট বেক করে গরম ওভেনে আরও ৩ মিনিট রেখে দিন।

সালসার উপকরণ: বিচি ছাড়া টমেটোকুচি আধা কাপ, সবুজ, হলুদ, লাল রঙের ক্যাপসিকাম মিলিয়ে সিকি কাপ, পেঁয়াজ গোল করে কুচি ২ টেবিল চামচ, ধনেপাতাকুচি পছন্দমতো, লেটুসকুচি পছন্দমতো, লেবুর রস ১ টেবিল চামচ, গোলমরিচগুঁড়া সিকি চা-চামচ, জলপাই তেল ১ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো।

প্রণালি: সব একসঙ্গে মিশিয়ে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে সালসা।

ট্যাকোস সসের উপকরণ: মেয়নেজ সিকি কাপ, টমেটো কেচাপ ২ টেবিল চামচ, ইয়েলো মাস্টার্ড পেস্ট ১ চা-চামচ, গোলমরিচগুঁড়া সিকি চা-চামচ, হট সস ১ টেবিল চামচ।

প্রণালি: সব একসঙ্গে ভালো করে মেশালেই সস তৈরি হয়ে যাবে।

পরিবেশন: পরিবেশনের জন্য লাগবে গ্রেট করা চিজ। মাংসের সঙ্গে অর্ধেক ট্যাকোস সস মিশিয়ে নিন। প্রথমে শেলে মাংসের ফিলিং এরপর সালসা ও ওপরে লেটুস ও গ্রেটেড চিজ ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

হাঁসের পাস্তা সালাদ

উপকরণ: হাঁসের বুকের মাংস ২ টুকরা, শর্ষেবাটা ১ চা-চামচ, আদাগুঁড়া ১ চা-চামচ, রসুনগুঁড়া ১ চা-চামচ, ওরস্টারশায়ার সস ১ টেবিল চামচ, গোলমরিচগুঁড়া সামান্য, লবণ সিকি চা-চামচ, ইতালিয়ান হার্বস সিকি চা-চামচ, জলপাই তেল ২ টেবিল চামচ।

প্রণালি: তেল ছাড়া সব একসঙ্গে মিশিয়ে ৪ থেকে ৫ ঘণ্টা মেরিনেট করুন। ফ্রাইপ্যানে তেল দিয়ে উল্টে-পাল্টে ভেজে নিয়ে কিছুক্ষণ ঢেকে রাখুন। সেদ্ধ হলে ভাজা ভাজা করে নামিয়ে স্লাইস করে নিন।

সালাদের উপকরণ: সামান্য লবণ দিয়ে সেদ্ধ করা পাস্তা ১ কাপ, স্লাইস পেঁয়াজ ২ টেবিল চামচ, স্লাইস শসা আধা কাপ, স্টিম সুইটকর্ন সিকি কাপ, স্লাইস টমেটো সিকি কাপ, পাতলা জুলিয়ান করে কাটা ক্যাপসিকাম সিকি কাপ, লেটুস পাতা পছন্দমতো, প্রিং অনিয়ন পছন্দমতো।

ড্রেসিংয়ের উপকরণ: জলপাই তেল সিকি কাপ, দিজন মাস্টার্ড ১ টেবিল চামচ, ইতালিয়ান হার্বস ১ চা-চামচ, বালসামিক ভিনেগার ২ টেবিল চামচ, লেবুর রস ১ টেবিল চামচ, গোলমরিচগুঁড়া ১ চা-চামচ, মধু ১ টেবিল চামচ, চিনি ১ চা-চামচ, লবণ আধা চা-চামচ।

প্রণালি: প্রথমে একটি বোলে সেদ্ধ পাস্তা নিন। এরপর শসা, সুইটকর্ন, পেঁয়াজ, ক্যাপসিকাম তৈরি করে রাখা হাঁসের মাংসের টুকরো-সব নিন। ড্রেসিংয়ের সব উপকরণ খুব ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে ঘন ড্রেসিং তৈরি করে নিন। এবার সালাদের বোলে ড্রেসিং ঢেলে মিশিয়ে নিন এবং পরিবেশন করুন।

ব্রোকেন গ্লাস পুডিং

উপকরণ

লাল জেলাটিন ১ প্যাকেট, সবুজ জেলাটিন ১ প্যাকেট, দুধ ২৫০ মিলি, চিনি ৪ টেবিল চামচ, আগার আগার ২ চা চামচ, ভ্যানিলা এসেন্স কয়েক ফোঁটা।

যেভাবে তৈরি করবেন

১.প্রথমে জেলাটিন আলাদা করে ১ কাপের কম পানি দিয়ে জ্বাল দিয়ে ঠাণ্ডা করে সমান পাত্রে আলাদা করে রেখে জমতে দিন।

২.দুধে চিনি দিয়ে জ্বাল দিন।

৩.এবার আগার আগার গুলিয়ে দিন ও ভ্যানিলা এসেন্স দিয়ে নামিয়ে ঠাণ্ডা করুন।

৪.এবার জেলোগুলো এক ইঞ্চি মাপে কাটুন।

৫.পছন্দসই পাত্রে জেলো সাজিয়ে ওপরে দুধ দিয়ে রেফ্রিজারেটরে রেখে দিন দুই ঘণ্টা। দুই ঘণ্টা পর জমে শক্ত হয়ে যাবে। এরপর কেটে পরিবেশন করুন।

আপেলের শাহি মিঠাই

উপকরণ

মিষ্টি আপেল ৩টি, চিনি ৩ টেবিল চামচ, গুঁড়া দুধ ২ টেবিল চামচ, ঘি ২ টেবিল চামচ, এলাচি গুঁড়া খুব সামান্য, ভাজা কাজুবাদাম ১০০ গ্রাম, কিশমিশ ১০০ গ্রাম, ফুড কালার লাল কয়েক ফোঁটা।

যেভাবে তৈরি করবেন

১.আপেলের খোসা ছাড়িয়ে ছোট কিউব করে কেটে নিন।

২.পাত্রে ঘি দিয়ে আপেল দিয়ে নাড়তে থাকুন।

৩.এখন চিনি আর এলাচি গুঁড়া দিয়ে নাড়ুন।

৪.চিনির পানি শুকিয়ে এলে গুঁড়া দুধ দিয়ে নাড়ুন।

৫.এবার ফুড কালার দিন, নামানোর আগে কাজুবাদাম আর কিশমিশ দিয়ে নামিয়ে নিন এবং ঠাণ্ডা করে পরিবেশন করুন।

ভেজিটেবল পাস্তা

উপকরণ : ১২০ গ্রাম পাস্তা, ১/৪ কাপ ক্যাপসিকাম টুকরা, ১/৪ কাপ পেঁয়াজ টুকরা, ১/৪ কাপ বাঁধাকপি টুকরা, ১/৪ কাপ গাজর টুকরা, ১/৪ কাপ মিষ্টি কুমড়া টুকরা, ১/৪ কাপ টমেটো টুকরা, ১/৪ কাপ শসা, পনির কুচি, অলিভ অয়েল, ২-৩ কোয়া রসুন কুচি, ২টি কাঁচামরিচ কুচি, ১ চা চামচ অরিগানো, লবণ, গোলমরিচ স্বাদমতো, ১ টেবিল চামচ টমেটো কেচাপ, ১ চা চামচ সয়াসস।

প্রস্তুত প্রণালি : প্রথমে পাস্তা সামান্য লবণ ও তেল দিয়ে সেদ্ধ করে নিন। চুলায় তেল গরম করতে দিন। এতে রসুন কুচি দিয়ে নাড়ুন। বাদামি রঙ হয়ে এলে এতে পেঁয়াজ কুচি, গাজর ও ক্যাপসিকাম কুচি দিয়ে কয়েক মিনিট রান্না করুন। এরপর এতে বাঁধাকপি কুচি, টমেটো কেচাপ, মিষ্টি কুমড়া, শসা, টমেটো, চিলি সস, লবণ ও গোলমরিচের গুঁড়া দিন। একটু নেড়ে পনির কুচি ও অরিগানো ছিটিয়ে নামিয়ে নিন। চাইলে এতে আপনার পছন্দমতো মাংস দিতে পারেন।

ভেজিটেবল টেরিন

উপকরণ :পাউরুটি ৪/৫ পিস, ক্যাপসিকাম কুচি ১ কাপ, শসা কুচি ১ কাপ, টমেটো কুচি ১ কাপ, মিষ্টি কুমড়া কুচি ১ কাপ, বাঁধাকপি কুচি ১ কাপ, তরল দুধ ১/৪ কাপ, আলুভর্তা ৪ টেবিল-চামচ, ব্রেডক্রাম আধা কাপ, পনির কুচি ১ কাপ, পেঁয়াজ কুচি ১ কাপ, কাঁচামরিচ কুচি ৭টি, ধনেপাতা কুচি আধা কাপ, টমেটো কেচাপ ১/৪ কাপ, অলিভ অয়েল ২ টেবিল-চামচ, অরিগানো সামান্য, লবণ ও গোলমরিচ গুঁড়া স্বাদমতো।

প্রস্তুত প্রণালি :প্যানে তেল গরম করে সবজিগুলো হালকা করে কষাতে হবে। বড় একটি বাটিতে ডিম, আলু, ব্রেডক্রাম, দুধ, লবণ ও গোলমরিচ গুঁড়া

একসঙ্গে ফেটিয়ে নিন। ডিমের মিশ্রণের সঙ্গে ঠাণ্ডা হওয়া সবজি ও ধনেপাতা কুচি মিশিয়ে নিন। এবার বেকিং ডিশে তেল দিয়ে সবজি ও ডিমের মিশ্রণটি দিয়ে তার ওপর টমেটো কেচাপ ও পনির কুচি ছিটিয়ে ডিশটি ওভেনে ঢুকিয়ে ২০০ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রায় ২৫ মিনিট বেক করুন। হয়ে গেলে ১০ মিনিট ঠাণ্ডা হতে দিন। সার্ভিং ডিশে উল্টিয়ে বের করে ছুরি দিয়ে কেটে পরিবেশন করুন দারুণ মজার ভেজিটেবল টেরিন।

পাঁচ রকমের পাটিসাপটা

শীত এলেই পিঠা-পুলি খাওয়ার ধুম পড়ে যায়। কয়েক রকমের পুলির রেসিপি দিয়েছেন জিন্নাত রায়হান সুমী।

ছবি : তারেক আজিজ নিশক

ক্ষীরসা

উপকরণ

পোলাও চালের গুঁড়া ২ কাপ, গুঁড়ো দুধ ২ টেবিল চামচ, খেজুরের গুড় ১ কাপের ৪ ভাগের ১ ভাগ, তেল আধা কাপ, ময়দা ১ কাপের ৪ ভাগের ১ ভাগ, ডিম ১টি, লবণ এক চিমটি, বেকিং পাউডার আধা চা চামচ।

গোলা তৈরি : তেল ছাড়া সব উপকরণ পরিমাণমতো পানি দিয়ে মেখে রেখে দিন ২ ঘণ্টা। পাতলা গোলা হবে।

ক্ষীরসার উপকরণ

দুধ ২ লিটার, মালাই আধা কাপ, পালাও চালের গুঁড়া ২ কাপ, চিনি ৩ টেবিল চামচ।

পুর তৈরি

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

নিউইয়র্কে জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মইনুলকে শো'কজ

করপোরেশন গঠন করে সম্প্রতি এস্টারিয়ায় ১টি ২ ফ্যামেলির বাড়ি কেনা হয়। যার নাম দেয়া হয়েছে জালালাবাদ ভবন। এই বাড়ি ক্রয়কালে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র ফান্ড ব্যবহার করা হয়েছে। গত ৮ জানুয়ারি রোববার ভবনটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। এতে বৃহত্তর সিলেটের উল্লেখযোগ্য সংখক সিলেটবাসী উপস্থিত ছিলেন। কমিউনিটির বেশকিছু নেতৃবৃন্দও ছিলেন উপস্থিত। তবে এসোসিয়েশনের সভাপতি বদরুল খান, যুগ্ম সাধারন সম্পাদক রোকন উদ্দীনসহ কার্যকরি কমিটির অধিকাংশ সদস্য অনুপস্থিত ছিলেন।ভবনকে ব্যক্তি মালিকানাধীন অভিহিত করে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক'র ভবনের নামে অপপ্রচারের প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতি দেন সভাপতি বদরুল খানসহ কমিটির ১৩ সদস্য।

১০ জানুয়ারি বুধবার সংগঠনের গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ ৬ এর ধারা ৭ (ক), ৯(গ) ও ১৬ (৬) লংঘনের অভিযোগে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলামকে কারন দর্শানোর নোটিশ দেয়া হয়েছে। নোটিশে সংগঠনের অর্থ তহবিলে ফেরত না দেয়া ও জালালাবাদ ইউএসএ ইনক করপোরেশন এর নামে কেনা বাড়িকে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা 'র কার্যালয় হিসেবে অপপ্রচারের জন্য কেন সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেয়া হবে না বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

সংগঠনের সভাপতি বদরুল খানের নেতৃত্বাধীন অংশের প্রচার ও দফতর সম্পাদক ফয়সাল আলম স্বাক্ষরিত সংবাদপত্রে প্রেরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে মইনুল ইসলামকে 'শো কজের' তথ্য রয়েছে। এতে বলা হয়েছে, গত ৯ই জানুয়ারি ২০২৩ সোমবার সন্ধ্যা ৭ টায় নিউইয়র্কের ওজন পার্কের মমোস পার্টি হলে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক'র কার্যকরী কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি বদরুল খানের সভাপতিত্বে এবং সহ সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিমের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় সংগঠনকে এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন সহ সভাপতি এম ডি লোকমান হোসেন, সহ সভাপতি সফিউদ্দিন তালুকদার, সহ-সাধারণ সম্পাধক রোকন হাকিম, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলিম, সাহিত্য সম্পাদক হোসেন আহমদ, ক্রীড়া সম্পাদক মান্না মুনতাসির, সমাজকল্যাণ সম্পাদক জাহিদ হাসান, আইন ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক বুরহান উদ্দিন, প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক ফয়সাল আলম, কার্যকরী সদস্য শামীম আহমদ, মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন মানিক। সভায় সংগঠনকে এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্তসমূহ :

(এক) বিগত ৭ই অক্টোবর ২০২২ অনুষ্ঠিত সংগঠনের কার্যকরী পরিষদ ও ট্রাস্টিবোর্ডের যৌথ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষে আলোচনা ও অবহিতকরণ। ৭ই জানুয়ারী ২০২৩ সংগঠনের সভাপতির সমিপে সংগঠনের ট্রাস্টি বোর্ডের নোটিশ বা নির্দেশনার আলোকে আলোচনা হয়। তারই প্রেক্ষিতে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় যে, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ময়নুল ইসলামকে নিজের কর্পোরেশন 'জালালাবাদ ইউএসএ ইনক'র নামে বাড়ি ক্রয়ে বিগত কমিটির কোষাধ্যক্ষ থাকাবস্থায় সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক ও অগঠনতান্ত্রিক পন্থায় সংগঠনের ব্যাংক হিসাব থেকে উত্তোলনকৃত সমুদয় অর্থ (উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক) অনতিবিলম্বে সংগঠনের ব্যাংক একাউন্টে জমা দেওয়ার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ও উপরন্তু, উল্লেখিত ভবনকে কার্যকরী কমিটি বা উপদেষ্টা পরিষদের অনুমতি ব্যতিরেকে জালালাবাদ এসোসিয়েশনের কার্যালয় বা ভবন হিসাবে অপপ্রচার চালানোর অভিযোগে "জালালাবাদ ইউএসএ ইনক' কর্পোরেশনের নামে অসাংগঠনিক পন্থায় জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক'র ব্যাংক হিসাব থেকে উত্তোলিত সমুদয় অর্থ কেন সংগঠনের ব্যাংক একাউন্টে জমা দেওয়া হয়নি এবং উল্লেখিত ভবনকে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক'র কার্যালয় হিসেবে অপপ্রচারের জন্য কেন সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না" মর্মে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(দুই) সংগঠনের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৬ই ফেব্রুয়ারি ২০২৩ সোমবার। (সভার স্থান ও সময় পরে জানানো হবে)।

(তিন) জালালাবাদ এসোসিয়েশনের পরিস্থিতির আলোকে সংগঠনের প্রাক্তন কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৬ই জানুয়ারি, সোমবার। (সভার স্থান ও সময় পরে জানানো হবে)।

(চার) যথাযোগ্য মর্যাদায় আগামী একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও জাতীয় শোক দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(৫) যথাযোগ্য মর্যাদায় বাঙালির মহান স্বাধীনতা দিবস পালন উপলক্ষে আগামী ২৬শে মার্চ ২০২৩ রবিবার ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হবে।

(৬) বিগত সময়ে বাংলাদেশে সৃষ্ট বন্যায় দুর্গতদের মাঝে ৳২৩,০০০ (তেইশ হাজার ডলার) বিতরণ উপলক্ষে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সদস্যগণ হলেন- সহ সভাপতি শফিউদ্দিন তালুকদার, সহ-সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলিম।

নোটিশের ব্যাপারে সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম যা বলেছেন-----------

এদিকে বুধবার রাাতে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র নোটিশের ব্যাপারে সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম বলেছেন, কারন দর্শানোর নোটিশ 'ইনভেলিড'। আমি একজন নির্বাচিত সাধারন সম্পাদক। ট্রাস্টিবোর্ড কখনোই তাদের সিদ্ধান্ত আমাকে লিখিতভাবে দেননি। তারা একটি মধ্যরাতে অন্ধকার বেজমেন্টে তা বলেছিল। আমি তা অনেককেই জানিয়েছিলাম। দয়া করে সাবেক সভাপতি মইনুল হক চৌধুরী ও সাবেক সাধারন সম্পাদক মিজানুর রহমান শেফাজের সাথে কথা বলুন। কারন ভবনটি কেনা হয়েছিল গত কমিটির মাধ্যমে। আমি মইনুল চৌধুরী ও শেফাজের সাথে লিগাল এগ্রিমেন্ট ও রিলিজপত্র স্বাক্ষর করেছিলাম। আমি এটা করেছি শুধু ট্রানজিশনাল পিরিয়ডের জন্য। যখনই আমি ৬ লাখ ১০ হাজার ডলারের মর্টগেজ ও অন্যান্য খরচের দায় থেকে মুক্ত হবো তখনই ক্রয়কৃত ভবনটি জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র কাছে ট্রান্সফার করতে বাধ্য থাকব।

সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম আরও বলেন, এই ভবনটির দাম এখন ১,৫ মিলিয়ন ডলার। আমার বোধগম্য হচ্ছে না বর্তমান সভাপতি কেন কমিউনিটি, কার্যকরি কমিটি ও ট্রাস্টি বোর্ডে এই ভবনের বিরুদ্ধে বিষ ছড়াচ্ছেন। আমি কোনভাবেই এই মুল্যবান সম্পদ হাতছাড়া হতে দেব না। এসোসিয়েশনের সাধারন সদস্যরাই এই ভবনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে। ৫ জনের গ্রুপে কাজ হবে না (এটাই হচ্ছে বর্তমান প্রেসিডেন্টের খারাপ নেতৃত্ব)। সবাই জানেন, ফিলাডেলফিয়ার ভবন তিনিই বিক্রি করেছিলেন। তিনি সবাইকে রেখেছিলেন অন্ধকারে। তিনিই বিনা প্রয়োজনে এস্টোরিয়ায় অফিস ভাড়া করে অর্থ অপচয় করেছেন। মইনুল ইসলাম বর্তমান সভাপতির উদ্দেশ্যে বলেন, আপনি কি এমন একটি প্রোপার্টি কিনতে পারবেন? আমি নিশ্চিত, তা আরও ৩০ বছর লাগবে। ঘৃনাকারিরা (হেটারস) অফিসটি দেখে যান । তারপর বিরোধিতা করুন ।-**প্রেস বিজ্ঞপ্তি**

এবার ঢাকায় আসছেন ডোনাল্ড লু অগ্রাধিকার পাবে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক

আসবে।ওয়াশিংটনের স্থানীয় সময় অনুযায়ী, গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্রের পক্ষ থেকে এসব তথ্য জানানো হয়েছে। সফলকালে ডোনাল্ড লু দুই দেশের সম্পর্কের বিভিন্ন বিষয়সহ অন্যান্য ইস্যু নিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেনসহ সরকারের প্রতিনিধি ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন।

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক জ্যেষ্ঠ পরিচালক রিয়ার অ্যাডমিরাল এইলিন লুবাখারের পর চলতি মাসে ডোনাল্ড লু হবেন বাংলাদেশ সফরকারী দ্বিতীয় কোনো জ্যেষ্ঠ মার্কিন কর্মকর্তা। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বিশেষ সহকারী এইলিন লুবাখার চার দিনের সফরে গত শনিবার বাংলাদেশে এসেছিলেন। গতকাল তিনি ঢাকা ত্যাগ করেন।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র জানান, ডোনাল্ড লু জ্বালানি, বাণিজ্য, নিরাপত্তা সহযোগিতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, শ্রম অধিকার, মানবাধিকারসহ নানা ধরনের অগ্রাধিকারের বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য ১২ থেকে ১৫ জানুয়ারি ভারত ও বাংলাদেশ সফর করবেন।

ডোনাল্ড লু দিল্লিতে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র ফোরামে অংশ নেবেন। ভারত সফরের সময় তিনি দেশটির জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের সঙ্গে জ্বালানি, বাণিজ্য, নিরাপত্তা ও মানবাধিকার সুরক্ষাসংক্রান্ত সহযোগিতা সম্প্রসারণের বিষয়ে আলোচনা করবেন।

কূটনৈতিক সূত্রে জানা গেছে, ডোনাল্ড লু ১৪ ও ১৫ জানুয়ারি ঢাকা সফর করবেন। ঢাকা সফরকালে ১৫ জানুয়ারি তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম ও পররাষ্ট্রসচিব মাসুদ বিন মোমেনের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন। পাশাপাশি তিনি নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলবেন।

একটা দেশ ও জাতির উন্নয়ন ক্ষমতার দীর্ঘায়ুর কারণে হয় না বরং ক্ষমতার দীর্ঘায়ুর কারণে দল ও ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারিতার চরম পর্যায়ে উপনিত হয় উদাহরণ আ'লীগ ও হাসিনা

যদি কোন ব্যক্তি বা দল দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থাকে সে দল ও ব্যক্তি ক্ষমতালোভী হয়ে উঠে। সে চায় তার পরিবার আত্মীয়-স্বজনদের ভাগিদার করে আরো দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থাকতে। ফলে সরকারের সকল মন্ত্রী, এমপি, দলের চামচা থেকে শুরু করে আমলা-কামলা সবাই দুর্নীতিপরায়ন হয়ে উঠে। কারো কাছে হিসেব বা জবাবদিহিতার প্রয়োজন দেখা দেয় না, কে কার কাছে জবাব দিবে সবার চরিত্রই নর্দমার মতো অপবিত্র।

দেশ উন্নয়ন ও একটা সুন্দর জাতি গঠনে প্রয়োজন দেশে সঠিক গণতন্ত্র চর্চা, স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন, আইনের শাসন কায়েম, মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ ও পদোন্নতি। এসবই সম্ভব হবে যদি নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণ স্বাধীন, সৎ ও নিরপেক্ষ হয়। তার জন্য প্রয়োজন সেনা সমর্থিত একটি স্বল্প সময়ের নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার। যে সরকারের মেয়াদ ১০০ দিন থেকে ১৫০ দিন, তার মধ্যে ভোটার ভোটার তালিকা প্রণয়ন, দলীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের অপসারণ ও বদলি এবং সকল রাজনৈতিক দল (সর্বোচ্চ ১০টি দল) নাকে খৎ দিয়ে নির্বাচনে অঙ্গীকার করলে তার সরকারের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলাপ আলোচনা করে একটা তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করে পরবর্তি নির্বাচনের প্রস্তুতি নেয়া।

উল্লেখ্য যে, দুই মেয়াদ অর্থাৎ ১০ বছরের বেশি একাধারে কোন ব্যক্তি সরকার প্রধান, মন্ত্রী ও এমপি হতে পারবেন না। নির্বাচনে যেকোন সহিংস কর্মকান্ড রুখতে সেনাবাহিনী দায়িত্ব পালন করবে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান সহ অন্য সকল সদস্যদের দেশের সর্বোচ্চ আদালতে হলফ-নামা জমা করতে হবে যে, নির্বাচন সমাপ্ত ও নতুন সরকার গঠনের পর ৬ মাস পর্যন্ত কেউ দেশের বাইরে যেতে পারবে না। তাদের বিরুদ্ধে যদি কোন স্বজনপ্রিয়তা বা দুর্নীতির অভিযোগ থাকে তবে তা খতিয়ে দেখার সুযোগ থাকতে হবে। যেন ফখরুদ্দিন মঈনুদ্দিনদের মতো দেশ থেকে পালানোর সুযোগ না থাকে। তাহলে দেখবেন এদেশ ও জাতি বিশ্বে সভ্য ও শান্তির দেশ হিসেবে অন্যতম স্থান করে নেবে। উন্নয়ন সরকারের রুটিন মোতাবেক কাজ, যে সরকারের আসবে তবে তারাও জবাবদিহিতা থাকবে।

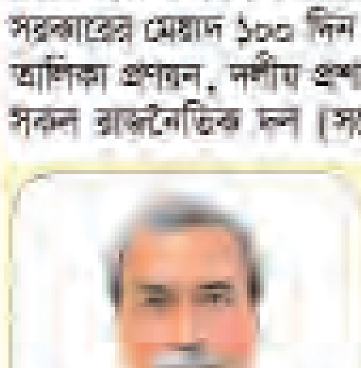

ধন্যবাদান্তে

মোঃ নুরুল ইসলাম (হাজী ইসলাম)
১৯৭১ সালে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের কাঠালিয়া নামক মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা লিডার। (অম্বরপুর, চান্দিনা, কুমিল্লা)
নিউইয়র্কঃ ৭১৮-৬৬৬-৫৯৪৬

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

সোহরাব হাসান

কিন্তু দেখা যাচ্ছে অতীতে ক্ষমতাসীনেরা যে ধরনের অগণতান্ত্রিক ও হঠকারী কর্মকাণ্ড চালিয়েছে বর্তমানে যারা ক্ষমতায় আছে, তারাও সেই একই পথে হাঁটছে। ইতিহাস থেকে শিক্ষা না নিয়ে জনগণকে শিক্ষা দেওয়ার পথই বেছে নিয়েছে।

বিএনপির গণ-অবস্থানের কর্মসূচি আগেই ঘোষণা করা হয়েছে ১১ জানুয়ারি। আওয়ামী লীগও চাইলে অন্য দিন তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচি নিতে পারে। এটাই গণতন্ত্রের রীতি। কিন্তু আওয়ামী লীগ যদি সেটা না করে ১১ জানুয়ারিতে পাহারা কর্মসূচির জন্য গো ধরে বসে থাকে, সেটা হবে পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া করা। একই দিন আওয়ামী লীগের কর্মসূচির দুটি উদ্দেশ্য হতে পারে। প্রথমত, ওই দিন বিএনপি ও তাদের সহযোগীদের সঙ্গে নিজেরাও আলোচনায় থাকা। সংবাদমাধ্যমে কাভারেজ পাওয়া। ক্ষমতাসীন দল তো সব সময়ই মিডিয়া কাভারেজে এগিয়ে। তাদের উপজেলা পর্যায়ের নেতা বক্তব্য দিলেও সেটি গণমাধ্যমে আসে। সে জন্য বিএনপির কর্মসূচির দিনই কেন বেছে নিতে হবে?

দ্বিতীয় এবং সবচেয়ে বিপজ্জনক দিকটি হলো, বিএনপি বা বিরোধী দলের কর্মসূচিকে বাধাগ্রস্ত করা। একই শহরে দুই বড় দলের পাশাপাশি বা কাছাকাছি কর্মসূচি থাকলে জনগণের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। এসব ক্ষেত্রে সরকার বা প্রশাসনের একটিই কাজ হয়, দুই পক্ষকেই কর্মসূচি থেকে বিরত রাখা। স্থানীয় পর্যায়ে এ রকম ঘটনা অনেকবার ঘটেছে। কিন্তু ঢাকায় একটি বড় দলের কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে তার পুনরাবৃত্তি কোনোভাবে কাম্য হতে পারে না।

গণতান্ত্রিক রীতিনীতির প্রতি ন্যূনতম শ্রদ্ধা থাকলে আওয়ামী লীগের ১১ তারিখ কোনো কর্মসূচি নেওয়া উচিত হবে না। কারণ এতে জনশান্তি ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাদের উচিত, কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নেওয়া। তা ছাড়া কর্মদিবস হিসেবে ১১ জানুয়ারি অফিস আদালত সবই খোলা, এমন দিনে পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি নিলে কোনো অঘটন ঘটলে তার দায় আওয়ামী লীগকেই নিতে হবে।

আমাদের প্রত্যাশা থাকবে, বিএনপি ১১ জানুয়ারি যে অবস্থান কর্মসূচি নিয়েছে, সেটি শান্তিপূর্ণভাবে পালন করতে দেওয়া। আওয়ামী লীগ চাইলে অন্য দিন কর্মসূচি পালন করুক। গণতান্ত্রিক রীতিনীতির প্রতি ন্যূনতম শ্রদ্ধা থাকলে আওয়ামী লীগের ১১ তারিখ কোনো কর্মসূচি নেওয়া উচিত হবে না। কারণ এতে জনশান্তি ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাদের উচিত, কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নেওয়া। তা ছাড়া কর্মদিবস হিসেবে ১১ জানুয়ারি অফিস আদালত সবই খোলা, এমন দিনে পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি নিলে কোনো অঘটন ঘটলে তার দায় আওয়ামী লীগকেই নিতে হবে।

Nowsher Chowdhury
Legal Consultant
Cell: 929-328-5666
Jackson Heights Office:

রাজনৈতিক আশ্রয়ের প্রক্রিয়া ও ইমিগ্রেশনের যাবতীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন। অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এই প্রতিষ্ঠান
3755 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
E-mail: newrono1962@gmail.com

শ্রাবনী মুভিং
আপনি কি নতুন বাসায় মুভ করার কথা ভাবছেন? নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে আমরা আমেরিকার যে কোন স্থানে কম খরচে এবং যত্ন সহকারে মুভিং এর দায়িত্ব পালন করে থাকি। আমাদের রয়েছে এয়ারপোর্ট সার্ভিস। এছাড়া যে কোন স্টেটে ১৫ সিটিংয়ের ভ্যান ও ড্রাইভার ভাড়া দিয়ে থাকি। আমরা গ্রীন ক্যাবও ভাড়া দিয়ে থাকি।
যোগাযোগ: ৯১৭-৪০৭-১১৭৭ সেল

ইমাম মাহদী (আ:)-এর আবির্ভাব
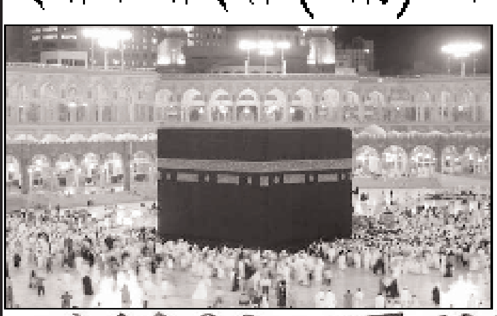

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)
পবিত্র কুরআন-হাদীস প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী (আ:) যথাসময়ে আবির্ভূত হয়েছেন। বর্তমানে তাঁর পঞ্চম খলিফার নেতৃত্বাধীন বিশ্বের ২০০টির অধিক দেশে তাঁর জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন :
www.alislam.org, www.MTA.TV এবং
আমাদের বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org
বিস্তারিত জানার জন্য সরাসরি প্রশ্ন করুনঃ
Call to 1-800-949-4752 and press option 3 to speak Bangla
E-mail: bangla.desk@yahoo.com

নিউইয়র্কে সাংবাদিক মাইন উদ্দিন আহমেদ স্মরণ সভা

ব্যতিক্রমী এই সভায় বক্তারা মরহুমের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, ব্যক্তিগত জীবনে মাইন উদ্দিন আহমেদ ছিলেন একজন আলোকিত মানুষ, আপাদমস্তক সাংবাদিক, নিভৃতচারী হাসিখুশি জেনটেলম্যান। তিনি তার কথায়, আচার-আচরণ বা ব্যবহারে কাউকে কোনদিন কষ্ট দিয়েছেন এমন কথা তার শত্রুরাও বলতে পারবেন না। নিউইয়র্ক তথা যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে অনেকটা বিনা চিকিৎসায় সাংবাদিক মাইন উদ্দিন অসময়ে-ই চলে গেলেন। তার আকস্মিক মৃত্যুতে নিউইয়র্কের সাংবাদিক মহল একজন ঘনিষ্ট স্বজনকে হারালো।

উল্লেখ্য, ঢাকাস্থ জাতীয় প্রেসক্লাব ও নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের অন্যতম সদস্য এবং নিউইয়র্ক বাংলা ডটকম এর বিশেষ প্রতিনিধি মাইন উদ্দিন আহমেদ ৬৯ বছর বয়সে গত ১ জানুয়ারী রোববার দিবাগত রাত ১১টা ২৯ মিনিটে জ্যামাইকা মেডিক্যাল সেন্টারে (হাসপাতাল) চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন।

বিশিষ্ট সাংবাদিক মাইন উদ্দিন আহমেদ স্মরণে শুক্রবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে আয়োজিত সভায় বক্তারা উপরোক্ত কথা বলেন। বিশিষ্ট সাংবাদিক, নিউইয়র্ক বাংলা ডট কম সম্পাদক আকবর হায়দার কিরণের মুল আয়োজন এবং সঞ্চালনায় ব্যতিক্রমী এই স্মরণ সভার শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন সাংবাদিক আবিদ রহমন।

সভায় স্মৃতিচারণ করে বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক

বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি এবং বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশন এর সিইও আবু তাহের (ভার্চুয়ালী), সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, সাপ্তাহিক জন্মভূমি সম্পাদক রতন তালুকদার, সিনিয়র সাংবাদিক মাহমুদ খান তাসের, ইউএসএনিউজঅনলাইন.কম সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন সেলিম, বিশিষ্ট সাংবাদিক মনির হায়দার, সাপ্তাহিক প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ, সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক মিজানুর রহমান, প্রবীণ প্রবাসী নাসির আলী খান পল, বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. আব্দুল বাতেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর মশিউর রহমান, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট মিনহাজ আহমেদ, একেএম নূরুল হক, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম, সাপ্তাহিক ঠিকানা'র বার্তা সম্পাদক ও দৈনিক ইত্তেফাক-এর বিশেষ প্রতিনিধি শহীদুল ইসলাম, টাইম টেলিভিশন ও বাংলা পত্রিকা'র বিশেষ প্রতিনিধি সালাহউদ্দিন আহমেদ, ফটো সাংবাদিক নিহার সিদ্দিকী, বিশিষ্ট সাংবাদিক মনিজা রহমান, ভিওবির নিউজ প্রেজেন্টার আইরিন রহমান, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ প্রতিদিন (উত্তর আমেরিকা সংস্করণ)-এর সাংবাদিক আবুল কাশেম, শো টাইম মিউজিক এর কর্ণধার আলমগীর খান আলম, সাংস্কৃতিক কর্মী মোশাররফ হোসেন, গোপাল স্যানেল প্রমুখ।

সভায় মরহুম মাইন উদ্দিন আহমেদ-এর পরিবারের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন পুত্র রিয়াজ আহমেদ এবং মাইন উদ্দিন আহমেদ-এর লেখা কবিতা পাঠ করেন পারভীন সুলতানা।

সভায় কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিশিষ্ট লেখক মাহমুদ রেজা চৌধুরী, আজিজুল হক, গ্রাফিক্স ওয়ার্ড-এর শাকিল মিয়া প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় মাইন উদ্দিন আহমেদের পুত্র রিয়াজ আহমেদ বলেন, আব্বা বাংলাদেশ অবজারভার, দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সহ বিভিন্ন ইংরেজী পত্রিকায় কাজ করতেন, কোথাও নিয়মিত বেতন হতো না। মাসের পর মাস অর্থকষ্টে থাকতে হতো আব্বাকে। সংসার চালাতে জীবনের বেশীরভাগ সময় আব্বাকে দিনে ও রাতে দুই শিফটে চাকরী করতে হয়েছে। অনেক কষ্ট করে তিনি আমাদের মানুষ করেছেন। তিনি তার পিতার মাগফেরাত কামনায় সবার দোয়া কামনা করেন।

লংমার্চ এবং হিন্দু মহাজোটের পরিসংখ্যান

তাঁদের দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলনে নামবে সেটা স্বাভাবিক। নির্যাতিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার আন্দোলনে এক্ষণে দেশে ঐক্য পরিষদ ও হিন্দু মহাজোট অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে, হয়তো এজন্যে সরকারি দল এদের দুই প্রধান নেতা রানা দাশগুপ্ত ও গোবিন্দ প্রামাণিককে এমপি হবার প্রস্তাব দিচ্ছে?

হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টান ঐক্য পরিষদ শনিবার (৭ই জানুয়ারি ২০২৩) ঢাকায় লংমার্চ'র ডাক দিয়েছিলো। শাহবাগে পুলিশ বাধা দেয়, নেতারা স্মারকলিপি প্রধানমন্ত্রীর দফতরে পৌঁছে দেন্। এদের দাবি হচ্ছে, সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়ন ও জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন। এ দু'টি ২০১৮'র নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ইশতেহারে ছিলো, ঐক্য পরিষদ এবার নির্বাচনের আগে এর বাস্তবায়ন চায়। এছাড়া তাঁদের অন্য দাবিতে রয়েছে সমতল আদিবাসী পৃথক ভূমি কমিশন গঠন, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ বাস্তবায়ন, দেবোত্তর সম্পত্তি সংরক্ষণ আইন প্রণয়ন, বৈষম্য বিলোপ আইন প্রণয়ন এবং পার্বত্য শান্তিচুক্তি ও পার্বত্য ভূমি কমিশনের যথাযথ বাস্তবায়ন। ঐক্যপরিষদ ২৪শে ফেব্রুয়ারি সারাদেশে বিভাগীয় সদর, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়নে মশাল মিছিলের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে।

হিন্দু মহাজোট সাংবাদিক সম্মেলন করে ২০২২-এ হিন্দুদের ওপর নির্যাতনের একটি পরিসংখ্যান দিয়েছে। তাঁরা বলেছেন, গত বছর আদিবাসী-হিন্দু ধর্ষিত হয়েছে ৩৯ নারী, তন্মধ্যে গনধর্ষণ ২৭। ধর্ষণের পর ১৪ নারীকে হত্যা করা হয়েছে, মোট হত্যা ১৫৪জন। তাঁদের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ১ লক্ষ ৯৫ হাজার ৯৯১টি পরিবার নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। লিখিত বক্তব্যে মহাজোট বলেছে, ৪২৪ সংখ্যালঘুকে হত্যার চেষ্টা করা হয়, ৬২ জন নিখোঁজ রয়েছেন। সংঘবদ্ধ হামলা হয়েছে ৯৫৩টি। অপহৃত হয়েছে ১২৭, অপহরণের চেষ্টা হয়েছে ২৭ জনকে। ৪৪৫টি পরিবারকে দেশ ত্যাগে বাধ্য হয়েছে। ১৫২ জনকে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে। ধর্মান্তরকরণের চেষ্টা করা হয়েছে ৪০ জনকে। ৫১ টি মন্দিরের ভূমি দখল করা হয়েছে। মন্দিরে হামলা, ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে ১২৮টি, প্রতিমা ভাংচুর ৪৮১টি, প্রতিমা চুরি ৭২টি।

হিন্দু মহাজোটের পরিসংখ্যানে আরো অনেক তথ্য আছে। তারা বলেছে, দেশের মিডিয়া ও তাঁদের নিজস্ব সূত্র সারা বছরে সংগৃহিত তথ্য থেকে এ হিসাব দেয়া হয়েছে। এসব পরিসংখ্যান হেসে উড়িয়ে দেয়ার সুযোগ নেই, সরকারের উচিত এগুলো তদন্ত করে প্রতিকারের ব্যবস্থা করা। হিন্দু মহাজোট আরো একটি মূল্যবান কথা বলেছে, তা হচ্ছে, বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে কিন্তু দেশের হিন্দু সম্প্রদায় কখনোই স্বাধীনতার স্বাদ লাভ করেনি। এ কথাটি হিন্দুদের মনের কথা, এবং কথাটি সত্য। বাংলাদেশে কোন সরকারই ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকারের বিষয়ে কখনই আন্তরিক ছিলোনা, এখনো নয়? এই একটি বিষয়ে সরকার ও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর বৃহত্তর অংশ 'পাকিস্তানী দৃষ্টিভঙ্গি' থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি, অথবা বেরিয়ে আসতে চাচ্ছেন না।

শিতাংশু গুহ, নিউইয়র্ক।। ৯ই জানুয়ারি ২০২৩।

এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি'র সভা

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ'র কার্যকরী কমিটি ও উপদেষ্টা পরিষদের যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার (১০ জানুয়ারী) সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটস এলাকার একটি রেষ্টুরেন্টে এই হয়। সভায় সংগঠনের পক্ষ থেকে চলতি বছরের (২০২৩ সাল) কর্মসূচী নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং আসন্ন পবিত্র রমজান মাসে ইফতার পার্টি আয়োজন সহ বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সোসাইটির সভাপতি সোহেল আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ জাবেদ উদ্দিন। সভায় উপদেষ্টাদের মধ্যে এমাদ চৌধুরী, দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী ও হাজী আব্দুর রহমান, সহ সভাপতি কয়েস আহমেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক মইনুল হক চৌধুরী, অর্থ সম্পাদক এমদাদ রহমান তরফদার, সাংস্কৃতিক সম্পাদক রুবেল আহমেদ, কার্যকরী সদস্য ফয়সল আহমেদ, হারুনুর রশীদ, আবু সোলেমান, মোহাম্মদ নূরুল হক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় সাংগঠনিক বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে আগামী ১১ এপ্রিল মঙ্গলবার এস্টোরিয়ার আল আমীন মসজিদে ইফতার মাহফিল আয়োজিত হবে। এছাড়াও সুবিধাজনক সময়ে বাউল সঙ্গীত আয়োজন ছাড়াও বিগত বছরগুলোর মতো চলতি বছরও মানুষের পাশে তথা কমিউনিটির কল্যাণে কাজ করার সিদ্ধান্ত হয়। এর মধ্যে 'কমিউনিটি ফ্রিজ কর্মসূচী' (ফ্রি ফুড সরবরাহ) অব্যাহত থাকবে।

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

স্থায়ী মিশনে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস

রহমানের ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস ২০২৩। অনুষ্ঠানের শুরুতেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্যগণের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাণী মিশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ পাঠ করে শোনান।

উন্মুক্ত আলোচনা পর্বে মিশনের কর্মকর্তারা দিবসটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করেন। সভাপতির বক্তব্যে মিশনের রাষ্ট্রদূত ও স্থায়ী প্রতিনিধি মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত বলেন, ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐন্দ্রজালিক নেতৃত্বে দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের স্বাধীনতার চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করেছি। আর ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা পূর্ণতা লাভ করেছে। সমগ্র জাতি সেদিন উল্লাসে রাস্তায় নেমে এসেছিল এবং আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে পড়েছিল।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট একটি দেশবিরোধী চক্র বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে বাংলাদেশের উন্নয়নের পথ রোধ করতে চেয়েছিল। কিন্তু তারা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও আদর্শকে ধ্বংস করতে পারেনি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ সারাবিশ্বে আজ উন্নয়নের একটি রোল মডেল। তিনি ২০৪১ সালের মধ্যে একটি সুখী-সমৃদ্ধ-উন্নত স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। উপস্থিত সবাইকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতকে আরো শক্তিশালী করার নিমিত্ত নিজ নিজ অবস্থান থেকে দেশ গঠনের কাজে নিয়োজিত হবার আহ্বান জানিয়ে রাষ্ট্রদূত তার বক্তব্য শেষ করেন।

ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাসে বঙ্গবন্ধুর ”স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

বন্দী থাকার পর ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি লন্ডন ও নয়াদিল্লি হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসেন।

এই ঐতিহাসিক দিবসটি স্মরণ করে এবং স্বাধীনতার মহান স্থপতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে ওয়াশিংটনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স ফেরদৌসী শাহরিয়ার এবং অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর আবক্ষ মূর্তিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে দিবসের কর্মসূচি শুরু হয়।

এরপর রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাণী পাঠ করে শোনান ডিফেন্স অ্যাটাচে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ শাহেদুল ইসলাম ও মিনিস্টার (পলিটিক্যাল-২) মোঃ রাশেদুজ্জামান।

পরে দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে দুতাবাসের বঙ্গবন্ধু অডিটরিয়ামে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনায় অংশ নিয়ে দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স ফেরদৌসী শাহরিয়ার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং বাঙালি জাতির দীর্ঘ প্রতিক্ষিত স্বাধীনতা অর্জনে বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘ ২৪ বছরের সংগ্রাম ও মহান আত্মত্যাগের কথা উল্লেখ করেন।

জাতির জন্য এই ঐতিহাসিক দিনটির তাৎপর্য তুলে ধরে ফেরদৌসী শাহরিয়ার বলেন, বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাঙালি জাতি ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর মহান মুক্তিযুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় ছিনিয়ে আনে। কিন্তু এই দিনে মহান নেতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয়ের আনন্দ পূর্ণতা পায়।

চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে 'সোনার বাংলা' এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়তে সবাইকে যার যার অবস্থান থেকে সর্বোচ্চ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করার অনুরোধ জানান। বঙ্গবন্ধু ও ১৫ আগস্টের অন্যান্য শহিদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত এবং জাতির অব্যাহত শান্তি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাতের মাধ্যমে কর্মসূচীর সমাপ্তি হয়। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কাউন্সেলর (পলিটিক্যাল-১) মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান।

'তারেক-জোবায়দা'র সম্পদ ক্রোকের তীব্র নিন্দা

জানানো হয়েছে। সভায় দেশব্যাপী দলীয় নেতা-কর্মীদের উপর নিপীড়ন-নির্যাতন, গ্রেফতার ও হামলা-মামলার প্রতিবাদ এবং অবিলম্বে সকল নেতা-কর্মীদের মুক্তি দাবী করা হয়। এছাড়াও সভায় আগামী ১৯ জানুয়ারী স্বাধীনতার ঘোষক, বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের জন্মবার্ষিকী পালন এবং ২৬ মার্চ বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

সিটির জ্যাকসন হাইটসের একটি রেষ্টুরেন্টে সোমবার (৯ জানুয়ারী) রাতে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন এবং বিশেষ বক্তা ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক যুগ্ম সম্পাদক ও মূলধারার রাজনীতক, ব্যবসায়ী আখতার হোসেন বাদল। এছাড়াও বিশেষ বক্তা ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা মহিন আহমেদ, নিউইয়র্ক ষ্টেট বিএনপি'র সভাপতি সালেহ আহমদ মানিক ও সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন শিপন।

নিউইয়র্ক সিটি বিএনপি'র সভাপতি সাইফুল ইসলাম এবং সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান। সভার শুরুতে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ ইংরেজী নববর্ষ উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং সাংগঠনিক বিষয়ে আলোচনায় অংশ নেন। সভায় আগামী ১৯ জানুয়ারী স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ, বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের জন্মবার্ষিকী পালন এবং ২৬ মার্চ বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের সিদ্ধান্ত হয়। উভয় অনুষ্ঠান সংশ্লিষ্ট দিনগুলোতে সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসে আয়োজিত হবে। সভায়ি স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটির আহ্বায়ক মহিন আহমেদ, সদস্য সচিব দেলোয়ার হোসেন শিপন, প্রধান সমন্বয়কারী মোসলেম উদ্দিন আহমেদ, সার্বিক তত্বাবধান ও প্রচারে তাইবুর রহমান এবং সদস্য মোহাম্মদ আরিফুর রহমান ও জুনায়েদ মাহফুজ।

সভায় অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন বলেন, বিএনপি'র সাম্প্রতিক গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শেখ হাসিনার সরকার ভীত হয়ে দলীয় নেতা-কর্মীদের উপর জুলুম-নির্যাতন চালাচ্ছে। দলীয় মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহ কেন্দ্রীয় নেতাদেরও আটক করেছে। সর্বশেষ বাংলাদেশের আগামী দিনে নেতা তারেক রহমান ও তার স্ত্রীর সম্মত্তি ক্রোক করার মতো পত বেছে নিয়েছে। যা চরম অন্যায়। তিনি বলেন, দেশ ও প্রবাসের বিএনপি নেতা-কর্মী সহ দেশের মানুষ আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে জেগে উঠেছে, ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। বিদেশীরাও সরকারের অন্যায়-অবিচার আর রাতের ভোটের বিরুদ্ধে কথা বলছেন, তারাও সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ নির্বাচন চাচ্ছে। আর তাই সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত এই ঐক্য ধরে রাখতে হবে। কোন ষড়যন্ত্র বা প্রলোভনের কাছে পরাজিত হওয়া যাবে না। দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের বিকল্প নেই।

আখতার হোসেন বাদল বলেন, আমরা শহীদ জিয়ার সৈনিক, আমাদের নেতা সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আর দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আওয়ামী লীগ সরকারের অন্যায়-অবিচার রোধে আর তারেক রহমানকে দেশে ফিরিয়ে নিতে দেশ ও প্রবাসে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের বিকল্প নেই। তিনি বলেন, অবশ্যই তারেক জিয়া বীরের বেশে দেশে ফিরবেন আর শেখ হাসিনার সরকারকেও বিদায় নিতেই হবে। এর কোন বিকল্প নেই। তিনি বলেন, সরকার বিএনপির জনপ্রিয়তায় ভীত হয়ে নানা ষড়যন্ত্রের পথ বেছে নিচ্ছে। এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সবাইকে সজাগ থাকতে হবে। সেদিন বেশী দূরে নেই যে, বিএনপি'র নেতৃত্বে দেশের জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে সরকারের সকল ষড়যন্ত্র রোধ করে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে।

সভায় উল্লেখ নেতা-কর্মীদের মধ্যে মোহাম্মদ এম কামাল মুকুল, মোহাম্মদ টি রহমান, মোসলেম উদ্দিন আহমেদ, তাইবুর রহমান, আব্দুল মাবুদ সম্রাট, মোহাম্মদ জনি, ইউনুস আলী, মোহাম্মদ মনির, মোহাম্মদ মোসলেম উদ্দিন, হোসাইন মোহাম্মদ মনির, জুনায়েদ মাহমুদ, নাজমুল হাসান, বিপ্লব হোসেন, মোহাম্মদ আরিফুর রহমান, জুনায়েদ মাহফুজ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ফোবানা'র ৬ বাংলাদেশির বিরুদ্ধে সতর্কবার্তা

কর্মকর্তাবৃন্দ। গত রোববার (৮ জানুয়ারি) সংগঠনটির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে উক্ত সতর্কবার্তা জারি করা হয়। ফোবানা'র বর্তমান কমিটির চেয়ারপার্সন ড. আহসান চৌধুরী হিরো ও নির্বাহী সম্পাদক নাহিদুল খান সাহেল স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

ফোবানা'র কর্মকর্তারা প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করেন সম্প্রতি কয়েকটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত ফোবানা সম্পর্কিত সংবাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে এবং ফেডারেশন অব বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশনস ইন নর্থ আমেরিকা (ফোবানা) সম্পর্কে সৃষ্ট যেকোনো বিভ্রান্তি দূর করার জন্য নিম্নোক্ত সংবাদ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হলো।

২০২১ সালে ওয়াশিংটন ডিসি শহরে ফোবানা সম্মেলনের কতিপয় কর্মকর্তার আর্থিক অনিয়ম ও ফোবানা কেন্দ্রীয় কমিটির কতিপয় কর্মকর্তার সংগঠন ও সংবিধান পরিপন্থি কর্মকান্ডের কারণে ২০২২ সালের প্রথমার্ধে সাবেক চেয়ারম্যানসহ তিনজন এবং পরে আরও তিনজন মোট ছয়জনকে বিভিন্ন মেয়াদে ফোবানা হতে বহিষ্কার করা হয় এবং আরও কয়েকজনকে কেন বহিষ্কার করা হবে না মর্মে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়। ফোবানা থেকে বহিষ্কৃতরা হলেন আতিকুর রহমান, জাকারিয়া চৌধুরী, বেদারুল ইসলাম বাবলা, রফিক খান, জি আই রাসেল ও শিব্বির আহমেদ।

পরবর্তীতে বহিষ্কৃতরা একত্রিত হয়ে আরও কিছু ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে লস অ্যাঞ্জেলেস শহরে ফোবানা নামে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন এবং

অনুষ্ঠান শেষে হোটেল কর্তৃপক্ষকে চেক লিখে বিল পরিশোধ করে কেটে পড়েন, যা পরবর্তীতে একাউন্টে অর্থ না থাকার কারণে ফেরত আসে। (উল্লেখ্য যে ফোবানা সম্মেলনের স্বাগতিক সংগঠন ও শহরের ঘোষণা দুই বৎসর আগেই দেয়া হয়, ২০২৩ সালের ফোবানা ডালাস শহরে এবং ২০২৪ সালের ফোবানা ওয়াশিংটন ডিসি শহরে অনুষ্ঠিত হবে)। এমতাবস্থায় '২০ লাখ টাকার ভূয়া চেক দিয়ে উধাও, যুক্তরাষ্ট্রে ৮ বাংলাদেশিকে খুঁজছে ম্যারিয়ট হোটেল' শিরোনামে পত্র পত্রিকাতে খবর প্রকাশিত হয়।

ফোবানা কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে প্রবাসী বাংলাদেশি ও বাংলাদেশের ফোবানা সংলিষ্ট সকলকে উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে প্রবাসী বাংলাদেশিদেরকে সতর্ক থাকার আহবান জানান ফোবানা'র কর্মকর্তাবৃন্দ। এবিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে ২০২২ সালের মাঝামাঝি সময়ে ফোবানা কর্মকর্তারা উল্লেখিত প্রতারক দলের সম্পর্কে সতর্কতা জারি করে সংবাদ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিল। ফোবানা কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির উল্লেখ করেন যে, ম্যারিয়ট হোটেল ও আন্তর্জাতিক ঋণ সংগ্রাহক সংস্থার নিকট ফোবানার কোন ঋণ বা দেনা-পাওনা নেই, সুতরাং দাবিকৃত কোন অর্থ পরিশোধে ফোবানা কোন দায় দায়িত্ব গ্রহন করবে না।

ভারত ক্ষমতায় বসিয়ে দেবে না কিন্তু পাশে থাকলে শক্তি পাই : কাদের

ঢাকা, ১১ জানুয়ারি : আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন গতবারের চেয়ে টাফ হবে। ভারত আমাদের ক্ষমতায় বসিয়ে দেবে না। কিন্তু ভারত আমাদের পাশে থাকলে শক্তি পাই বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। গতকাল সন্ধ্যায় ২৩ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক কার্যালয়ে সাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বাংলাদেশে সফররত ভারতীয় সাংবাদিকদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় এসব কথা বলেন তিনি। ওবায়দুল কাদের বলেন, আমাদের ভুল-ত্রুটি আছে। তারপরও একটা কথা মনে রাখবেন, বিশ্বাস করি, বাংলাদেশে শেখ হাসিনার চেয়ে কোনো বিশ্বস্ত বন্ধু আরেকজন আপনাদের নেই। এটা ভারতকে মনে রাখতে হবে, ভারত আমাদের বন্ধু। তারপর আমরা বিশ্বাস করি, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ভুলে যাওয়ার নয়। আমরা বিশ্বাস করি ভারতের সঙ্গে বৈরী সম্পর্ক বজায় রেখে আমাদের যে পাওনাটা পাব সেটা আদায় করা সম্ভব না। তারপর কিছু বিষয় আছে, সমাধান হয়নি। এসব ভারতের সঙ্গে আলোচনা করেই সমাধান করা হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চেয়ে ভারতের ভালো বন্ধু নেই।

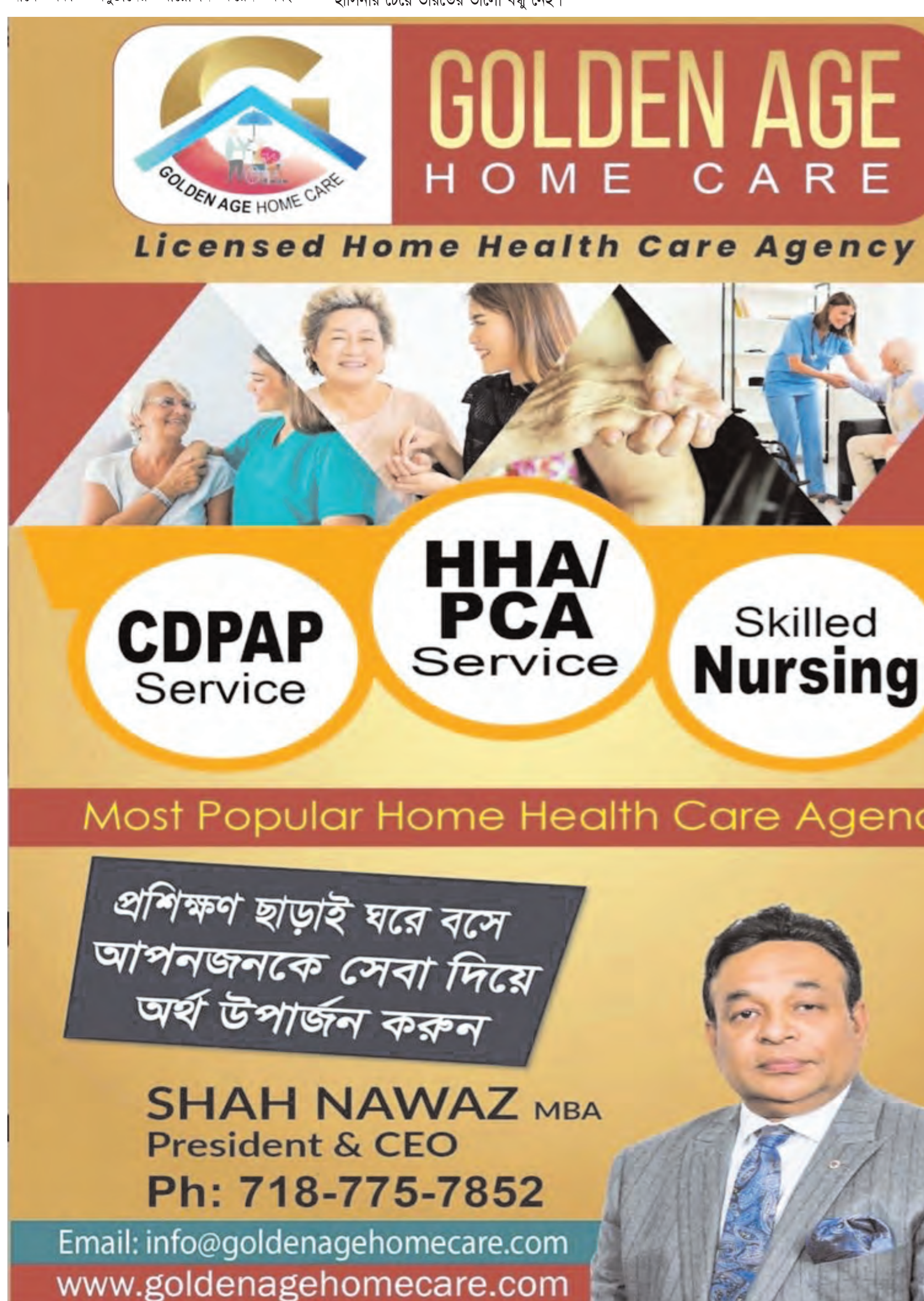

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

www.jonmobhumi.com

হোমিও চিকিৎসা

এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অণ্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্লান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভঙ্গ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রণ *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *মানসিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেট ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal

72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

EVEREST DRIVING SCHOOL

LICENSED BY THE NYS DMV

DALIA 917.497.9882

- 5 Hours Pre Licensing Course
- 6 Hours Defensive Course (Good for TLC)
- We Have Package Deals (5 Lesson Deal $260, 10 Lesson Deal $420)
- Free Pick up & Drop off (Cond.)
- Road Lesson
- Road Test Appointment
- Car for Road Test

We are open 7days a week

TEL: 718-255-6269
FAX: 718-255-6389

OUR NEW LOCATION:
37-18 74TH ST. 2ND FL, SUITE # 200
JACKSON HEIGHTS. NY-11372
E-mail: everestdrivingschool@gmail.com
www.everestservicesny.com

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন

STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all Your Professional Photography Like events News Conference Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE MBPS, MIFPD
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

R-K Insurance Brokerage Inc

Notary Public done here

Krishna D. Debnath
Cel: 347.935.2479

Black Car, Green Taxi Cab and Private Car, Home, Business, Disability, Workers Comp, Construction, Food/Fruit Vendor.

Md. Abdul Haque

Life Insurance Services

Tel: 718 880 4647, Fax: 718 285 8456, E-mail: rkmyinsurance@gmail.com

37-05 74th Street 3rd Floor, Jackson Heights NY 11372

WINZONE REALTY INC.

Licensed Real Estate Broker

Direct: 347-935-2479
Email: yourrealti@gmail.com
81-15 Queens Blvd. 2fl,
Elmhurst, NY 11373
Tel.: 718-899-7000 Fax: 718-899-2000
Tel: 718-886-3200 Fax: 718-886-5195
Website: www.WinzoneRealty.com

Krishna D. Debnath
Licensed Real Estate Sales Person
Notary Public

MLS

DEBNATH ACCOUNTING INC.

SUBAL C DEBNATH, MAFM

MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

NOTARY PUBLIC

OUR SERVICES

- Federal & All States Tax
- Payroll Tax
- Sales Tax
- Business Tax :
  - Individual
  - Corporation
  - Partnership
  - Not for Profit
- Business Formation
- Tax Planning & Others
- Affidavit of Support (Sponsor) & Other Immigration Forms
- Travels (Air Ticket)
- Notary Public

TAX FILING

Subal C Debnath

OPEN 7 DAYS A WEEK

37-53, 72nd Street, Ground Fl, Jackson Heights, NY 11372
E-mail: Subalcdebnath@yahoo.com | Ph: (917) 285-5490

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

NEW YORK DIABETES & ENDOCRINE WELLNESS CENTER

ডায়াবেটিস ও এন্ডোক্রাইন (হরমোন) স্পেশালাইষ্ট চিকিৎসা করা হয়

নিউইয়র্কের প্রবাসী বাংলাদেশী সম্প্রদায়ের রাজধানী খ্যাত জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্র থেকে সেবা প্রধান করি।

www.jonmobhumi.com

Dr. Kaushik Mandal , MD

Board Certified Specialist in Endocrinology, Internal Medicine, Obesity Medicine

affiliated with Mount Sinai, South Nasssau, Jamaica Hospital Medical center Faculty attending endocrinologist at Nassau University Medical Center

Queens: 70-17 37th avenue, Jackson Heights NY 11372

Long Island: 230 Hilton Avenue Suite 106, Hempstead NY 11550

Ph: 516-666-4112

Fax: 516-666-4115

Web: www.nydewc.com

Office email: contact@nydewc.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

J.K. GAIN MULTISERVICES

A company you can trust ....

Jaydeb Gain

- Tax Services
- Life Insurance
- Health Insurance
- Auto Insurance
- Home Insurance
- Business Insurance
- TLC Insurance
- DDC. (6 hrs.)

MassMutual

LOW COST GUARANTEE

Authorized IRS e-file Provider

Notary Public

ছয় ঘন্টার ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং কোর্স
10% Insurance Cost Deduction
Up to 4 points Removal

Tel: 347-536-5107
41-15 75th Street, Suite 2
Elmhurst, NY 11373
Email: gain_jaydeb@yahoo.com
www.JKGainMulti.com

NYC MASTER ELECTRICIAN LICENSED & INSURED

FREE ESTIMATES FULLY LICENSED & INSURED

GREEN POWER ELECTRIC CORP

NYC LICENSED ELECTRICAL CONTRACTOR

OUR SERVICES

SERVICE UPGRADE
GENERAL WIRING
RESIDENTIAL & COMMERICAL
VIOLATION REMOVAL
TROUBLESHOOTING
PANEL UPGRADE

আমরা সব ধরণের ইলেক্ট্রিক্যাল কাজ করে থাকি

CONTACT: 718-445-2740
Email: greenpowerelectric15@yahoo.com

সবচেয়ে কমমূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন

জননী ট্রাভেল এন্ড ট্যুরস
JANONI TRAVEL & TOURS

আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সি, অনলাইন থেকেও কমমূল্যে টিকেট বিক্রি করি

We issue 118+Airlines Tickets with 100% Seat Confirm

Cheapest Domestic & International Airlines Tickets

হজ্জ ও ওমরাহ্ সার্ভিসেস ওমরাহ্ ভিসা

Emirates Kuwait Airways Turkish Airlines Qatar Etihad Delta

37-15 73rd St, Suite # 210, (Bangladesh Plaza)
2nd Floor, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 347-465-3220
Email: janonitravel@gmail.com

Saha Realty Corp.

You deserve the best! Buy or Sell.
Best value, Best advice!

Real Estate Buy & Sell • Real Estate Investment
New Construction • Violation Removal
Re-Construction • Home Improvement

Bishnu Saha
Lic. Real Estate Broker

Bindusri Ghosh
Lic. Real Estate Salesperson

Bishnu Saha
Kanika Saha
Bindusri Ghosh
Kalyanshree Ghosh
Biru Saha

92-24 Corona Avenue
Elmhurst, NY 11373
Tel: 718-271-3806
Fax: 718-271-3295
Email: bishnusaha61@gmail.com

HONDA

I ♥ Hillside Honda

139-07 Hillside Avenue
Jamaica, NY-11435

Year end Lease special at Hillside Honda

We sell all kind of new and certified Honda

We take all make and model as trade

We speak Your language

See
MOHAMMED CHOWDHURY (MO)
Sales Manager
347-624-3846
Or call
718-657-7810
to make an appointment with our Bengali representative.

GLOBAL MULTI SERVICES, INC.

THE MOST TRUSTED TAX PREPARER SINCE 2006

OUR SERVICES

TAX
IMMIGRATION

IRS e-file

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

• Corporation • Partnership • Non Profit • Write Up • Payroll, Audit
• Small Business • Consulting • Any kind of Deed, Documents • Translation
• Form Fillup, • Tax Planning • Other Business Related Services

Tareq Hasan Khan
CEO

37-18, 74th Street, Suite - 202
Jackson Heights, NY 11372 Email : globaltax2006@gmail.com
Tel: (718) 205-2360

FAUMA INNOVATIVE
CONSULTANCY GROUP

- ALL CHOICE ENERGY
- WOODSIDE ADULT DAYCARE CENTER
- BALAKA 3 STAR STAFFING
- MERCHANT SERVICES
- NEW YORK STATE ENERGY BROKER

FAHAD R SOLAIMAN
PRESIDENT/CEO

OFFICE: 718.205.5195. CELL: 347.393.8504
EMAIL:FAHAD@FAUMAINC.COM, FAUMA@FAUMAINC.COM
37-18 73RD ST. SUITE 502. JACKSON HEIGHTS, NY 11372

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার

আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Call Today:

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	859 Fillmore Ave
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549

www.jonmobhumi.com

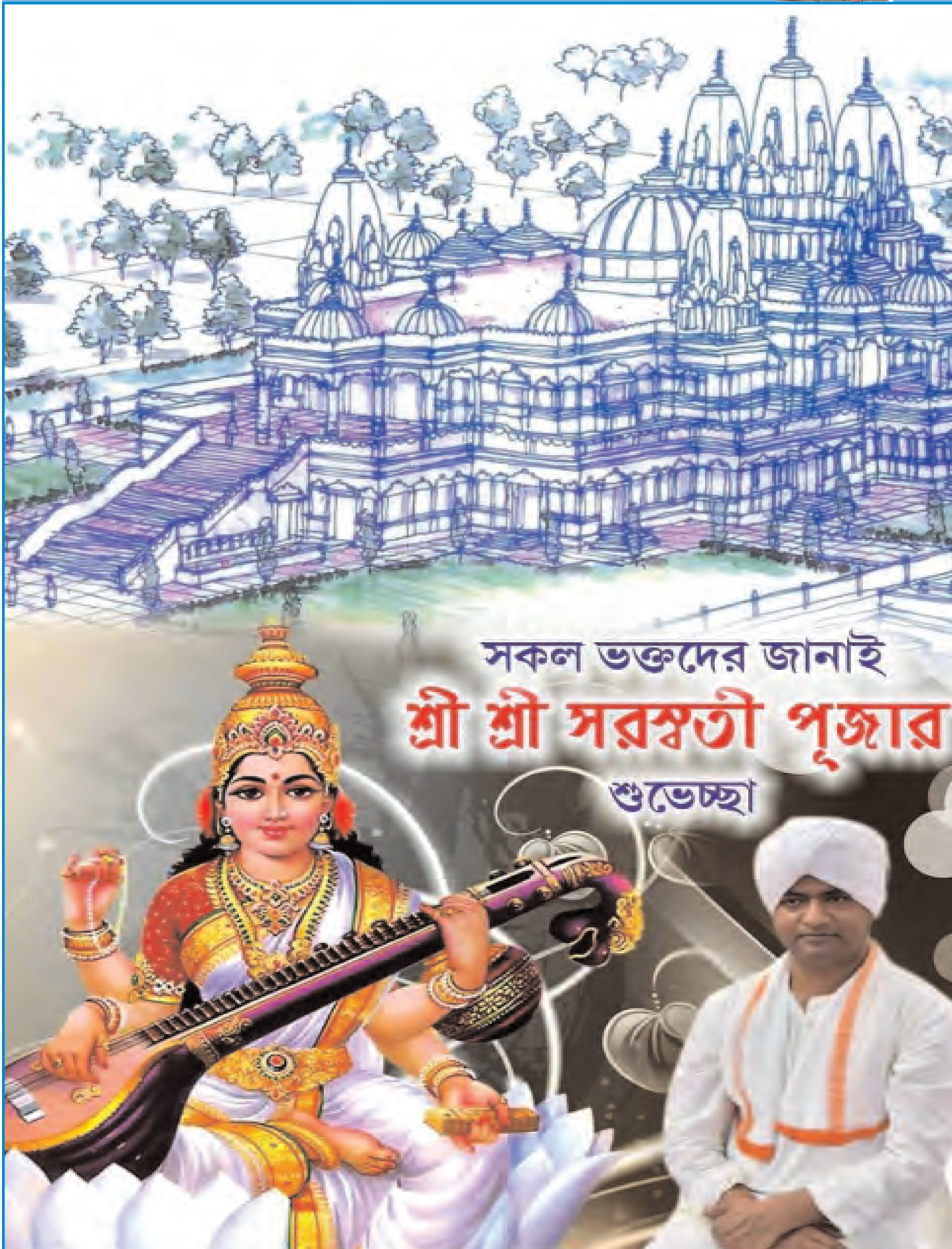

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমি
প্রবাসে বাংলাদেশের মুখ
Vol. 22, No. 43 Thursday 12 January 2023 Weekly Jonmobhumi / অন লাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

এবার ঢাকায় আসছেন ডোনাল্ড লু
অগ্রাধিকার পাবে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক

ওয়াশিংটন ডিসিঃ দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক সহকারী মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু আগামী শনিবার বাংলাদেশে আসছেন। তিনি তাঁর সফরে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক শক্তিশালী করার বিষয়ে আলোচনা করবেন। পাশাপাশি মানবাধিকার, শ্রম অধিকারের বিষয়টি আলোচনায়

বাকি অংশ ৩৩ পৃষ্ঠায়

প্রেসিডেন্টের কাছে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের পরিচয়পত্র পেশ

ওয়াশিংটন ডিসিঃ মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ঢাকার সঙ্গে তাদের স্থায়ী অংশীদারিত্বের কথা উল্লেখ করে গত ৫০ বছরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অসাধারণ অগ্রগতির প্রশংসা করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরানের পরিচয়পত্র গ্রহণকালে এক লিখিত মন্তব্যে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরানের পরিচয়পত্র

বাকি অংশ ১৮ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কে জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মইনুলকে শো’কজ

নিউ ইয়র্কঃ নিউইয়র্কে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার ভবন কেনাকে কেন্দ্র করে সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলামকে শো’কজ নোটিশ দেয়া হয়েছে। সাবেক কোষাধ্যক্ষ ও নব নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলামের নেতৃত্বে জালালাবাদ ইউএসএ ইনক

বাকি অংশ ৩৩ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কে সাংবাদিক মাইন উদ্দিন আহমেদ স্মরণ সভা

নিউইয়র্কঃ সদ্য প্রয়াত বিশিষ্ট সাংবাদিক মাইন উদ্দিন আহমেদ স্মরণে নিউইয়র্কে সভা হয়েছে।

বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কে জালালাবাদ ভবন উদ্বোধন

নিউইয়র্কঃ নিউইয়র্কে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা, ইনক এর নিজস্ব ভবন উদ্বোধন হয়েছে ৮ জানুয়ারি রোববার। এতে প্রবাসী সিলেটবাসীসহ কমিউনিটির বিপুল সংখ্যক ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

জালালাবাদ ভবন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন শওকত আলী,

বাকি অংশ ১৮ পৃষ্ঠায়

ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাসে বঙ্গবন্ধুর ”স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস” পালিত

ওয়াশিংটন ডিসিঃ ওয়াশিংটন ডিসিস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে আজ যথাযোগ্য মর্যাদায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ‘স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস’ পালন করা হয়।

বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগারে ২৯০ দিন

বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়

রেকর্ড রেমিট্যান্স এসেছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে

ঢাকাঃ চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে রেকর্ড পরিমাণ রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসীরা। ফলে রেমিট্যান্সের উৎস হিসেবে এখন প্রথম অবস্থানে আছে যুক্তরাষ্ট্র।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, অনেক শর্ত শিথিল করায়

বাকি অংশ ১৮ পৃষ্ঠায়

ফোবানা’র ৬ বাংলাদেশির বিরুদ্ধে সতর্কবার্তা

নিউইয়র্কঃ ৬ প্রবাসী সম্পর্কে নতুন সতর্কবার্তা জারির মাধ্যমে বাংলাদেশিদের সতর্ক থাকার আহবান জানিয়েছেন ফেডারেশন অব বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশনস ইন নর্থ আমেরিকা (ফোবানা)’র

বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়

‘তারেক-জোবায়দা’র সম্পদ ক্রোকের তীব্র নিন্দা

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন ও আখতার হোসেন বাদল নেতৃত্বাধীন সংগঠনের নিউইয়র্ক সিটি বিএনপি’র এক সভায় দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও তার পত্নী জোবায়দা রহমানের সম্পদ ক্রোকের সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ

বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়

জাতিসংঘে তিন সংস্থার নির্বাহী বোর্ডের ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত

বাংলা প্রেস, নিউ ইয়র্ক: জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ আবদুল মুহিত মঙ্গলবার (১০ জানুয়ারি) নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ইউএনডিপি/ইউএনএফপিএ/ইউএনওপিএস-এর নির্বাহী বোর্ডের ২০১৩ সালের ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। কেনিয়ার রাষ্ট্রদূত বোর্ডের সভাপতি নির্বাচিত হন। অন্য ভাইস-প্রেসিডেন্টরা হলেন কোস্টারিকা, ইউক্রেন এবং তুরকিয়ের

বাকি অংশ ২৫ পৃষ্ঠায়

স্থায়ী মিশনে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস পালিত

নিউইয়র্কঃ নিউইয়র্কে জাতিসংঘ বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে ১০ জানুয়ারি যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয় হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর

বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়

এবারের ইনকাম ট্যাক্স রিটার্নে নতুন যা থাকছে

ইনকাম ক্রেডিট বেড়েছে, চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিটে এসেছে বড় ধরনের পরিবর্তন

নিউইয়র্কঃ যুক্তরাষ্ট্রে এবারের ইনকাম ট্যাক্স রিটার্নে আর্নড ইনকাম ক্রেডিট বেড়েছে। বড় ধরণের পরিবর্তন এসেছে চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিটে। আইআরএস’র বরাত দিয়ে ইউএসএনিউজঅনলাইন.কমকে এ তথ্য সহ এবারের ট্যাক্স ফাইলিংয়ে নতুন কি থাকছে তার একটি বিবরণ দেন নিউইয়র্কের কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেস’র প্রেসিডেন্ট ও আইআরএস

বাকি অংশ ২৫পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কে বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি’র নতুন কমিটির শপথ

নিউইয়র্কঃ যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী বাংলাদেশীদের অন্যতম বৃহৎ সংগঠন বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ ইনকের নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যদের

বাকি অংশ ২৫ পৃষ্ঠায়

খবরের অন্তরালে

লংমার্চ এবং হিন্দু মহাজোটের পরিসংখ্যান

শিতাংশু গুহ, নিউইয়র্ক।। গত সপ্তাহে ঢাকায় দু’টি খবর জাতীয় দৈনিকগুলো গুরুত্ব দিয়ে ছেপেছে। এগুলো সামাজিক বা অর্ধ-রাজনৈতিক। আওয়ামী লীগ-বিএনপি যেমন ক্ষমতার রাজনীতি করে, ঐক্য পরিষদ ও হিন্দু মহাজোট তেমনি সংখ্যালঘু বা হিন্দুদের অধিকার আদায়ে আন্দোলন করে। নির্বাচনী বছর, রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সাথে তাল মিলিয়ে সামাজিক সংগঠনগুলো

বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়

www.jonmobhumi.com

York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business
- Now Hiring Sales Persons
- Free Training (We will pay course fees)
- Earn up to 300K Yearly
Zakir H. Chowdhury
President
zchowdhury646@gmail.com
718-255-1555, 917-400-3880
70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372 www.yorkholdingrealty.com

পুরোহিত টিটন আচার্য্য
সকল প্রকার পুজা, পার্বণ, শ্রাদ্ধ ক্রিয়া, অন্নপ্রাশন, বিবাহ, শান্তি স্বস্তায়ন, গ্রহ পুজা, বাস্ত পুজা, গৃহ প্রবেশ সহ যেকোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির জন্য আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে যোগাযোগ করুন।
ফোন : ৩৪৭-৩৬৯-২৯৮৯

MERIT KABAB PALACE
We specialized in Indoor & Outdoor Catering
Owner: Abdul Alim
37-67 74th St. Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-396-5827

শৈবাল গ্রোসারী
Halal Meat
EBT,Credit cards,W/C- কার্ড নেয়া হয়।
গ্রোসারী,মাছ-হালাল মাংশ,শাক-সব্জী পাওয়া যায়!!!
81-28 Broadway,Elmhurst.NY-11373
বিস্তারিত আরও জানতে ফোন করুন
ph;718-205-8515

বাপ্পি সুইটস্
85-07,Whitney Ave
Elmhurst , NY 11373
PHONE-718-458-0626

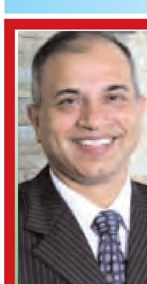
Ma Travel Ageny
IATA And ARC Approved
Shahadat Hasan
Call: 917-593-9311
shahadat3@msn.com
We do real estate, sell, buy, rent, tax file, notary.
Ticket Sell NYC TO Dhaka-RT- 599
37-22 73rd Street, 2G
Jackson Heights, NY-11372
Above Nobanno Restaurant

Brilliant Accounting And Tax Services Inc.
Mohammed Nasiruddin Khan
37-18 74th Street, 2nd Floor. Suite 203 MBA.MAFM.FCGA
Jackson Height,NY-11372
phone:929-287-7354 // fax:716-295-6701
929-413-8884

AUTHORIZED e-file PROVIDER
আমাদের সেবা সমূহ
PersonalTax / Business Tax / Bookkeeping / Payroll Tax / Sales Tax

DHAKA DRIVING SCHOOL
37-18 -73rd Street .
jackson heights NY-11372

Tel:718-507-0903
cell :917-254 - 8955
যোগাযোগঃ মোল্লা আবু মাসুদ

Editor: Ratan Talukder,Published by Jonmobhumi Group Inc . 37-39-74 Street, Jackson Height, NY 11372. Tel: 718.380-6712; Cell: 646-327-7964, e-mail: jonmabhumi@gmail.com